উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৯ চৈত্র ১৪৩০ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 2 April 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

বিশ্বসেরা হতে চান মায়াঙ্ক

এগারোর পাতায়

দুইয়ের পাতায়

দিনভর আনাগোনা মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল-বিরোধী দলনেতার

বাতাসে হাহাকার

বিপর্যয় হলে সবরকম সাহায্য করা যেতে পারে। আমি প্রশাসনকে বলব কার কতটা ক্ষতি হয়েছে সমীক্ষা করে দেখা হোক।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ভালো কাজ করছে। চিকিৎসক এবং আধিকারিকরাও ভালো কাজ করছেন।

-সিভি আনন্দ বোস

গ্রামগুলোতে কাঁচা বাড়ি। একটাও পাকা বাড়ি নেই। ওঁর মতো আমাদের মাঝরাতে খিচ মেরি ফোটো'র প্রয়োজন হয় না।

-শুভেন্দু অধিকারী

প্রলয়ের পরে। চালচুলো হারিয়ে গিয়েছে। পড়ে রয়েছে খেলনা গাড়ি। ময়নাগুড়ির বার্নিশে (উপরে)। দুর্গতদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতায়। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

সব হারিয়ে বিধ্বস্ত বার্নিশ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১ এপ্রিল : চালচুলো নেই। এক টুকরো পলিথিনের শেডই আশ্রয়। বাড়িতে খাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত নেই। থালা, বাটি, বাসনপত্র পর্যন্ত ঝড়ের দাপটে উড়ে গিয়েছে। আলো নেই।

নেই, নেই আর নেই। আছে শুধু আতঙ্ক। দুর্যোগের ২৪ ঘণ্টা পরেও বার্নিশের সেই গ্রামে সবাই আতঙ্কে জড়সড়ো। বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। সেই খাদ্যটুকু সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগ্রহটাও অনেকের নেই। এতটাই জড়সড়ো।

বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালীবাড়ি কায়েতপাড়ায় তখন দুপুর গড়িয়েছে। উঠোনে ভেঙে পড়া গাছের ডালের উপর বসে আছেন বছর সত্তরের বৃদ্ধা সরবালা রায়। স্বামী খোকা রায়ের পায়ে আঘাত লেগেছে। সরবালার নাতি ১৪ বছর বয়সের শুভ থেকে থেকে আতঙ্কে কেঁপে উঠছে। তাঁদের বিছানা, মশারি বালিশ সব উড়ে গিয়েছে। ফ্যালফ্যালে চোখে তাঁর একটাই প্রশ্ন, 'এই আতঙ্ক কবে কাটবে?'

পাশেই বসতবাড়ি সুশীল রায়ের। এখনও সেই বাড়ির সকলেই ভয়ে কাঁপছেন। এদিন দুপুরের পর আকাশে মেঘ দেখেই যেন ফের আতঙ্ক গ্রাস করেছে। স্ত্রী কল্পনা সহ দুই ছেলে বিশু ও শিবু এবং দুই পুত্রবধূ সহ দুই নাতি-নাতনিকে নিয়ে থাকেন। এদিন তিনি বলেন, 'সবকিছু চলে গিয়েছে। তবুও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমাদের প্রাণগুলো যায়নি। যেতেই পারত। ঝড়ে নাতি-নাতনিকে প্রায় টেনেই নিয়ে গিয়েছিল। জাপটে ধরে সরে গিয়েছি।'

পুঁটিমারির বাসিন্দা প্রদীপ রায়ের বাড়িঘরের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। টোটো চালাতেন। সেই টোটোও ঝড়ে উধাও। টোটো চালিয়ে ৩০ হাজার টাকা জমিয়েছিলেন তিল তিল করে। সেই টাকাও উধাও। তাঁর দুই মেয়েই জখম। জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রদীপ স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে। আর ভিটে পাহারা দিচ্ছেন স্ত্রী পার্বতীর দাদা বাবলু রায়।

এলাকায় প্রায় ২০০ বিদ্যুতের পাকা খুঁটি ভেঙে পড়েছে। ৭টি ট্রান্সফর্মারের পুরো কাঠামো লন্ডভন্ড। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তা বিপুল ওরাওঁ জানালেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। তবে পরিস্থিতি জটিল। বাইরের অন্ধকার, আর বার্নিশবাসীর মনের অন্ধকার এখনই কাটা মুশকিল।

ধ্বংসের ক্ষতে প্রলেপ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১ এপ্রিল : ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষতিগ্রস্ত এক বাসিন্দার অঝোরে কান্না, ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি শাসকদলকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি সোমবার এমন অনেক কিছুরই সাক্ষী রইল। ময়নাগুড়িতে ঝড়ে গুরুতরভাবে আহত দুই শিশুকে দেখতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, 'মানুষকে পরিষেবা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। এটা বিজেপির সরকার নয়। যাঁরা আমাদের ভোট দেননি তাঁদের জন্যও রাজ্য সরকার কাজ করবে।'

সোমবার আলিপুরদুয়ারের ছয় মাইলে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, 'প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।'

ঝড়ে আহত ৬৫ জন সোমবার রাত পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ইতিমধ্যেই যাঁরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাঁদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'যাঁরা ভর্তি রয়েছেন তাঁদের দুজনের এখানেই অস্ত্রোপচার হয়েছে। একজনকে সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। তবে সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার রাতেই জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। মেডিকেল কলেজে ভর্তি রোগীদের দেখার পাশাপাশি ময়নাগুড়ির ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। মেটেলির একটি বেসরকারি রিসর্টে রাত কাটান। এদিন সকালে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে হেলিকপ্টারে আলিপুরদুয়ারে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিদর্শন করেন। ত্রাণশিবিরে ঠাঁই নেওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সবার পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। বিকেলে ফের মেটেলি ফেরেন।

রাজ্যপাল সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ জলপাইগুড়ি আসেন। শহরের ক্লাব রোডে পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোতে প্রাতরাশ সেরে তিনি ময়নাগুড়ি ব্লকের পুঁটিমারি এলাকার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনের সময় বীথিকা রায় নামে এক বধূ রাজ্যপালকে সামনে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির অবস্থা পরিদর্শনের অনুরোধ জানান। অনুরোধ মেনে রাজ্যপাল সেখানে গেলে ওই মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়ে রাজ্যপালের পা জড়িয়ে ধরেন। 'ঝড়ে আমাদের বাড়িঘর সব চুরমার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। দোকানের সবকিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আপনারা পাশে দাঁড়ালে পরিবার বাঁচবে।' প্রশাসনের তরফে কোনও সাহায্য পেয়েছেন কি না বলে রাজ্যপাল প্রশ্ন করলে বীথিকা জানান, একটিমাত্র ত্রিপল পেয়েছেন। রাজ্যপাল একটি ফোন নম্বর দিয়ে সেখানে যোগাযোগ করতে বলেন। রাজ্যপাল বিকেলে মেডিকেল কলেজে আহতদের দেখতে যান। সেখানে ভর্তি থাকা রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। মেডিকেল কলেজের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। রাজ্যপাল সাংবাদিকদের বলেন, 'পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ভালো কাজ করছে। চিকিৎসক এবং আধিকারিকরাও ভালো কাজ করছেন।'

শুভেন্দু অধিকারী এদিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ মেডিকেল কলেজে আসেন। হাসপাতালে ভর্তি প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে কথা বলেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন। মেডিকেল কলেজ থেকে

এরপর দশের পাতায়

তিহারে কেজরি

ইডি হেপাজত থেকে তিহার জেলে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

দিলীপের কথা

বিজেপির ঝড়েই সব লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে। ভোট উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু। তাই বিজেপির ঝড়ও ওইদিক থেকে শুরু হচ্ছে। দিলীপ ঘোষের এমন মন্তব্যে অস্বস্তিতে বিজেপি।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

এনজেপিতে 'মামা'র রাজ

দিবস চৌবে, প্রসেনজিতের গড়ে এখনও টাকা ওড়ে

কখনও সিপিএম, কখনও তৃণমূল, কখনও আবার বিজেপি- সব দলই কোনও না কোনও সময় চেয়েছে এনজেপিকে হাতের মুঠোয় রাখতে। তোলাবাজির স্বর্গরাজ্য এনজেপি কেমন আছে, ভোটবাজারে খোঁজ নিলেন সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ভোট এলেই কান সজাগ হয় নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপির। বুঝে নিতে চায়, কোন রাজনৈতিক দলের পাল্লা ভারী। সেই মতো রং বদলায়। আর এনজেপিকে হাতের মুঠোয় নিতে তৎপর হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলগুলিও। তাই একসময় যেখানে বামেদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, এখন সেখানেই ঘাসফুলের সাজানো বাগান। বিজেপি মাঝে চেষ্টা করলেও তেমনভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি।

এখানে যে শুধু রাজনৈতিক দলের আধিপত্যের পরিবর্তন ঘটে তা নয়, এলাকার নেতাও বদলে যায় রাতারাতি। তাই একসময় যেখানে শেষ কথা ছিলেন সিপিএমের দিবস চৌবে, এখন বিভিন্নজন ঘুরে রাজ চলছে তৃণমূলের সুজয় সরকার ওরফে 'মামা'র।

কথায় বলে, 'এনজেপিতে টাকা ওড়ে'। আর নিন্দুকদের কথায়, 'যে সঠিক ঠিকানায় সঠিক নজরানা দিতে পারে, তাঁর হাতেই থাকে এনজেপির রাশ।' তাই ভোটে আসতেই নতুন করে জেগে উঠেছে এনজেপি। বাজার এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলের পতাকা লাগানোর কাজ। যদিও এবার স্টেশন চত্বরের মধ্যে কোনও ঝান্ডা লাগাতে দিচ্ছে না আরপিএফ। দলের পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তৃণমূল নেতারাও। তবে এখন তৃণমূলের যে গোষ্ঠীর রাজ চলছে, তাঁরাই সক্রিয়। শাসকদলের বাকি অংশের এখানে 'নো এন্ট্রি', যা দেখে মনে পড়ে সিপিএম জমানার কথা। তখন লাল ঝান্ডার নীচেই ছিল এনজেপি। কংগ্রেস বা জন্ম নেওয়ার পর তৃণমূল নেতারা এখানে খাপ খুলতে পারেতন না। কিন্তু এনজেপি দখলে রাখা নিয়েও সিপিএমের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ছিল। গণ্ডগোলের জন্য প্রায়দিনই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠত স্টেশন চত্বর। বোমাবাজি, ধারালো অস্ত্র নিয়ে পরস্পর গোষ্ঠীর দিকে তেড়ে যাওয়া, বাঁশ-লোহার রড নিয়ে মারপিট, রক্ত ঝরা- বাদ যায়নি কোনও কিছুই। যা সামাল দিতে বেগ পেতে হত পুলিশকেও। নানাভাবে চেষ্টা করেও যা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকারদের মতো নেতারা।

তৃণমূলের প্রথম জমানায় অবশ্য বিরোধ তেমনভাবে মাথাচাড়া দেয়নি। সে সময় শেষ কথা ছিলেন জন নন্দী। কিন্তু ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনের মৃত্যু হওয়ার পর সিপিএমের রোগ সংক্রামিত হয়ে যায় তৃণমূলে। দাদার সিংহাসন দখলে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার জয়দীপ নন্দী। কিন্তু এনজেপির রাশ নিজের হাতে রাখতে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠেন তৃণমূলরই প্রসেনজিৎ রায়। ফলে প্রায় সময়ই দুই গোষ্ঠীর মারামারিতে তপ্ত হয়ে উঠত এনজেপি, যা নিয়ে বারবার বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে। মূলত 'খাপ খুলতে' না পেরে রাগের মাথায় গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন জয়দীপ। পুর নির্বাচনের আগে অবশ্য পুরোনো দলে ফিরে আসেন। কিন্তু জায়গা ফিরে পাননি। যদিও জয়দীপের বক্তব্য, 'একটা সময় সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করে এনজেপিতে একের পর এক দলের ইউনিট গড়েছি। কিন্তু কখনোই এনজেপির রাশ নিজের হাতে নিতে চাইনি। দল যা দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করেছি। এখন দল যাঁদের দায়িত্ব দিয়েছে, তাঁরা পরিচালনা করছেন।'

এনজেপিতে যেন পরতে পরতে রহস্য। সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে হলেও সুজয় এবং জয়দীপের সম্পর্ক এখন সাপে-নেউলে। কিন্তু কী করে প্রসেনজিতের হাত থেকে সুজয়ের হাতে রাশ গেল এনজেপির? কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে ফুলবাড়ির ড্রাইপোর্টে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রসেনজিৎ রায়।

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ির যান-যন্ত্রণা। এভাবেই রোজ থমকে যেতে হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুলে। ছবি : তপন দাস

নজরকাড়া

বিষ্ণুর হয়ে প্রচারে পদ্মের বিক্ষুব্ধরা

তিনের পাতায়

আদিবাসী মহিলার 'শ্লীলতাহানি'

তিনের পাতায়

সীমান্তের রাস্তায় তরুণীর রক্তাক্ত দেহ

চারের পাতায়

পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্জ্যের পাহাড়

নয়ের পাতায়

জমি তদন্তে চুপ তৃণমূল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১ এপ্রিল : নকশালবাড়িতে মণিপুরি ভোট ধরে রাখতে জমি উদ্ধার নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যেসব এলাকায় কৃষকদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, সেসবের অধিকাংশতেই মণিপুরিদের বসবাস। কিন্তু ভোটের আগে এনিয়ে আর উচ্চবাচ্য করতে চাইছেন না ঘাসফুলের স্থানীয় নেতারা।

জমি আন্দোলনের নকশালবাড়িতে ধানখেতের মাঝেই এখন মাথা তুলছে বিশাল বিশাল ইমারত। কোথাও আবার সরকারি জমি দখল করেই শুরু হয়েছে বসবাস। মূলত উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষ করে মণিপুরের বাসিন্দারাই সেখানকার ঘরবাড়ি বিক্রি করে ঘাঁটি গেড়েছেন নকশালবাড়িতে। কীভাবে দালালদের খপ্পরে পড়ে তাঁরা সরকারি জমিতে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন তা কারও অজানা নয়।

কোথাও আদিবাসীদের জমি হাতবদল হয়েছে, কোথাও আবার ভুয়ো খতিয়ান বানিয়ে বিক্রি হয়েছে খাসজমি। এসব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারাই। তারপরই নড়চড়ে বসে নবান্ন। বেআইনিভাবে কেনাবেচা নিয়ে একাধিক বাসিন্দাকে মহকুমা শাসকের দপ্তরে হাজিরাও দিতে হয়। কিন্তু ভোট আসতেই আবার সব ধামাচাপা পড়েছে। এদিকে, জমি-বাড়ি হারানোর আশঙ্কায় দিন গুনছেন মণিপুর থেকে আসা বাসিন্দারা। এই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল।

মণিপুরি অঙ্ক

- নকশালবাড়িতে ঘাঁটি গাড়ছেন মণিপুরের বাসিনদা
- দালালদের থেকে সরকারি ও আদিবাসীদের জমি কিনে বাড়ি
- জমি পুনরুদ্ধার নিয়ে সুর চড়ানো তৃণমূল এখন চুপ
- ভোটের স্বার্থেই ঘাসফুল শিবির মুখ খুলছে না

জমির সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে প্রথম মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের আসরফ আনসারি। তাঁর আশ্বাস, 'ভোট পার হলেই আমি আবার আন্দোলনে নামব।'

তৃণমূল নেতা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ আবার বলছেন, 'প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে। তবে, আমরা কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না।' নকশালবাড়ি, হাতিঘিসায় ও মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৫টি বুথের মধ্যে বেশিরভাগ বুথেই মণিপুরি ভোটার রয়েছেন। মণিরাম এবং হাতিঘিসায় বেশ কয়েকটি বুথে তাঁরা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে এই মণিপুরি অধ্যুষিত এলাকা থেকে বিজেপি রেকর্ড ভোটে লিড পেয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালের শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে মণিপুরি বুথগুলিতে ভোট পড়েছিল তৃণমূলের পক্ষে। সম্প্রতি সরকারি জমিতে বেশ কয়েকটি পরিবারকে পাট্টাও দেওয়া হয়েছে। সেবদোল্লাজোতে বাড়ি মহেন্দ্র দাহালের। মণিপুরি বস্তিতে তিনি প্রথম বসতি স্থাপন করেন। এখন এখানে ৩০০টি মণিপুরি পরিবার থাকে।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল অবশ্য জমি কারবারের জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করছেন।

কথায় কথায়

চাকরি দেওয়া নাকি সরকারের কাজ নয়

আশিস ঘোষ

যাক, ল্যাঠা চুকেই গেল। দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরণ জানিয়ে দিয়েছেন, বেকারত্বের মতো সব আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। ওসব সরকারের কাজ নয়। ব্যাস, হাত ধুয়ে ফেলেছে সরকার। বেকারি মেটানো তাদের দায় নয়। ভরা ভোটের বাজারে এমন অকপট স্বীকারোক্তি বেশ আমোদই দেয়।

অথচ এই দেখুন না, দশ বছর আগে প্রধান সেবক নিজে তাঁর ছাপ্পান্ন ইঞ্চির ছাতিতে তাল ঠুকে বলেছিলেন, বছরে তিনি ২ কোটি চাকরি দেবেন। অচ্ছে দিনের খোয়াবে তা বেশ হাওয়া দিয়েছিল মনে পড়ে? তারপর বেশ কিছুটা সময় পরে সে কসরতে কাজ দিল না দেখে শুরু হল রোজগারমেলা। রাজ্যে রাজ্যে হাঁকডাক করে দেওয়া হল চাকরি। তার বেশিটাই নতুন নয়, সরকারি দপ্তরের খালি পদে। সেটাকেও যোগ করে দশ বছরে কুড়ি কোটির কয়েক যোজন দূরে। তাতে কী? মোদি অবশ্য সভায় সভায় দাবি করে চলেছেন, ভারতে কর্মসংস্থান তৈরি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। দেশে বেকারত্বের হার ৬ বছরে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। শহর ও গ্রাম, দুই ক্ষেত্রেই বেকারত্ব দ্রুতগতিতে কমেছে।

এরই মধ্যে সদ্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আইএলও তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট ২০২৪। দেশের তরুণদের হাল নিয়ে সেই রিপোর্ট রীতিমতো উদ্বেগের ছবি তুলে ধরেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বেকারির সমস্যা ক্রমেই ঘন হচ্ছে তরুণদের মধ্যে। বিশেষ করে, শহরের শিক্ষিত তরুণদের। তারা বলছে, ২০০০ সালে তরুণদের অর্ধেকই ছিল স্বনিযুক্ত। চাকরি করত ১৩%। বাকি ৩৭% যুক্ত ছিল ঠিকার কাজে। আর ২০২২ সালে স্বনিযুক্ত তরুণ ৪৭%, চাকুরে ২৮%, ঠিকাকর্মী ২৫%।

রিপোর্টের হিসেব বলছে, আগামী দশ বছরে দেশের মোট কর্মীসংখ্যায় আরও ৭০-৮০ লক্ষ তরুণ যুক্ত হবে। তাদের কী হবে? সরকারি মুরুব্বি নাগেশ্বরণ বলেছেন, এত কাজ সরকার দেবে তা মনে করা ঠিক নয়। সব আর্থিক ও সামাজিক সমস্যায় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই মানসিকতা বদলাতে হবে।

এরপর দশের পাতায়

প্রত্যাশা পূরণে অনেক পিছিয়ে নিশীথ

কোচবিহার, ১ এপ্রিল : 'শেষ হিসাব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার/ সময় হল হিসাব নেবার।'

দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে গিয়েছে। ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর ভেটাগুড়ির বিট্টু এখন কার্যত রাজপুত্তুর। সন্ধ্যা নামলেই যে গ্রামে শিয়ালের ডাক শোনা যায় সেই খারিজা বালাডাঙ্গা থেকে তাঁর চেয়ার চলে গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ঠিক পাশে। দেখা হলেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিঠ চাপড়ে দেন। দিল্লির দরবারে তাঁর অবাধ বিচরণ। শচীন তেন্ডুলকার, শাহরুখ খানদের সঙ্গে বসে তিনি খেলা দেখেন। বিট্টু আর সেই বিট্টুটি নেই, তিনি এখন নিশীথজি। দিল্লির বাঙালি অফিসারদের প্রামাণিকবাবু।

গত পাঁচ বছরে সিঁড়ি বেয়ে অনেকটাই উপরে উঠেছেন নিশীথ প্রামাণিক। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল্লি পাঠালেন তাঁরা কী পেয়েছেন? কোচবিহারের জন্য কী করতে পেরেছেন নিশীথ? ভোটের আগে সেই হিসেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলানো শুরু হয়েছে। হালখাতা এলেই যেমন দেরাজ থেকে হিসেবের খাতা বের করা হয় ঠিক তেমনই।

> ৫ বছরের মেয়াদ শেষ। উত্তরবঙ্গের ৮ সাংসদ তাঁদের মেয়াদকালে কী করলেন তাঁর নিজের এলাকার জন্য, এ প্রশ্ন এখন ভোটারদের মুখে মুখে। তাঁদের পারফরমেন্সের মূল্যায়ন করে উত্তরবঙ্গ সংবাদের রিপোর্ট কার্ড। লিখছেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

আর পাঁচজন সাংসদের মতো নিশীথও সাংসদ তহবিলের বরাদ্দ অর্থ পেয়েছেন। তা দিয়ে টুকটাক কিছু কাজ যে হয়নি, তা নয়। যেমন ধরুন নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে সাংসদ তহবিলের অর্থে চলন্ত সিঁড়ি, লিফট তৈরি হয়েছে। যাত্রীদের সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়েছে। দু'চারটে রাস্তা, স্কুলের প্রাচীর তৈরি, অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান- যেসব গতে বাঁধা কাজ সব সাংসদ করেন, নিশীথও করেছেন। তবে তিনি তো যে-সে সাংসদ নন, দুটো দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় ব্যক্তি অমিত শা'র ডেপুটি। তাই তাঁর কাছে জেলাবাসীর চাহিদাও অনেক বেশি ছিল।

থাকবে নাই বা কেন? ২০১৯-এর নির্বাচনের সময় প্রচারে প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুলে দিয়েছিলেন নিশীথ। দু'বছর পর ২০২১-এর বিধানসভার ভোট প্রচারেও মনে

এরপর দশের পাতায়

বসন্তে দুর্যোগ

প্রলয়ের পর জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার

জিনিসপত্র গেল কোথায়? হাতড়ে বেড়াচ্ছেন গৃহকর্ত্রী।

মায়ের রান্না শেষের অপেক্ষায়।

দুর্গত পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী।

ধ্বংসের মধ্যে আটকে রয়েছে গাড়িও। প্রলয়ের পর তছনছ এলাকা।

স্বজন হারানোর কান্না চলছে এখনও।

মাথা গোঁজার আশ্রয় গুঁড়িয়ে দিয়েছে গাছ। এখন পলিথিনের তাঁবুই ভরসা।।

শেষ সম্বলটুকু খুঁজে বেড়াচ্ছেন একাকী বৃদ্ধ।

ছবিগুলি তুলেছেন অভিরূপ দে এবং অর্ঘ্য বিশ্বাস

ত্রাণ নিয়ে শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। -সংবাদচিত্র

সৌজন্যের অনন্য নজির

ঝড়ে দুর্গতদের পাশে শিলিগুড়ি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ভূপেন হাজারিকার সেই বিখ্যাত গান 'মানুষ মানুষের জন্য...' আজও যে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, তা ফের প্রমাণ করলেন শিলিগুড়ির মানুষ। প্রতিবেশী শহর জলপাইগুড়িতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একের পর এক মৃত্যু, কয়েকশো মানুষের ঘরছাড়া হবার খবর কানে আসতেই সেখানে যান তাঁরা।

রবিবার বিকেল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ির নেতারা তো বটেই, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে যান মেয়র গৌতম দেব। তিনি সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট করেন। সাধ্যমতো জিনিসপত্র নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও। আবহওয়ার বদমেজাজকে উপেক্ষা করে রবিবার সন্ধ্যায় ওই সংগঠনগুলোর সদস্যরা যান জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে।

সূর্য সেন কলেজের এনএসএস-২ ইউনিটের তরফে রাতেই একটি টিম ময়নাগুড়িতে পৌঁছায়। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন টিমের সদস্যরা। পানীয় জলের বন্দোবস্ত করেন ছাত্রছাত্রীরা। সোমবার সকালে পুঁটিমারি এবং বার্নিশ এলাকায় গিয়ে সকালের খাবার বিতরণ করে ওই টিম। পাশাপাশি শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি রূপক দে সরকার, সম্পাদক জ্যোতির্ময় পাল জানিয়েছেন, ময়নাগুড়ি সংলগ্ন এলাকার বার্নিশের প্রত্যন্ত গ্রামে প্রায় ২৫০ লোকের বসবাস। এদিন তাঁরা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ৬০-৭০টি পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মেডিকেল টিম সহ আরও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ফের সেখানে যাবেন। ইউনিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এদিন শুকনো খাবার, পানীয় জল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে রবিবারই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি মিলিয়ে প্রায় হাজার দেড়েক বাড়ি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে গৌতম দেবকে নির্দেশ দেন জলপাইগুড়ি পৌঁছে অসহায়দের পাশে থাকতে। সেইমতো শিলিগুড়ির মেয়র সেখানে যান। ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলিয়ে দেন। মূলত তিনি উদ্যোগ নিয়ে মাথায় চোট পাওয়া দুই শিশুকে শিলিগুড়ির এসএফ রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। এঁদের একজনের রাতেই মাথায় অস্ত্রোপচার হয়। গৌতমের সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির শিক্ষক নেতা সুপ্রকাশ রায়। পরে সেখানে পৌঁছান শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

রাডারে আগেই ধরা পড়ে টর্নেডো

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গে আধুনিক আবহাওয়া দপ্তর থাকলে তাতে আবশ্যিকভাবে থাকত আধুনিক রাডার। এই আধুনিক রাডারেই টর্নেডোর আগাম বার্তা এক ঘণ্টা আগে পাওয়া যেত। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উত্তরবঙ্গে আধুনিক আবহাওয়া দপ্তর নির্মাণ জরুরি। এমনটাই অভিমত উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াবিদ তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুবীর সরকারের। সুবীর যেমন এই অভিমত জানিয়েছেন তেমনি ২০০৬ সালেই তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ উত্তরবঙ্গে আধুনিক আবহাওয়া দপ্তর নির্মাণের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে জলপাইগুড়িতে এই দপ্তর স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

সুবীর বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় খুব দ্রুতবেগে আসে। ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম ও মৃত্যু দুই ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ঘূর্ণিঝড় যায় সেই অঞ্চলেই ঘূর্ণিঝড় ক্ষতি করে। পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশেষ ক্ষতি করে না। আমেরিকাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেশি।' সুবীরের কথায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে রোধ করা যায় না। নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে আধুনিক রাডারযুক্ত আবহাওয়া দপ্তর অবিলম্বে করা দরকার।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকা

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : ঝড়ের পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন জলপাইগুড়ি এবং ময়নাগুড়ির বেশ কিছু এলাকা। কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ ফিরলেও তা স্থায়ী হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে বহু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা তৈরি হয়েছে।

রবিবার দুপুরে কয়েক মিনিটের ঝড়ে ক্ষতি হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ২০০টির বেশি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে গিয়েছে। গাছের ডাল ভেঙে পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ম্যানেজার সঞ্জয় মণ্ডল বলেন, 'প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য কাজ চলছে।'

ঝাঁঝরা টিন, পলিথিনে মাথা গোঁজার ঠাঁই

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১ এপ্রিল : উত্তর হলদিবাড়ি বান্দে চৌপথির বাসিন্দা বিষ্ণু সুতার পলিথিন দিয়ে টিনের চালার ছিদ্রগুলো ঢেকে দিচ্ছিলেন। কিন্তু প্রশাসন থেকে দেওয়া একটি পলিথিনে ঘরের অর্ধেক অংশই ঢাকা সম্ভব হয়েছে। বাকি অর্ধেক অংশ খোলা রয়ে গিয়েছে। এনিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ফের বৃষ্টি হলে ওই টিনের চালার খোলা অংশ দিয়ে ঘরে জল ঢুকবে। বিছানা থেকে শুরু করে পোশাক, ঘরের সবকিছু ভিজে একসার হবে। শিশুসন্তানদের নিয়ে এমন বেহাল ঘরে থাকা বড় দায় হয়ে পড়েছে। শুধু বিষ্ণুই নন, এমন বিপাকে পড়েছেন গ্রামের আরও অনেকে। রবিবার বিকেলের শিলাবৃষ্টি তাঁদের বড় ক্ষতি করে দিয়েছে।

রায়ডাকের চরে হাতুড়ি মেরে পাথর ফাটান আমিন ওরাওঁ। তিনি বলেন, 'একটি পলিথিন দিয়ে কীভাবে গোটা ঘরের ছাউনি ঢাকব! শিল পড়ে রান্নাঘরের চালাও তো ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছে। সবে ঝড়জল শুরু হল। সামনে বর্ষা। কাজে না গেলে মজুরি বন্ধ। পেটের ভাত জোটানোই মুশকিল। ঘরের ছাউনি মেরামতের টাকা কোথায় পাব? ঋণ করে টিন কেনা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই। তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রিপল না দিয়ে নতুন টিন দিলে অনেক বেশি উপকার হত।' একই কথা বলেন মালতী টোপ্পো, রিতা ওরাওঁ, ফুলমণি ওরাওঁ, ভাগমণি ওরাওঁদের মতো অনেকেই। ওঁরা প্রত্যেকেই চা বাগানের অস্থায়ী শ্রমিক। দিনমজুর স্বামীর পাশে দাঁড়াতে ওঁরা সবাই সংসার সামলে রোদ-বৃষ্টি মাথায় চা পাতা তোলেন।

টিনের চালা একাধিক জায়গায় ফুটো হয়ে বিছানাপত্র ভিজে যাওয়ায় রবিবার গভীর রাতে উত্তর হলদিবাড়ি জলদাপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ত্রাণশিবিরে দুর্গতদের মধ্যে ২৫-৩০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। রাতে সেখানে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। কুমারগ্রামের বিডিও গৌতম বর্মন, কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়, সিভিল ডিফেন্সের কর্মী থেকে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়ান। আসেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা। রাতেই ত্রাণশিবিরে এসে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা।

রাতভর উত্তর হলদিবাড়ি গ্রামে পুলিশকর্মী মোতায়েন রাখা হয়েছিল। সোমবার সকালে উত্তর হলদিবাড়িতে দুর্গতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ এবং এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

উত্তর হলদিবাড়ি গ্রামে শিলাবৃষ্টিতে ছিদ্র টিনের চালা ত্রিপল দিয়ে ঢাকছেন এক ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা।

রোজগেরেকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবার

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ এপ্রিল : পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর দিশেহারা হয়ে পড়েছে সমর রায়ের পরিবার। রবিবারের অভিশপ্ত ঝড়ে মৃত্যু হয়েছে বছর চৌষট্টির সমর রায়ের। তিনি বিভিন্ন হাটে খাবারের দোকান করতেন। সেই উপার্জন দিয়েই চলত সংসার। ঝড় ওঠার সময় পরিবারের সকল সদস্যকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে সমর ঘরে থাকা গোরুর বাঁধন খুলে দিতে গিয়েছিলেন। সেসময় ঘরের একটি বড় 'পিলার' ভেঙে মাথায় পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঝড়ে মৃত সমর রায়ের স্ত্রী লক্ষ্মী রায় ও ছেলে সমীর রায়ও আহত হয়েছেন।

শোকস্তব্ধ সমর রায়ের পরিবারের সদস্যরা।

এদিন রায়বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পাকা বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভাঙা বারান্দায় বসে কাঁদতে কাঁদতে মাঝেমধ্যেই জ্ঞান হারাচ্ছেন সমরের স্ত্রী।

সমীর রায় বলেন, 'বাবা হাটে হাটে হোটেল চালানোর পাশাপাশি অবসর সময়ে কৃষিকাজ করে সংসার চালাতেন। পরিবারে তিনি একমাত্র উপার্জনশীল ছিলেন। আমি বাবাকে কাজে সাহায্য করতাম। এখন কীভাবে সংসার চলবে বুঝতে পারছি না।' লক্ষ্মীদেবী বলেন, 'আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেল।'

ঝড়ে ময়নাগুড়ি দক্ষিণ পুঁটিমারি এলাকার আরেক মৃত গজেন রায়ের বাড়িতে গিয়েও দেখা গেল একই ছবি। স্ত্রী, তিন ছেলে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের নিয়ে সুখের সংসার ছিল সত্তরোর্ধ্ব গজেনের। আগে কৃষিকাজ করলেও বর্তমানে বয়সের ভারে বাড়িতেই থাকতেন। ঝড়ের সময় একটি মোটা পিলার ভেঙে পড়ে মাথার উপর। আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।

মৃতের পরিবারের লোকেদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের জন্য গজেন আবেদন করেছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে। আবেদন করার পরেও মেলেনি ঘর। এরপর পরিবারের সকল সদস্য মিলিতভাবে অর্থ জোগাড় করে পাকা ঘর বানিয়েছিলেন। ঝড়ে সেই ঘর ভেঙে মৃত্যু হয়েছে গজেনের। গজেনের ছেলে প্রদীপ বলেন, 'বাবার মৃত্যুর পর নেতারা বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু একটা ত্রিপল ছাড়া আর কোনও রকমের সাহায্য পাইনি প্রশাসনের থেকে।'

এদিন জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সমর ও গজেনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর গ্রামে নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে আসে।

কর্মখালি

আয়ুর্বেদিক দোকানের জন্য শিলিগুড়ি লোকাল মেয়ে চাই। বেতন 5500/- সময় 9.30 থেকে 7টা ফোন 94348315411 (C/110320)

●

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন : 11000/-। M : 9749828468. (C/110318)

●

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১২,১০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২টা। Ph : 98320-09039.

●

নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম বাড়ি থেকে কাজে আগ্রহী পুরুষ/মহিলারা স্বনির্ভর হন। উচ্চ আয়। M : 9733170439. (K)

●

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : (M) 9647610774.

●

বেতন 11,500/-+ PF, ESI। সরাসরি কোম্পানিতে গার্ড/সুপারভাইজার চাই। ডাইরেক্ট জয়েন, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 7585088910. (C/110319)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 6.3.24 তারিখে Jalpaiguri EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Prem Pankaj Munda এবং Prem Pankanj Aind একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/109475)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৬৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৬১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ডিজিটাল মার্কেটিং এগজিকিউটিভ

শিলিগুড়িতে ডিজিটাল মার্কেটিং এগজিকিউটিভ নেওয়া হবে। অনভিজ্ঞ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন।

বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৪। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।

আগ্রহীরা ই-মেল করুন ৫ এপ্রিল, ২০২৪-এর মধ্যে এই ঠিকানায়: jobs.uttarbanga@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুধুই অপ্রাপ্তির হাহাকার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : সামনে লোকসভা ভোট। রায়গঞ্জ আসনের অন্যতম ইসলামপুর বিধানসভা। এখানকার কয়েকটি গ্রাম ঘুরে চেষ্টা হয়েছে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান তৈরি। দিনশেষে ব্যালেন্স শিটে প্রপ্তির ভাঁড়ে মা ভবানী। কিন্তু অপ্রাপ্তির দায়ের তালিকা লম্বা থেকে লম্বাতর। ২০১৯-এর সাংসদ এবার কলকাতায় প্রার্থী। এই কেন্দ্রের প্রার্থীদের অধিকাংশ ভোটারই 'বসন্তের কোকিল' বলে মনে করেন।

দাড়িভিটের পথে পণ্ডিতপোঁতা-১ অঞ্চলের দালালবস্তি। রাজ্য সড়কের পাশে ছোট্ট দোকানের মাচানে বসে স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আজিজ বললেন, 'ভোটাররা কাক। বসন্তের কোকিলরা এসে ডিম পেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে বঞ্চনা।' সোমবার ইসলামপুরের রামগঞ্জ, মাটিকুন্ডা, গাইসাল, গুঞ্জরিয়া ঘুরতে ঘুরতে উঠে এল প্রান্তিক মানুষজনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বারোমাস্যা। তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি সেচ, পরিস্রুত পানীয় জল, কৃষিজ ফসল নিয়ে দালালদের লাগামহীন দাপট নিয়ন্ত্রণ, স্থায়ী সেতু, ইসলামপুর শহরের উন্নয়ন, আবাস যোজনার ঘর বা বার্ধক্য ভাতা না মেলা, তরুণদের পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ঘরছাড়া নিয়ে আদৌ কি চিন্তিত সরকার?

পথেই দেখা দালালবস্তির নুর আলমের। বলেন, 'এবারও দালালদের দাপটে সরকারি মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারিনি। বহু আবেদনেও জোটেনি বার্ধক্য ভাতা। দিনমজুরিতে সংসার চলে। আমরা শুধু ভোটার। আমাদের কিছু পেতে নেই। এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ।' ইসলামপুর বিধানসভার বড় অংশের বাসিন্দা প্রান্তিক মানুষজন। চাষাবাদে এখনও তাঁদের ঘণ্টা প্রতি মোটা টাকায় কিনতে হয় সেচের জল। সরকারি প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার তাঁদের দিবাস্বপ্ন। দালালবস্তি থেকে কিলোমিটার কয়েক এগোলেই রহটপুর। পথ আগলে বইছে দলঞ্চা নদী। পারাপারের ভরসা বাঁশের সাঁকো। গ্রাম্য শুঁড়ি পথের উজানে কিলোমিটার ছয়েক উত্তরে ডাঙ্গাপাড়া। সেখানেও গত কয়েক দশক ধরে দলঞ্চাপাড়ের ভরসা সেই জীর্ণ বাঁশের সাঁকোই। সেখান থেকে পড়ে এ পর্যন্ত বহু মানুষের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। গত বছর প্রশাসনিক কর্তা থেকে স্থানীয় নেতারা সেতুর জন্য জমি চান। মাটিকুন্ডা-২ অঞ্চলের ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব মহম্মদ জর্জিস এক একরের বেশি জমি দেন। কিন্তু সেতু হয়নি। জীর্ণ সাঁকোর পাশে দাঁড়িয়ে জর্জিস বলেন, 'জমির জন্য সরকারের কাছ থেকে একপয়সাও ক্ষতিপূরণ নিইনি। কারণ, অনেককে চোখের সামনে সাঁকো থেকে পড়ে হাড়গোড় ভাঙতে, মরতে দেখেছি। বর্ষায় সাঁকো পারাপার খুবই বিপজ্জনক।' জিমনাস্টের আদলে বাইক নিয়ে সাঁকো পার হচ্ছিলেন মাটিকুন্ডা-১ অঞ্চলের মফিজুদ্দিন। তিনি বলেন, 'এখানে সেতু নিয়ে কয়েক দশক ধরে রাজনীতি চলছে। কিন্তু এটি কোনও দলের প্রচারে নেই।'

শহরকে পিছনে রেখে বলঞ্চা, রিংকুয়া, মাটিকুন্ডা বাজার, চিটকুন মোড়, ডিমটি, পাটাগড়া পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মরাগতি। সর্বত্রই প্রায় একই ছবি। কাজ শুরু হয়েছে ইসলামপুর-পাটাগড়া রোডের। চলছে তেলকানিতে স্থায়ী সেতু তৈরির কাজও। আশা করা যায়, মাসকয়েক পর নতুন রাস্তা ও সেতু মানুষের কষ্ট লাঘব করবে। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পাকারগছের বাসিন্দা দেবানন্দ বর্মন হতাশ সুরে বললেন, 'ভোট দিতে হবে জানি, দেবও। মুখ খুলেই বা কী পাব?' কার কথায় মুখ বন্ধ? উত্তরহীন প্রশ্ন ভাসে বাতাসে। পাটাগড়া বাজারে দারাজুদ্দিন বলেন, 'আমার তিন ছেলে কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকে। সামান্য জমি আছে। কাজ থাকলে তারা ঘরেই থাকত। ভোটের পর বিধায়ক, সাংসদরা এমুখো হন না।' ইসলামপুর শহরের মাঝে থাকা রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ হচ্ছে। রেললাইন পেরোতে আন্ডারপাস অথবা উড়ালপুলের দাবি বহু পুরোনো। তা আজও অপূর্ণ। আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনের নাম বদলে ইসলামপুর করার দাবিও মেটেনি। সমস্ত পূর্ণ-অপূর্ণতার উত্তর পেতে ৪ জুন অবধি অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভোটবাদ্যি

যা যা মেলেনি

- ইসলামপুরের ভোটারদের বড় অংশ প্রান্তিক মানুষজন
- ভোটারদের প্রশ্ন, সরকারি পরিষেবা ঠিকমতো মেলা নিয়ে সরকার কি আদৌ ভাবে
- এখনও তাঁদের চাষে সেচের জল পয়সা দিয়ে কিনতে হয়
- সেতুর জন্য বিনা পয়সায় জমি দিয়েও মেলেনি সেতু

ইসলামপুর বিধানসভা

ইসলামপুরের ডাঙ্গাপাড়ায় জীর্ণ বাঁশের সাঁকো। -সংবাদচিত্র

কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

বিষ্ণুর হয়ে প্রচারে বিজেপির বিক্ষুব্ধরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : নির্দল প্রার্থীর হয়ে কাজ করছেন বিজেপির একটা বড় অংশ। শিলিগুড়িই শুধু নয়, পাহাড়েও দলের বেশ কিছু পদাধিকারী বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়ক তথা নির্দল প্রার্থী বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ওরফে বিপি বজগায়েনের হয়ে প্রচারে নেমেছেন। একাধিক নেতা-নেত্রী প্রকাশ্যে বলছেনও সেকথা। শিলিগুড়িতে বজগায়েনের সমর্থনে পোস্টার দিয়েছেন বিজেপি নেতা। সবমিলিয়ে দলের অন্দরে অস্বস্তি বাড়ছে।

দলের পার্বত্য শাখার যুব সংগঠনের প্রাক্তন সম্পাদক সন্তকিশোর গুরুং বলছেন, 'আমরা এবার ভূমিপুত্র প্রার্থী চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজু বিস্টকে পুনরায় প্রার্থী করা হয়েছে। এটা আমরা মানছি না। আমরা নির্দল প্রার্থীর হয়েই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীঘ্রই আমরা আমাদের অনুগামীদের নিয়ে ময়দানে নামব।'

যদিও বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'দলের কেউ নির্দল প্রার্থীর হয়ে কাজ করছেন এমন কোনও খবর নেই। বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে মনোনয়ন দিয়েছেন। তাঁর হয়ে দলের কেউ প্রচার করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' এবারের লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার নাম উঠেছিল। শ্রিংলা পাহাড়, সমতলে ঘুরে জনসংযোগ শুরু করায় রাজু বিস্টকে সরিয়ে এবার তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। শ্রিংলা প্রার্থী হচ্ছেন ধরে নিয়েই বিজেপির একাংশ তাঁর হয়ে ময়দানে নামে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাজু বিস্টকেই পুনরায় দার্জিলিং থেকে বিজেপির প্রার্থী করেছে। রাজু বিস্ট প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই শ্রিংলার সঙ্গে ঘোরা নেতা-নেত্রীরা ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, রাজু বিস্টকে কোনওভাবেই পুনরায় মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাঁর হয়ে প্রচারের প্রশ্নই আসে না। আর এই পরিস্থিতিতে বিজেপির চাপ কিছুটা হলেও বাড়ছে।

বিজেপির কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা রাজুকে পুনরায় প্রার্থী হিসাবে মানতে না পেরে নির্দল হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর পরেই বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী তাঁর হয়ে ময়দানে নেমেছেন। কেউ আড়ালে, কেউ প্রকাশ্যেই বিষ্ণুপ্রসাদের হয়ে কথা বলছেন। দার্জিলিং পাহাড়েও বিজেপির একাংশ বিষ্ণুপ্রসাদের হয়ে প্রচারে নেমেছেন।

শিলিগুড়িতে বিষ্ণুপ্রসাদের হয়ে ফ্লেক্স দিয়েছেন বিজেপির সনাতনী গৌরব বাহিনীর রাজ্য সহ সভাপতি তরুণ তলাপাত্র (বুম্বা)। তাঁর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করি। আমরা বিজেপি বিরোধী নই, কিন্তু প্রার্থী বিরোধী। দলের কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক এখানকার মানুষ। তাই তাঁর হয়ে আমরা প্রচারে নেমেছি।'

ফুলে কাঁটা

- শ্রিংলাকে প্রার্থী চেয়ে অনেকেই তাঁর সঙ্গে জনসংযোগে নেমেছিলেন
- শেষে দল রাজু বিস্টকেই প্রার্থী করায় তাঁরা তা মেনে নিতে পারেননি
- এদিকে দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নির্দল লড়ছেন কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক
- ভূমিপুত্রকে প্রার্থী না করায় বিষ্ণুর পাশেই বিস্ট বিরোধীরা

ডিএইচআর দেখতে পরশু আসছেন জিএম

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সেকশন পরিদর্শনে আসছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। বৃহস্পতিবার সকালে স্পেশাল ট্রেনে কাটিহার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাবেন তিনি। এরপর তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ, ডিএইচআর সেকশনের একাধিক এলাকা পরিদর্শন করবেন। ৪ তারিখ কার্সিয়াংয়েই থাকার কথা রয়েছে তাঁর।

শুক্রবার অর্থাৎ ৫ তারিখ ঘুম স্টেশন পরিদর্শনের পর স্টিম ইঞ্জিনে দার্জিলিং পর্যন্ত যেতে পারেন তিনি। সূত্রর খবর, ডিএইচআর নিয়ে যে সমস্ত নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেগুলি পর্যালোচনা করতেই আসছেন জেনারেল ম্যানেজার। যদিও এখনই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি রেলকর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, সোমবারই নোটিশ করে সমস্ত বিভাগকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডিএইচআরের লাইনের মেরামতি থেকে শুরু করে ইঞ্জিনের মেরামতি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মাসদুয়েক আগেই আলোচনা হয়েছে। ওই সময় তিনধারিয়া ওয়ার্কশপেও বেশ কিছু বিষয় দেখা হয়েছিল। সেইসময় জেনারেল ম্যানেজার এসে বিষয়টি আলোচনা করেন। কোথায় কী প্রয়োজন, কী করলে আরও ভালো হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেইমতো জেনারেল ম্যানেজার রিপোর্ট চেয়েছিলেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি বেশ কিছু বিষয়ে কাজ করার ছাড়পত্রও দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সেই কাজগুলির কী পরিস্থিতি, আর কী প্রয়োজন, কোথায় খামতি রয়েছে, নতুন কী প্রয়োজন সেই সমস্ত বিষয়ে খোঁজ নিতেই আসছেন জেনারেল ম্যানেজার। ৫ তারিখই তিনি শিলিগুড়িতে নেমে এনজেপি থেকে স্পেশাল ট্রেনে কাটিহার ফিরে যাবেন।

চা চাষিদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : সোমবার শিলিগুড়ি লাগোয়া গোরা মোড় টি পার্কের একটি বটলিফ কোম্পানিতে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুদ্র চা চাষিরা। রাজগঞ্জ ব্লকের ৬০-৭০ জন ক্ষুদ্র চা চাষি বিক্ষোভে শামিল হন। প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে রাসায়নিক প্রয়োগ করা কাঁচা চা পাতা নেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকা জারি করে কেন্দ্রীয় টি বোর্ড। এর প্রেক্ষিতে চা চাষিদের বক্তব্য, বিষয়টি আগাম জানানো হয়নি। এই মুহূর্তে পাতা না নেওয়া হলে তাঁরা চরম সমস্যায় পড়বেন। তাই, অবিলম্বে তাঁরা বিষয়টির সুস্থ সমাধান দাবি করছেন।

রোগীদের খাবার বিলি

বাগডোগরা, ১ এপ্রিল : মাসিক বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেডিওথেরাপি বিভাগের সামনে ক্যানসার রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হল। এদিন ৪৮ জন রোগীর হাতে সুজি, ডালিয়া, দুধের প্যাকেট, কলা, প্রোটিন পাউডার, বিস্কুট, কেক ও জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এমকে ভট্টাচার্য, প্রশাসক লিপি ঘোষ রায় প্রমুখ।

চম্পাসারি মেইন রোডে গাজন (উপরে)। টাউন স্টেশন সংলগ্ন বাজারে ইদের কেনাকাটা। ছবি : সূত্রধর

কর্মমুখী শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে নয়া প্রজন্ম

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : প্রচলিত নয়, কর্মমুখী বিষয়ে ঝুঁকছে নয়া প্রজন্ম। কোন কোর্সে চাকরি সহজলভ্য সেদিকে এখন নজর পড়ুয়াদের। তাদের চাকরিমুখী করতে প্রচলিত বিষয়ের বাইরে সিবিএসইতে যুক্ত রয়েছে আন্ত্রাপ্রেনরশিপ বা শিল্পোদ্যোগ, কোডিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস, এআই, যোগাসনের মতো বিষয়গুলি। একাদশেই এগুলি নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। গত এক বছরে ভোকেশনাল এই বিষয়গুলি পড়ার চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। শহরের সিবিএসই স্কুলগুলির তেমনই দাবি। পড়ুয়াদের চাহিদা মাথায় রেখে সিবিএসই স্কুলগুলিতে নিত্যনতুন বিষয় যুক্ত হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশের পাঠক্রমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যুক্ত করেছে। ভবিষ্যতে আরও কর্মমুখী বিষয় যুক্ত হবে বলে জানানো হয়েছে। দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্রী প্রাচী দে জানান, প্রচলিত বিষয়গুলি একঘেয়ে লাগে। কিন্তু নতুন বিষয়গুলিতে ইন্টারেস্টিং অনেক কিছু জানার রয়েছে। তথাকথিত বিষয়গুলির বাইরে নয়া বিষয়ে পড়ার প্রতি পড়ুয়া ও অভিভাবকরা আগ্রহী বলে জানান দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'এক বছর ধরে আমাদের নজরে এসেছে, পড়ুয়ারা নয়া বিষয়ে পড়াশোনায় বেশি আগ্রহী। সিবিএসইতে দুশোরও বেশি ভোকেশনাল বিষয় রয়েছে। কিন্তু সব স্কুলে সব বিষয় নেই। অতীতে প্রচলিত বিষয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী ছিলেন পড়ুয়ারা। এখন ছবিটা উলটো। পড়ুয়ারা যাতে আরও বেশি নতুন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় সেদিকে নজর রাখছি।'

কর্মমুখী বিষয়গুলি যে ভবিষ্যতে আরও বেশি জনপ্রিয় হবে তা বলা বাহুল্য। ইতিমধ্যেই কোন স্কুলে কী কী বিষয় পড়ানো হয় এবছর দশম শ্রেণির পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা তার খোঁজ করছে। এআই-এর মতো শিল্পোদ্যোগও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে তা জানিয়েছেন ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাংকের স্বাবলম্বন কানেক্ট কেন্দ্রের দার্জিলিং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিরেক্টর পৌলোমী চাকি নন্দী। তিনি বলেন, 'এখন থেকে এ বিষয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে কেমন সুযোগসুবিধা মিলবে পড়ুয়ারা এ নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করছে।'

স্কিলমুখী বিষয়গুলি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সহদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি ডঃ এস এস আগরওয়াল জানান, সমস্ত সিবিএসই স্কুলগুলি আমাদের আওতাভুক্ত। সব স্কুলেই স্কিল ডেভেলপমেন্টভিত্তিক বিষয়ে পড়ার চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে।

ব্লক সভাপতির মন্তব্যের প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ১ এপ্রিল : তৃণমূলের নকশালবাড়ি ১ নম্বর ব্লক সভাপতি মনোজ চক্রবর্তীর মন্তব্য ঘিরে ব্যবসায়ী মহলে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সোমবার গোঁসাইপুর ব্যবসায়ী সমিতি রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পাশাপাশি মনোজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা করারও হুমকি দেওয়া হয়।

এপ্রসঙ্গে মনোজ বলেন, 'আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উজ্জ্বল শর্মা ভোজালি নিয়ে দোকানে হামলা করে থাকলে অন্যায় করেছেন। এজন্য তাঁকে দল বহিষ্কার করেছে। যে রড নিয়ে বিতর্ক সেটা আসল না নকল তা পরীক্ষার পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে। এজন্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে যাওয়া যেতেই পারে। কোনও ব্যবসায়ীর ওপর আক্রমণ দল সমর্থন করে না।'

সোমবার ব্যবসায়ী সমিতি সভাপতি অপূর্ব ঘোষ বলেন, 'সংবাদপত্রে প্রকাশিত মনোজের বক্তব্যর আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। তাঁর বক্তব্যের জন্য ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে।' একই কথা বলেন সমিতির সম্পাদক সবুজ সাহা। হার্ডওয়্যার দোকানের মালিক অরুণ শর্মার হুমকি, 'আমার গুদামে যে রড রয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা হোক, আমি নকল রড বিক্রি করি কি না। আমি ৩৫ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছি। ওই বিবৃতি আমার ব্যবসার যে ক্ষতি করেছে সেজন্য আমি ২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম। নতুবা এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে মানহানির মামলা করব।'

লরিচালকদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : কর্মহীনতার আশঙ্কায় সোমবার ফুলবাড়িতে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক লরির মালিক সহ চালকরা। স্থানীয় জটিয়াকালীতে থাকা একটি ই-কমার্স কোম্পানি এতদিন প্রায় এক থেকে ১৫০টি স্থানীয় লরি ভাড়া নিত। ফলে, লরি মালিকদের সঙ্গে স্থানীয় চালকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল। চালকদের অভিযোগ, কোম্পানিটি বর্তমানে কলকাতার একটি এজেন্সিকে লরিভাড়ার বরাত দিয়েছে। স্থানীয় লরি ভাড়া না নেওয়ায় বহু চালক কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তাই, কাজের দাবিতে এদিন মালিক ও চালকরা কোম্পানির সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পড়াশোনা শেষে যেন ঘরবন্দি না হই

সুষমা মণ্ডল

ছোট থেকেই দেখতাম বাড়ির বড়রা ভোট দিতে যেতেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স না হলে ভোট দেওয়া তো দূর অস্ত ভোটকেন্দ্রে প্রবেশই নিষেধ। তাই, ছোটবেলা থেকেই ভোট দেওয়ার প্রবল ইচ্ছেটা বারবার মাথাচাড়া দেয়। এবার সেই সুযোগ পেয়েছি। শুধু ভোট দেওয়াই নয়, ভোটকেন্দ্রের ভিতরে কী হয়? কীভাবে মানুষ ভোট দেয়? এসব চোখের সামনে দেখার এবারই সুযোগ মিলছে। এবার আমিও জীবনের প্রথম ভোটটা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাই, এনিয়ে আমার মনে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা রয়েছে। আমি যে কতটা আবেগতাড়িত হয়ে রয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাড়িতে মা-বাবা সহ বড়দের কাছে শুনেছি, ভোট দেওয়া আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। পাশাপাশি পড়াশোনার পর চাকরি পাওয়ার অধিকারও যেন দেওয়া হয় তেমন আশাই করছি। এখন রাজনীতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সব সময় শুধু গণ্ডগোল লেগেই থাকছে। তাতে মানুষের মানবিক সম্পর্কগুলি দূরে সরে যাচ্ছে। একে জোড়া লাগাতে হবে। ভোটে যে দলই জিতুক না কেন, সবার কাছে বর্তমান প্রজন্মের হয়ে দাবি, পড়াশোনা শেষে যেন ঘরবন্দি না হতে হয়। এখন ধর্ম নিয়ে যেভাবে রাজনীতি হচ্ছে তাও বন্ধের দাবি রাখছি। এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সবার মিলেমিশে থাকা অত্যন্ত জরুরি। ভোট আসবে, রাজনীতিও থাকবে। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা যাতে নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে না ফেলি সেদিকেই সবার বেশি করে নজর রাখতে হবে।

পানিট্যাঙ্কিতে তিরধনুক নিয়ে আদিবাসীদের বিক্ষোভ মিছিল।

তিরধনুক নিয়ে মিছিল

আদিবাসী মহিলার 'শ্লীলতাহানি'

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১ এপ্রিল : আদিবাসী মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল খড়িবাড়ির রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার মিছিল করল আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। এদিন কয়েকশো আদিবাসী মানুষ তিরধনুক নিয়ে মিছিলে যোগ দেন। নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি শুল্ক কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ট্রাফিক মোড় হয়ে ফের সেখানে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে একটি পথসভা করা হয়। হাজির ছিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী পরিষদের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি পিটার ওরাওঁ, সম্পাদক রাধা মুন্ডা প্রমুখ। তাঁরা থানা ঘেরাও, পথ অবরোধের হুমকি দেন।

সংগঠন সূত্রে খবর, দোলের দিন বাতাসি আন্ধারুজোতে প্রথমে এক ব্যক্তি এক আদিবাসী মহিলার ঘরে ঢুকে নির্যাতন চালায়। মহিলা চিৎকার করায় তাঁকে মারধর করে অভিযুক্ত। পরে আরও দুজন ও এক মহিলা এসে ওই মহিলাকে ফের মারধর করে। এমনকি, বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হলে তাঁকে প্রাণে মারারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা জানান, স্বামী নেপালে কাজে যান। রাতে বাড়ি ফেরার পর স্বামীকে গোটা ঘটনা জানান। পরদিন ওই মহিলা চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু ঘটনার ছ'দিন পরও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এতেই ক্ষুব্ধ হয় পরিষদ।

এপ্রসঙ্গে পিটার ওরাওঁ জানান, আদিবাসীদের উপর একের পর এক নির্যাতন হচ্ছে। মহিলার শ্লীলতাহানি ও মারধরের পরও পুলিশ নীরব। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে সংগঠন থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। রাধা মুন্ডার হুমকি, দ্রুত মূল অভিযুক্ত সহ সবাইকে গ্রেপ্তার করা না হলে খড়িবাড়ি থানা ঘেরাও সহ পথ অবরোধ করে তীব্র আন্দোলন শুরু করা হবে। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার বলেন, 'অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। অভিযুক্তরা নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছে।' তিনি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছেন।

নিজের বিপদ ভুলে একে অপরের পাশে

ময়নাগুড়ি, ১ এপ্রিল : নিজের বিপদ হলেও তাকে তুচ্ছ করে অন্যের বিপদ সামাল দেওয়ার অনন্য নজির।

রবিবার তখন মিনিট কয়েক আগেই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় তাঁর তিনটে ঘর উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ কায়েতপাড়ার পেশায় কৃষক অমরেশ রায়ের পৃথিবীটা রীতিমতো টালমাটাল। তবে সেই সময় পাড়াপ্রতিবেশীর আর্তনাদ সমানে কানে ভেসে আসায় নিজের সমস্যাকে তুরি মেরে ওড়াতে তিনি সময় নেননি। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরে স্ত্রী-পুত্রবধূদের রেখেই ঝড়ে আহতদের উদ্ধারে ছুটে যান। রবিবার রাতে অবশ্য শুধু একা অমরেশই নন, ঝড়ে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য গোটা বার্নিশ গ্রামের পাশাপাশি ময়নাগুড়ি বিভিন্ন প্রান্তের অনেকেই শামিল হয়েছিলেন। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরাও দুর্গতদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

রবিবার বিকেলে মিনিট কয়েকের ঝড়ের পর শান্ত গ্রামীণ এই কায়েতপাড়ায় চারদিক থেকে শুধুই আর্তনাদ ও অ্যাম্বুল্যান্সের যাতায়াতের আওয়াজ। কমবেশি ক্ষতি হয়নি, এলাকায় এমন একটি বাড়িও আস্ত ছিল না। পরিবেশপ্রেমী এক সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বললেন, 'আমাদের সংগঠনের তরফে ঝড়ে আহত অন্তত ১৫০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্গতদের সাহায্যে গ্রামের বহু মানুষও সমান উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাতে বহু মানুষ প্রশাসনের তরফে করা দুটি ক্যাম্পে ঠাঁই নিয়েছিল। সকাল হতেই অবশ্য তাঁরা নিজেদের ঘরে ফিরতে শুরু করেন।'

তবে সোমবার খাবার নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা খুবই সমস্যায় পড়েছিলেন। ঝড়ে অনেক কিছুই উড়ে যাওয়ায় এদিন অনেকের বাড়িতেই হাঁড়ি চড়েনি।

জীবিকার টানে টব ছেড়ে চারাগাছে নজর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বালাসন সেতু পার করে শিবমন্দিরের দিকে এগোতেই রাস্তার দু'দিকে দেখা মিলবে নানান ধরনের মাটি, প্লাস্টিক, চিনামাটির জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে চারাগাছের। সারাদিন পাড়া থেকে সমতল বিভিন্ন জায়গার ক্রেতাদের ভিড় দেখা যায় মাটিগাড়ার এই পালপাড়ায়। একটা সময় মাটির জিনিস তৈরি, বিশেষ করে ফুলের টব তৈরি করাই ছিল এই এলাকার মানুষের মূল পেশা। তবে পরিবর্তনই জীবন আর জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে সবাই এখানের পেশার বদল ঘটিয়েছেন। কেউ মাটির জিনিস তৈরির পরিবর্তে চারাগাছ বিক্রি করছেন। আবার কেউ মাটির পাত্র আর তৈরি করে বিক্রি করছেন না সেই জায়গায় প্লাস্টিকের বাহারি টব, চিনামাটির শোপিস সহ নানান জিনিসপত্র বিক্রি করছেন।

একটা সময় ছিল যখন সারাদিন বাড়িতে মাটির জিনিস তৈরি করতেন সুভাষ পাল আর তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী পাল। স্বামীর তৈরি জিনিস বিক্রি করতেন ব্রিজের পাশে। তবে সময়ের সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন মাটির জিনিসের প্রতি মানুষের টান কমেছে। আর সাধারণ মানুষের গাছের প্রতি আগ্রহ দেখে বিক্রি করতে শুরু করেছেন গাছের চারা। লক্ষ্মী বলেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছুকে বেছে নিতে হয়। আর এখন আমরা মাটির জিনিস আর তৈরি করি না। গাছের চারাই বিক্রি করি।' মাটির সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তবে আজ থেকে ছয় বছর আগে সমীর বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধু মাটির জিনিস তৈরি করে সংসার চলবে না। তাই প্লাস্টিকের টব, বাহারি জিনিসপত্র বিক্রি শুরু করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'মানুষের চাহিদার কথা চিন্তা করে আমরাও আমাদের কাজে পরিবর্তন এনেছি।'

একটা সময় পালপাড়ার প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী মাটির জিনিস তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে এখন হাতেগোনা কিছু মানুষই মাটির জিনিস তৈরি করছেন। এমনই একজন হলেন সুনীল পাল। গোটা পালপাড়ায় এখন হাতেগোনা মৃৎশিল্পীদের মধ্যে তিনি একজন। সুনীলের কথায়, 'অনেকে পেশা পরিবর্তন করে গাছ বিক্রি করছেন। কেউ মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে আমি এখনও ফুলের টব, মাটির হাঁড়ি এসব বিক্রি করছি।' প্রতিদিন বহু মানুষ পালপাড়ায় আসে। পালপাড়া থেকে ফুলের গাছ কিনছিলেন তমাল সাহা। তাঁর কথায়, 'এখন গাছের চারা কিনতে এই জায়গাতেই আসি। এখনেই ভালো গাছ পাওয়া যায়।'

বদলাচ্ছে মাটিগাড়ার পালপাড়া

সীমান্তে রাস্তার পাশে তরুণীর দেহ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১ এপ্রিল : ভারত-নেপাল সীমান্তে রাস্তার পাশে মিলল তরুণীর রক্তাক্ত দেহ। সোমবার ভোরে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন জনবহুল এলাকায় মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত তরুণীর বাড়ি শিলিগুড়ির পাতিকলোনি এলাকায়। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

এদিন সকালে খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে তরুণীর রক্তাক্ত মৃতদেহ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় করেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়রাই তড়িঘড়ি খবর দেন থানায়। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

মাদক-যোগের তত্ত্ব স্থানীয়দের

ধন্দ অনেক

- সোমবার প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে তরুণীর দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা
- শিলিগুড়ির পাতিকলোনির বাসিন্দা তরুণী ওই এলাকায় কীভাবে এলেন তা নিয়ে সংশয়
- মৃতাকে আগেও এলাকায় দেখা গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের
- দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান

সাতসকালে পানিট্যাঙ্কিতে তরুণীর রক্তাক্ত মৃতদেহ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শ্যামল বর্মন, অভিজিৎ রায় জানিয়েছেন, মৃত তরুণীকে তাঁরা আগেও এলাকায় দেখেছেন। পানিট্যাঙ্কিতে এসে প্রায়ই ড্রাগ নিত শিলিগুড়ির একটি দল। সেই দলের সঙ্গে ওই তরুণীকে দেখা গিয়েছিল বলে তাঁদের দাবি।

সূত্রের খবর, সন্ধ্যা নামলেই শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে অন্তত ৪০-৫০ জন মহিলা ও কিছু পুরুষ পানিট্যাঙ্কি এলাকায় বাসে করে এসে নামে। তাদের এক-একটি দলে ৪-৫ জন করে থাকে। বাস থেকে নেমে প্রথমে তারা টুকুরিয়া ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায় মাদকের ঠেকগুলিতে গিয়ে নেশায় বুঁদ হয়। এরপর বিভিন্ন ধাবা, পেট্রোল পাম্প ও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে অসৎ উপায়ে টাকা জোগাড় করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পুলিশ তাদের তাড়া করলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে যায়। এভাবেই দিনের পর দিন চলে আসছে। তবে এই তরুণীর মৃত্যু কীভাবে হল, তা বুঝে উঠতে পারছে না পুলিশও। তাঁর মাথায় গভীর ক্ষত ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। ক্ষতস্থানে তাজা রক্তও দেখা গিয়েছে। পুলিশের একাংশের অনুমান, কোনও বাইক বা গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে পারে। তবে, সেক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি যদি সত্যিই হয়, তাহলে তরুণীর সঙ্গীরা কোথায় গেল? আর যদি তা সত্যি নাও হয় তবে শিলিগুড়ির বাসিন্দা তরুণী একা একা পানিট্যাঙ্কিতে কী করতে এলেন সেই প্রশ্নও ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি প্রতাপ লেপচা জানিয়েছেন, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

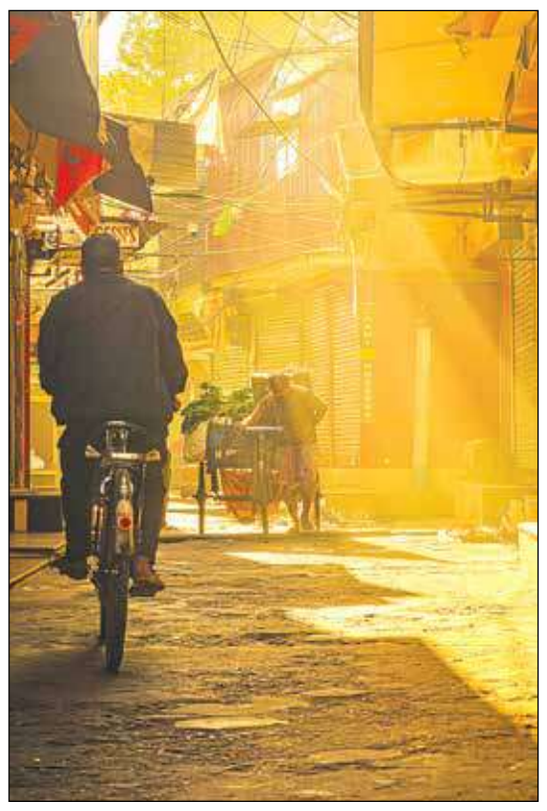

সাতসকালে।। শিলিগুড়িতে। ছবিটি তুলেছেন বরুণ সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সঙ্গীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন একটি হোটেলে মিলেছিল এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল এক মহিলাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মুনা বিশ্বকর্মা। নকশালবাড়ির বাসিন্দা এই মুনাকে সঙ্গে নিয়েই রবিবার সকালে ওই হোটেলে ঢুকেছিলেন প্রয়াত বাবলু সরকার। বাবলুর পরিবারের তরফে অভিযোগ, তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগে মুনাকে গ্রেপ্তার করল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ জানিয়েছে, সেবক রোডের একটি হোটেলে বাবলু ও মুনা দুজন একসঙ্গে কাজ করতেন। কাজের সূত্রেই তাঁদের পরিচয়। এরপর তাঁরা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। দুজনেই বিবাহিত। দুজনেরই সন্তান রয়েছে। সম্প্রতি বাবলুর পরিবার বিষয়টা জানতে পারে। এরপরে তাঁর পরিবারে অশান্তি শুরু হয়। অশান্তির মধ্যেই শনিবার বাবলু বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। বাড়ি থেকে বিকেলের দিকে বের হয় মুনাও। বাবলু রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের তরফে ভক্তিনগর থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। রবিবার সকালে বাবলু মুনাকে সঙ্গে নিয়ে ওই হোটেলে ঢোকেন। স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢোকার পর আর বাবলু বের হননি। পরে তাঁর দেহ মেলে।

প্রচারে শিক্ষকরা

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে লোকসভা ভোটের প্রচার করা হল। এদিন সমিতির দার্জিলিং জেলা (সমতল) বাতাসিতে এক কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির দার্জিলিং জেলা (সমতল)-এর সাধারণ সম্পাদক মৌমিতা চট্টোপাধ্যায় জানান, ১৬ এপ্রিল ডায়মন্ড হারবারের সরিষা হাইস্কুল মাঠে আসন্ন লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের ৪২ জন প্রার্থীর সমর্থনে এই রাজ্য সম্মেলন করা হবে।

সম্মিলনীর কমিটি

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : মিত্র সম্মিলনীর নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন করা হল। অশোক ভট্টাচার্য নতুন এই সমিতির সভাপতি হন। এছাড়াও কার্যকরী সভাপতি সুদীপকুমার রাহা, সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে শান্তা মিত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সোমবার নতুন এই কমিটি গঠন করা হয়।

পিহু-রোহিতের অপেক্ষা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে একরত্তি মেয়েকে তখন কোলে জাপটে ধরে বসে বাবা-মা। বাইরে বিকট আওয়াজ করে বইছে মিনি টর্নেডো। পরমুহূর্তেই টিনের চাল উড়ে গিয়ে কংক্রিটের দেওয়ালের অংশ ভেঙে পড়ল আড়াই বছরের পিহুর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায় শিশুটি। চোখের সামনে এখনও ভাসছে সেই ভয়ংকর দৃশ্য। আতঙ্কে, যন্ত্রণায় দু'চোখ ভিজে গিয়েছে ময়নাগুড়ির বার্নিশের তমালকুমার রায় ও সনিকা রায়ের। শিলিগুড়ির এসএফ রোডের একটি নার্সিংহোমের বাইরে বসে ওই দম্পতি নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন সোমবার। হাতে ধরা মোবাইলের স্ক্রিনে তখন আদরের মেয়ের ছবি। মাঝেমধ্যে সেটা দেখে দুজন চোখ মুছছিলেন।

ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন বার্নিশের আরেক বাসিন্দা বছর চোদ্দোর রোহিত রায়। বার্নিশ উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রটিও মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছে। রোহিতের বাবা সঞ্জয় রায় আর মা সম্পা রায় ঝড়ের কবলে পড়ে আহত অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখানে তার চিকিৎসার বিষয়টি দেখভাল করছেন জেঠু দীনবন্ধু রায়।

আর্থিকভাবে দুর্বল দুই পরিবারের শিশুর নার্সিংহোমে

মেয়ে ভর্তি নার্সিংহোমে। বাইরে বাবা-মা। শিলিগুড়িতে সোমবার।

চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এদিন সেখানে গিয়ে দুজনের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিহুর বয়স কম হওয়ায় চিকিৎসকরা তার মাথায় অস্ত্রোপচার করেননি। শিশুটির মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। চিকিৎসকরা আশ্বাস দিয়েছেন, পিহু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। তমালকুমারের কথায়, 'মেয়ের মাথায় এবং বাঁ চোখে গুরুতর চোট লেগেছে। ঝড় কমতেই তাকে প্রথমে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখান থেকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে রেফার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে আর্জি যাতে আমার মেয়ের সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা তাঁরা করে দেন। একটি ঝড় সবকিছু কেড়ে নিয়েছে।'

রোহিতের মাথায় অবশ্য ইতিমধ্যে অস্ত্রোপচার হয়েছে। এ নিয়ে দীনবন্ধু জানালেন, ঝড় শুরু হওয়ার সময় তাঁর ভাই বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ছিল। বাড়িতে কোথাও লুকোনোর জায়গাটুকু তাঁরা পাননি। রোহিতের মা সম্পার দুটো পায়ে চোট রয়েছে। বাড়িঘর বলে তাঁদের আর কিছুই নেই। ভাইয়ের চার চাকার গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত। সরকারের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন তিনিও।

ঝড়ে জখম

- পিহুর বয়স কম হওয়ায় অস্ত্রোপচার হয়নি
- তার মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে বলে খবর
- চিকিৎসকদের আশ্বাস, সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে
- রোহিতের মাথায় চোট, হয়েছে অস্ত্রোপচার
- রোহিতের বাবা ও মা জলপাইগুড়িতে চিকিৎসাধীন

ট্র্যাক্টর থেকে পড়ে মৃত

চোপড়া, ১ এপ্রিল : ট্র্যাক্টর থেকে পড়ে এক তরুণের মৃত্যু হল সোমবার। চোপড়া থানার মাঝিয়ালি এলাকায় এদিন সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম অমিও কর্মকার (৩৭)।

বাড়ি স্থানীয় কাঁচাকালী বাজার এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মাঝিয়ালি হাইস্কুল মোড় এলাকায় একটি পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টরের পিছন থেকে ছিটকে পড়ে ওই তরুণ গুরুতর জখম হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আনা হয়। সেখান থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় সন্ধ্যা থেকে বালি-পাথরের ট্র্যাক্টর বা লরি বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। এব্যাপারে পুলিশ কিংবা প্রশাসনের কোনওরকম ভ্রুক্ষেপ নেই। চোপড়া থানা জানিয়েছে, এদিনের ঘটনায় ট্র্যাক্টরটিকে আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মোবাইল চোর গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দিনদুপুরে বাড়ির ভেতর ঢুকে মোবাইল চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত ওই দুষ্কৃতীর নাম রঞ্জিত মল্লিক। সে বিনয় মোড়ের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, সূর্যনগরের ইন্দিরা গান্ধি স্ট্রিটে রবিবার দুপুরে একটি বাড়িতে ঢুকে রঞ্জিত মোবাইল চুরি করে।

পরে বিষয়টা বাড়ি মালিকের নজরে আসতেই শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। বাগরাকোট এলাকা থেকে চুরি করা ওই মোবাইল সহ রঞ্জিতকে পাকড়াও করে পুলিশ।

মোবাইল বিক্রির উদ্দেশ্যেই বাগরাকোট এলাকায় রঞ্জিত ঘোরাঘুরি করছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে জোর দাড়িভিটেই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : মনোনয়নপত্র পেশ করার পরদিনই মঙ্গলবার ইসলামপুরে প্রচার শুরু করবেন বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পাল। দাড়িভিট ইস্যুকে উসকে দিয়েই তাঁর জনসংযোগ শুরু হতে চলেছে। এই ভিত মজবুত করতে এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপি যে কোনও কসুর বাকি রাখবে না, সেটা খোদ প্রার্থী এবং দলের নেতাদের কথাতেই স্পষ্ট।

বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের কথায়, 'দাড়িভিট নিয়ে আমাদের লড়াইয়ে খামতি ছিল না। তাই এখান থেকেই প্রার্থী প্রচার শুরু করবেন।' অন্যদিকে প্রার্থী বলছেন, 'দাড়িভিট এবং কালিয়াগঞ্জে আজও চারটি দেহ বিচারের অপেক্ষায় সমাধিস্থ। ফলে এই লড়াইয়ের আমরা শেষ দেখে ছাড়ব। সবক'টি ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা বসে থাকব না।'

দাড়িভিটে রাজেশ ও তাপসের সমাধি।

দাড়িভিটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের সমাধিতে মঙ্গলবার শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্মীসভা করবেন কার্তিক। দিনভর বিজেপি প্রার্থীর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। যদিও দুই মৃতের পরিবারের প্রতিক্রিয়া, 'সমাধিস্থ ছেলেদের খুনিদের শাস্তিই আমাদের একমাত্র দাবি। প্রার্থীর কাছে আর কোনও চাওয়া-পাওয়া নেই।'

রাজেশের বাবা নীলকমলবাবুর অভিযোগ ছিল, বিদায়ি সাংসদ তাঁদের জন্য কিছু করেননি। তাই প্রার্থী বদল করা হোক। এখন তিনি বলছেন, 'নতুন প্রার্থী ভূমিপুত্র। আশাকরি তিনি ছেলেদের বিচারের সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। আর বিচারব্যবস্থার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা।'

মঙ্গলবার শহরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে কার্তিক দাড়িভিটে পৌঁছাবেন। সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানিয়ে মৃত ছাত্রদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা। সকাল ৯টা থেকে প্রচার শুরু করে রাত সাড়ে আটটায় ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি শেষ হবে।

দাড়িভিটকে নিয়ে গত কয়েক বছরে কম রাজনৈতিক টানাপোড়েন হয়নি। ভোটের আগে ফের একবার সেই ইস্যুতে বিজেপির তৎপরতা আসন দখলের লড়াইয়ে তাদের কতটা সুবিধা দেবে, তা বলবে সময়। যদি রাজনৈতিক অঙ্ক নিয়ে মাথাঘামাতে নারাজ মৃতের পরিবারের লোকজন। মৃত তাপসের মা মঞ্জুদেবী বলছেন, 'হাইকোর্টের বিচারপতি আমাদের কাছে ভগবান তুল্য। তিনি নিশ্চয় ন্যায়বিচার করবেন।'

'বিমান দিলেও ভোট পাবে না তৃণমূল'

ফাঁসিদেওয়া, ১ এপ্রিল : রবিবার ঘোষপুকুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ বুথ সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতিদের জন্য 'পুরস্কার' ঘোষণা করেছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিধাননগরে দলীয় কর্মসূচিতে এসে দার্জিলিং লোকসভার বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট কটাক্ষ করলেন, 'তৃণমূলের নেতারা কর্মীদের বিমান কিংবা চার্টার্ড বিমান দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও, সাধারণ মানুষ একটি ভোটও তাঁদের দেবেন না।'

একইভাবে উপহারের 'টোপ' দিয়েছিলেন শাসকদলের জেলা (সমতল) সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। বিজেপি প্রার্থীর মন্তব্য, 'তৃণমূল রাজ্যে সরকার চালাতে গিয়ে ৬০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বসে আছে। তারা যে কিছুই দিতে পারবে না, সেটা সচেতন মানুষ জানেন।'

অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর প্রচারে বেরিয়ে রাজু বিস্টকে 'পর্যটক সাংসদ' বলে কটাক্ষ করেছিলেন পাপিয়া। সেই প্রসঙ্গে রাজু বলেন, 'তিনি হয়তো আমাকে এলাকায় দেখেননি। সংবাদমাধ্যমের সামনে কী বললেন, তা নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে, পাপিয়া দিদি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কী বলেন, সেটা আমি চাইলে বলতে পারি। কিন্তু সেটা বলব না। তাহলে তাঁর সমস্যা হতে পারে। আমি মুখ খুলতে শুরু করলে দিদির সমস্যা হয়ে যাবে।'

লিডের উপহারকে কটাক্ষ রাজুর

এদিকে, বিধাননগরে প্রচার চলাকালীন স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে নাম না করে আক্রমণ করেছেন বিস্ট। তাঁর মন্তব্য, 'বিধাননগর এলাকায় ড্রাগ এবং মদের কারবারের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছে। ৪ জুন সকালে পুলিশের লাঠি হাতে আমি থাকব।'

এর পাশাপাশি রাঙ্গাপানিতে আরওবি করার জন্য ৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র সরকার। নির্বাচনের পর আরওবি নির্মাণ শুরু হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ এবং পথযাত্রীদের সমস্যা মিটবে বলে দাবি করেন বিজেপি প্রার্থী।

এদিন সহদরগছ থেকে বিজেপি প্রার্থী হুডখোলা গাড়িতে করে মিছিল শুরু করেন। জগন্নাথপুর হয়ে বিধাননগর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। এরপর রাজু ঘোষপুকুরে নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। সেখানে প্রার্থী নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন, স্থানীয় ২৭টি বুথের প্রত্যেকটির দায়িত্ব একজনকে দিতে।

যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, ৮০০ করে ভোট নিশ্চিত করতে হবে তাঁকে। এদিনের কর্মসূচিতে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সহ জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সিপিএম বিশ্বাসযোগ্য, বললেন কং নেতা

চাকুলিয়া, ১ এপ্রিল : সোমবার চাকুলিয়া রমজান ভবনে কংগ্রেসের কর্মীসভা হয়। সেখানে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি হাফিজ আলম সৈরানির মন্তব্য, 'সিপিএম কংগ্রেসের নির্ভরযোগ্য বন্ধু। এই দলটির প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস।' নিজের মন্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, 'বামপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শগত দিক থেকে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে সিপিএম কংগ্রেসের পাশে থেকে লড়াই করছে।'

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগওয়ালের কটাক্ষ, 'ভোট পেতে অনেক কিছু বলতে পারে। বন্ধু হলে দুজনের মিল থাকতে হবে। কিন্তু আদর্শগত দিক থেকে অনেক পার্থক্য আমরা লক্ষ করছি।' পালটা ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক গোকুল রায়ের দাবি, 'রাজনীতিতে কেউ চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু হয় না। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে চলতে হয়।'

ভূমি দপ্তরে কৃষকসভার বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা

মনজুর আলম

চোপড়া, ১ এপ্রিল : স্মারকলিপি জমার নামে সরকারি কার্যালয়ে আধিকারিকের দপ্তরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএমের কৃষক সংগঠন কৃষকসভা। সোমবার ঘটনাটি ঘটে চোপড়া ভূমি রাজস্ব দপ্তরে। এই ঘটনাকে ঘিরে কার্যালয় চত্বর সহ ভিতরে কর্মীমহলে উত্তেজনা ছড়ায়।

দপ্তরের উদাসীনতায় কৃষক আত্মহত্যার বিচার সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে এদিন চোপড়া ভূমি দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছিল কৃষকসভা। দুপুরে সদর চোপড়ার সিপিএম কার্যালয়ে কর্মী-সমর্থকরা

চোপড়া

মিছিল করে বিএলআরও অফিসে যান ও বিক্ষোভ দেখান। ছয় দফা দাবিতে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। সংগঠনের ব্লক সম্পাদক বিষ্ণুপদ দাস বলেন, 'গত ১১ মার্চ ছয় দফা দাবিতে সংগঠন থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দপ্তর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। তাই, এদিন বিএলআরও অফিস অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল।' এ প্রসঙ্গে বিএলআরও সুবিল চক্রবর্তী বলেন, একটি স্মারকলিপি জমা পড়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর পরিবারের জমি সংক্রান্ত সমস্যা আগামী সাতদিনের মধ্যে মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন স্মারকলিপি দেওয়ার নামে কৃষকসভার প্রতিনিধিরা ভূমি আধিকারিকের চেম্বারে ঢুকে হট্টগোল শুরু করেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এমন চলে। একসময় বিএলআরও-র দিকে আঙুল তুলে নানা বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করতেও দেখা যায় সভার নেতাদের। সিআইটিইউয়ের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মকলেসুর রহমানের দাবি, ব্লকে নানা অচল চা বাগানের বিশেষ করে পাট্টা দেওয়া জমির খতিয়ান তৈরির অভিযোগ সামনে আসছে। তাঁর অভিযোগ, দপ্তরে দালালচক্র সক্রিয় হয়েছে। ব্লকজুড়ে জমি ও বালি মাফিয়াদের একাংশ বিএলআরও-র কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে পরিবারটিকে মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে মামলা প্রত্যাহারে চাপ দিচ্ছে। সংগঠন থেকে মৃতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি প্রশাসনিক পদক্ষেপ করার দাবি জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুরজিৎ কর্মকার।

ব্লক ভূমি দপ্তরে কৃষকসভার অভিযান। সোমবার চোপড়ায়।

বিপদ বাড়ছে ফুলেশ্বরীর রেলগেটে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : মাস দেড়েক আগেই ফুলেশ্বরী রেলগেট মেরামত করা হয়েছিল। ফের সেই রেলগেটের ভয়াবহ অবস্থা। পারাপার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন সাধরণ মানুষ। অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতেও রেল বা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের হেলদোল নেই।

স্থানীয়দের ক্ষোভ, ১৫-১৬ দিন বন্ধ রেখে রেলগেট সংস্কার করা হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। রেল ট্র্যাকের দু'দিকে বসানো পেভার্স ব্লক উঠে যাওয়ার উপক্রম। দু'দিন ধরে আবার রেললাইনের দুই পাশে কেউ মাটি ফেলে তার ওপর পাথর ছড়িয়ে দিয়েছে। গাড়ি চলাচলের সময় পাথর ছিটকে শরীরে লাগছে। ক্ষুব্ধ রেললাইনের পাশের ব্যবসায়ীরাও।

পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে রেলের নিউ জলপাইগুড়ির এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেছেন, 'কে ওখানে মাটি এবং পাথর ফেলল, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখছি। আমি বিষয়টি নিয়ে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব। দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে।'

- রেল ট্র্যাকের দু'দিকে বসানো পেভার্স ব্লক উঠে যাওয়ার উপক্রম
- রেললাইনের দুই পাশে মাটি ফেলে তার ওপর পাথর ছড়ানো
- গাড়ি চলাচলের সময় সেসব ছিটকে জখম হচ্ছেন অনেকে
- মাটিতে আটকাচ্ছে যানবাহনের চাকা
- পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সমাধানের আশ্বাস শিলিগুড়ির বিধায়কের

ফুলেশ্বরী রেলগেটে নিত্যদিনের ভোগান্তিতে ক্ষোভ স্থানীয়দের। শিলিগুড়িতে।

ফুলেশ্বরী রেলগেট হয়ে রোজ হাজার হাজার মানুষ, ছোট-বড় যানবাহন যাতায়াত করে। শিলিগুড়ির একটা প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের যোগাযোগের অন্যতম রাস্তা এই ফুলেশ্বরী হয়েই গিয়েছে। পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে এই পথ ধরে সিংহভাগ মানুষ যাতায়াত করেন। আবার নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন থেকে শিলিগুড়ি টাউন এবং জংশন স্টেশন হয়ে ডুয়ার্সমুখী ট্রেনের যাতায়াতও এই রুটে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রেলগেট বহুদিন ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ রেলকর্তাদের সঙ্গে এই ইস্যুতে বৈঠক করেন। মূলত তাঁর উদ্যোগে ১৫ দিন রেলগেট বন্ধ রেখে সংস্কার করা হয়েছে।

অথচ এক মাস কাটতে না কাটতেই পুরোনো অবস্থায় রেলগেট। রেল ট্র্যাককে কেন্দ্র করে রাস্তার দু'পাশে নতুন করে যে পেভার্স ব্লক পাতা হয়েছিল, সেগুলি হয় উঠে গিয়েছে নয়তো একদিকে উঁচু হয়েছে। ফলে যানবাহন, বিশেষ করে মোটরবাইক চলাচলের সময় উলটে যাওয়ার ভয় থাকছে।

এছাড়া ফুলেশ্বরী বাজারের দিকটায় কেউ পেভার্স ব্লকজুড়ে মাটি দিয়ে সেখানে বড় বড় পাথর বিছিয়ে দিয়েছে। সেই মাটি এবং পাথর এখন বিপদের কারণ। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, কেউ না কেউ এখানে ছিটকে আসা পাথরে জখম হচ্ছেন রোজ। রেলগেটের পাশে যে ব্যবসায়ীরা ফুল, পান ও সংবাদপত্র বিক্রি করেন, তাঁদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে আর সেখানে বসে বিক্রিবাটা করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিবেচনায় জামিন

সোমবারও শেষ হল না পার্থর জামিন মামলার শুনানি। তাঁকে হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে কি না, ইডির কাছে জানতে চান বিচারপতি।

ভয়াবহ গরম

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ৪০ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছোবে তাপমাত্রা। ৩-৫ এপ্রিল পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা। বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

মাকে দায়ের কোপ

পারিবারিক অশান্তির জেরে হাট থেকে নতুন দা কিনে মায়ের গলায় কোপ ছেলের। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলির সোনাটিকারি গ্রামে। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

রচনার সাফাই

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফাই, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, বৌদি-ননদের মনোমালিন্য যেমন হয় দলেও তেমনই হয়।

২৮ দিন গরমের ছুটি, ভোটে আরও

নিউজ ব্যুরো

১ এপ্রিল : একে রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি থাকবে টানা ২৮ দিন। তার ওপর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে ভোট ঘোষণার জন্য উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে আরও বাড়তি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এত ছুটির বাড়াবাড়ি দেখে স্কুল প্রধানরা চূড়ান্ত অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের ক্ষোভ, এতে পড়াশোনা ব্যাহত হবে।

৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত রাজ্যের স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি থাকবে বলে জানিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। অর্থাৎ ২৮ দিন গ্রীষ্মকালীন ছুটি থাকবে স্কুলে। তবে ১৯ এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। ওইদিন রাজ্যের তিনটি কেন্দ্রে নির্বাচন হবে। ওই তিনটি কেন্দ্র হল উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। এজন্য ওই তিন লোকসভা এলাকার স্কুলগুলিতে ১৬ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি থাকবে। ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। তাদের থাকার জায়গা হিসাবে মূলত স্কুলগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

২৬ এপ্রিল লোকসভার দ্বিতীয় দফার ভোট। ওইদিন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হবে। এইজন্য ২৪ থেকে ২৭ এপ্রিল ওই তিন লোকসভা কেন্দ্রের স্কুলগুলি বন্ধ থাকবে। সেই অর্থে উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির আগে অতিরিক্ত ছুটি মিলবে। জলপাইগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'নির্দেশিকা এসেছে। সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে।' এভাবে স্কুলগুলির ছুটি বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'অতিরিক্ত ছুটি দেওয়ার ফলে পাঠক্রম শেষ করা কঠিন হবে।' তাঁর প্রশ্ন, ভোটের জন্য কেন স্কুলগুলিকে বেছে নেওয়া হয়? প্রয়োজনে ভোটের জন্য আলাদা বিল্ডিং করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই পর্ষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা'র কটাক্ষ, 'গরমের ছুটির সম্ভবত এটি প্রথম নির্ঘণ্ট। বরাবরের প্রথা মেনে আরও নির্ঘণ্ট বের হতে পারে।'

পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গ। তাপ বাড়ছে উত্তরের জেলাতেও।

দিলীপের মন্তব্যে ফের বিতর্ক

'ঝড় শুরু, বিজেপির ঝড়ে সব লন্ডভন্ড হবে'

কলকাতা, ১ এপ্রিল : বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ে না বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। সে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেফাঁস মন্তব্যই হোক বা কমিশনের শোকজের জবাব। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় নিয়ে মন্তব্য করে এবার দলকেও অস্বস্তিতে ফেললেন দিলীপ। রবিবার আচমকা টর্নেডো হানায় লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি-ময়নাগুড়ি। দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু সহ আহতের সংখ্যা শতাধিক। প্রাণহানি ছাড়াও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিহানির আশঙ্কাও করছে প্রশাসন। ১৯ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। প্রথম দফার ভোটে তিন কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। এই আবহে জলপাইগুড়ির এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অযাচিতভাবে বিতর্ক টেনে আনলেন দিলীপ।

ভোটের মুখে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে সব রাজনৈতিক দলের। সন্ধ্যায় হাসপাতালে পৌঁছেন সিপিএম ও বিজেপির স্থানীয় প্রার্থীরা। দিল্লি থেকে এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে দুর্গত মানুষদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলায় টুইট করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দলীয় নেতা-কর্মীদের ত্রাণ এবং উদ্ধার কাজে নেমে পড়ার নির্দেশ দিয়ে টুইট করেন শা-নাড্ডারা। কিন্তু এই বিপর্যয়কে এ যেন সুযোগ হিসেবে টুইটে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সশরীরে দুর্ঘটনাস্থলে, তখন ধারেকাছে নেই বিজেপির কোনও

ঝড় তো উত্তরবঙ্গে শুরু হচ্ছে। ভোট ওইদিক থেকেই শুরু হচ্ছে। তাই বিজেপির ঝড়ও ওইদিক থেকে শুরু হবে। বিজেপির ঝড়েই সব লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে।

দিলীপ ঘোষ

প্রথম সারির নেতা। এই পর্যন্ত তা নিয়ে কোনও বিতর্কের অবকাশ ছিল না। সোমবার সকালে শুরু করলেন দিলীপ।

উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপ বলেন, বিজেপির ঝড়েই সব লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। দিলীপের কথায়, 'ঝড় তো উত্তরবঙ্গে শুরু হচ্ছে। ভোট ওইদিক থেকেই শুরু হচ্ছে। তাই বিজেপির ঝড়ও ওইদিক থেকে শুরু হবে। বিজেপির ঝড়েই সব লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে।' দিলীপের এই মন্তব্যকে কার্যত লুফে নিয়ে তার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের সাধারণ

মুখ্যমন্ত্রী আক্রান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির দিলীপ ঘোষ এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যেও মশকরার রসদ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর এই অমানবিক আচরণকে ধিক্কার জানাই।

কুণাল ঘোষ

সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'দুর্যোগের খবর পেয়ে রবিবার রাতেই জলপাইগুড়ি গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আক্রান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির দিলীপ ঘোষ এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যেও মশকরার রসদ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর এই অমানবিক আচরণকে ধিক্কার জানাই।' শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির একাংশও প্রশ্ন তুলেছেন, শা-নাড্ডার নির্দেশ সত্ত্বেও এত বড় বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গের দলীয় সাংসদ, বিধায়করা দ্রুত নামতে পারলেন না কেন? বিশেষত পাশের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরেই রয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। সোমবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারে দলীয় সভা করতে যাওয়ার পথে দুর্গত মানুষদের সঙ্গে দেখা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধীদের তোলা এই প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দুর সাফাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজে চার্টার্ড প্লেন আছে। নির্বাচনি বন্ডের টাকাও আছে তৃণমূলের। নির্বাচনি বন্ড নিয়ে শুভেন্দুর সাফাইয়ের পাল্টা জবাবে বিরোধীরা বিজেপির নির্বাচনি বন্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। রাজ্য বিজেপির উত্তরবঙ্গের এক নেতার মতে, 'এতকিছু প্রশ্ন উঠতই না, যদি দিলীপদা এই মন্তব্য না করতেন।'

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে দল ও কমিশনের শোকজের মুখে পড়েছিলেন দিলীপ। এদিন দিলীপকে সতর্ক করে কমিশন বলেছে, নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের বিষয়টি কমিশনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনের এই মনোভাবকে যেন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন তিনি।

কুরুচিকর কথার বাণ

আক্রমণে উঠে আসছে বাবা, পৈতৃক সম্পত্তি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : ভোট প্রচারে প্রথম থেকেই কুমন্তব্যের বন্যা বইছে। সেই মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়েও অনেকে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তৃণমূলের 'পৈতৃক সম্পত্তি' নয় বলে মন্তব্য করলেন তমলুকে বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'গরিব মানুষকে র‍্যাশনের যে চাল, ডাল দেওয়া হয়, সেই ব্যাগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি থাকে কেন? র‍্যাশনের টাকা কি বিজেপির বাবার টাকা?'

সোমবার তমলুকে অভিজিৎ বলেন, 'তৃণমূল নেতারা বলছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে হাজার টাকা করে দিচ্ছি। জানোয়ারেরা জানে না, মানুষ ভিখারি নয়। যে টাকা তোমরা দিচ্ছ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামে তা তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাকা নয়। তোমরা এজন্য কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পার না।' পাল্টা কুণাল বলেন, 'অভিজিৎ ঠিক বলেছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তৃণমূলের পৈতৃক টাকা নয়। একই প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর করা উচিত। র‍্যাশনের চাল, ডালের ব্যাগে মোদির ছবি লাগানো থাকছে কেন? র‍্যাশনের টাকা কি বিজেপির বাবার টাকা?'

করোনার টিকা নিয়েও কুণাল আক্রমণ করেন অভিজিৎকে। তাঁর প্রশ্ন, 'দেশের মানুষকে করোনার টিকা কি বিজেপির বাবার টাকায় দেওয়া হয়েছিল? কোভিড পোর্টাল থেকে যে টিকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে কেন মোদির ছবি লাগানো ছিল?' কুণালের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার বেশিরভাগ টাকাই দিল্লিতে নিয়ে যায়।'

প্রশ্নবাণ

■ লেখকের জন্ম বিহারের মোতিহারিতে। তাঁর লেখা বই বিশ্ব সাহিত্যের সর্বকালের সেরা ১০টি গ্রন্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটির নাম কী?

■ প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের গিন্নি এমাকে নিয়ে লেখা উপন্যাস। বহু দেশে এই বই নিষিদ্ধ। বিতর্কিত এই বইয়ের নাম কী?

■ আরব জগতের খলিফারা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। উমাইদ ও আব্বাসিদ। আব্বাসিদ বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা কে?

আগের দিনের উত্তর

ট্র্যাংগলার কেপস, গাঙ্কার, উত্তর কোরিয়া

ঠিক উত্তরদাতা : সোমনাথ মৈত্র-রায়গঞ্জ, সঞ্জীবকুমার সাহা-মাথাভাঙ্গা, ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী, সৈকত পাল, গার্গী সেন, শুভ্রা সান্যাল চক্রবর্তী, সঞ্জীব দেব-শিলিগুড়ি, অনয় আতর্থী-আলিপুরদুয়ার, বেদাগ্রণী ঘোষ-জলপাইগুড়ি, দেবাশিস গোপ-কুশমণ্ডি, কালিদাস সাহা-কামাখ্যাগুড়ি, সুপর্ণা অধিকারী-দিনহাটা।

উত্তর পাঠাতে হবে ৮৫৯৭২৫৮৬৯৭ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

ইস্তফায় সম্মতি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজের ডাক্তার প্রণত টুডু চাকরিতে ইস্তফা দিতে চান। রাজ্য সরকার সেই ইস্তফা গ্রহণ করেনি। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই সম্মতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রাথমিকের দুর্নীতি হাতে নিতে চায় ইডি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। সোমবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে এই বিষয়টি উল্লেখ করে এই বিবেচনা করে একটি আদালতে স্থানান্তরিত করার আবেদন করে ইডি। ইডির আবেদন, এই মামলায় আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টি জড়িত। তাই তা বিবেচনা করে একটি আদালতে সেই মামলার শুনানি হোক। সিবিআইয়ের মামলাটি যেন ইডির বিশেষ আদালতে পাঠানো হয়।

এদিন সিবিআই আদালতে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল। এই শুনানিতে তাপস মণ্ডলের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত তাঁর জামিনের আবেদন করেন। ইডির মামলায় তাপস জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পাননি তাপস। তদন্তের নামে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা হচ্ছে বলে দাবি করেন তাপসের আইনজীবী। সিবিআইয়ের দাবি, এই মামলায় তাপসের যুক্ত থাকার আরও কিছু প্রমাণ মিলেছে। তবে ইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে এখনও কোনও নির্দেশ দেয়নি আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত।

মতুয়া-আয়ের রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১ এপ্রিল : মতুয়া মহাসংঘের মামলায় মমতাবালা ঠাকুরের আয়কর নথি জমা দেওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আয়কর দপ্তরকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে, যে প্যানকার্ড ইস্যু হয়েছে সেটির সঙ্গে কোন মোবাইল নম্বর যুক্ত। কার নামে সেই সিমকার্ড রয়েছে তাও জানাতে হবে আয়কর দপ্তরকে।

মমতাবালার আইনজীবীকে বিচারপতি বলেন, 'কীভাবে এই প্যানকার্ড আর মোবাইল নম্বর যোগ হয়েছে সেই বিষয়ে পুলিশকে তদন্ত করতে দিতে পারি। সন্তুষ্ট না হলে অন্য কোনও এজেন্সিকে তদন্ত করার নির্দেশ দেব।'

শান্তনু ঠাকুরের আইনজীবী জানান, হাইকোর্টে এই মামলা চলাকালীন আয়কর নথি তদন্তের জন্য মমতাবালার তরফে পুলিশকে বলা হয়েছে। বিচারপতি বলেন, 'কার প্যানকার্ড কে ব্যবহার করছেন, এটাই তো স্পষ্ট নয়।'

ভাবমূর্তি রক্ষায় অধীরের লড়াই বহরমপুরে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

বহরমপুর, ১ এপ্রিল : প্রায় ২৪ বছর ধরে নিজের গড়ে রাজত্ব চালিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদে তিনিই ছিলেন শেষ কথা। এবার লোকসভা নির্বাচনে গড় ধরে রাখাই প্রধান চ্যালেঞ্জ অধীরের কাছে। একসময় যাঁদের হাতে করে তিনি রাজনীতির ময়দানে পরিচিতি দিয়েছিলেন, আজ অধীরকে বধ করতে তাঁরাই প্রথমসারিতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের স্বার্থে ইন্ডিয়া জোটে থাকার কথা ঘোষণা করলেও এই রাজ্যে কোনও জোট হয়নি। বরং অধীরের বিরুদ্ধে তিনি প্রার্থী করেছেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ইউসুফ পাঠানকে। তাই বহরমপুরে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মমতা সখ্য বজায় রাখলেও এই রাজ্যে মূলত বহরমপুর আসনে অধীরকে যে এক ইঞ্চি মাটি ছাড়বে না তৃণমূল, তা স্পষ্ট।

রবিবার ধুবুলিয়ার জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, 'বিজেপিকে হারাতে চাই। তাই ইন্ডিয়া জোটে আছি।' সোমবার তাঁর বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে জনসভা করার কথা ছিল। কিন্তু জলপাইগুড়ির বিপর্যয়ের কারণে তিনি কর্মসূচি বাতিল করে সেখানে চলে যান। তবে অধীর এদিন বহরমপুর থেকেই তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। উনি বলছেন জোটে আছেন। কিন্তু উনি কংগ্রেসকে হারাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। বাংলার মানুষ মমতার এই দ্বিচারিতা কোনওদিন মেনে নেবে না।' যদিও পাল্টা জবাব দিতে ছাড়েননি তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'অধীর চৌধুরী সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূলকে হারাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তার জন্যই বাংলায় ইন্ডিয়া জোট হয়নি। অধীরবাবু আর কী বড় কথা বলবেন। যে রাজনৈতিক দলটা ৩৪ বছর বাংলাকে অত্যাচার করল তার সমর্থনে অধীর চৌধুরী রাস্তায় নেমেছেন। অধীর চৌধুরী থাকলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শূন্য হয়ে যাবে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। উনি বলছেন জোটে আছেন। কিন্তু উনি কংগ্রেসকে হারাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। বাংলার মানুষ মমতার এই দ্বিচারিতা কোনওদিন মেনে নেবে না।

অধীররঞ্জন চৌধুরী

বহরমপুর শহরের লালদিঘির ফুটপাথ দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে ভাগীরথীর তীর পড়বে। লালদিঘির পাড়ে সারাদিনই নানা বয়সি লোকজনের আনাগোনা থাকে। বহরমপুর পুরসভা কংগ্রেসের দখলে থাকাকালীন এই লালদিঘিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। এখনও বহরমপুর শহরের চারিদিক আলোয় সজ্জিত। লালদিঘির পাড়েই কথা হচ্ছিল ষাটোর্ধ্ব সৌমিক সরকারের সঙ্গে।

তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের পুরসভা থাকাকালীন বহরমপুর শহরে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এখনও হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে ২০ বছর আগে অধীর চৌধুরীর যে ইমেজ ছিল, আজ তিনি তা নিজেই নষ্ট করে ফেলেছেন।' তাঁর কথায় তাল মিলিয়ে পাশে বসে থাকা সৌরভ বিশ্বাস বলেন, '২০০০ সালের বন্যায় অধীররঞ্জন চৌধুরীকে ঘাড়ে গামছা নিয়ে হাফপ্যান্ট পরে দুর্গতদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে দেখেছি। আজ আর অধীরবাবু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশেন না। আগে অধীর মানেই 'মুশকিল আসান'। আর এখন অধীরবাবুকে ধরা কঠিন।'

এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্যই বহরমপুর ধরে রাখা যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়াবে অধীরের পক্ষে।

'খালিস্তানি' মামলা ছাড়লেন বিচারপতি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : 'খালিস্তানি' বিতর্কে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে চেয়ে আবেদন করেছিল রাজ্য। এই আবেদনটির শুনানি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে ওঠে। এই মামলা থেকে সোমবার সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে মামলাটি পাঠিয়ে দেন তিনি।

হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ২৬টি এফআইআরে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন বিচারপতি মান্থা। কিন্তু সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। তারপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। শীর্ষ আদালত ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে মামলাটি আবার হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয়। পরে হাইকোর্ট জানায়, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআরের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধি দল গিয়েছিল। সেই সময় কর্তব্যরত এক শিখ আইপিএস অফিসারকে লক্ষ্য করে 'খালিস্তানি' মন্তব্য করা হয় বলে অভিযোগ। এই বিষয়েই নাম না করে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। এদিন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, রাজ্যের এই আবেদন তিনি শুনবেন না। তবে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআরের সংক্রান্ত অন্য মামলাগুলির শুনানি তাঁর বেঞ্চেই হবে।

পদ্মের নালিশ

কলকাতা, ১ এপ্রিল : বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্রর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগে রাজ্য এবং তৃণমূলের দায়ী করে কমিশনে নালিশ বিজেপির।

শাহজাহান ফের ধৃত, কোর্টে ধস্তাধস্তি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : আদিবাসীদের জমি দখল করতেন শেখ শাহজাহান। সেখান থেকে অর্জিত কালো টাকা চিংড়ির ব্যবসার মাধ্যমে সাদা করতেন তিনি। সন্দেশখালির সিন্ডিকেট চালানোর কিংপিন ছিলেন শাহজাহান। সোমবার ইডি'র বিশেষ আদালতে এমনটাই দাবি করল ইডি।

শনিবার জেল হেপাজতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। সোমবার তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিতে চেয়ে কলকাতায় ইডি'র বিশেষ আদালতের দ্বারস্থ হয় তারা। এদিন বিকালেই তাঁকে নিম্ন আদালতে হাজির করানো হয়। আদালতের লক আপে নিয়ে যাওয়ার সময়

ইডি'র বিশেষ আদালতে পেশ।

ভিড়ের মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু হয়। হেঁটেই ঘাম শাহজাহান। তারপর ইডি'র আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, জমি দখল করে সেই জমি টাকার বিনিময়ে অন্যদের ব্যবহার করতে দিতেন শাহজাহান। সেই কালো টাকা চিংড়ির ব্যবসার মাধ্যমে সাদা করা হত। এই ব্যবসা তাঁর মেয়ে শেখ সাবিনার নামে ছিল। এই ব্যবসার মাধ্যমে দুর্নীতির টাকা সাদা করা হত। সন্দেশখালির সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি শাহজাহান ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নিজেদের ভেড়ি মালিক হিসাবে দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন। অন্যদিকে, শাহজাহানের আইনজীবীর দাবি, তাঁকে সঠিক পদ্ধতিতে গ্রেপ্তার করেনি ইডি। এমনকি গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করানোও হয়নি। ইডি'র আইনজীবী দাবি করেন, দেশের স্বার্থে, সন্দেশখালির মানুষের স্বার্থে শাহজাহানকে হেপাজতে নেওয়া প্রয়োজন। ইডি তাঁকে ১৪ দিনের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। তবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নিম্ন আদালতের বাইরে আইনজীবীদের একাংশ শাহজাহানের ফাঁসির দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তখনই শাহজাহানকে কোর্ট লক আপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে দেখেই আইনজীবীদের দাবি, 'শাহজাহান যা করেছেন, তাতে ফাঁসির সাজাও ওঁর জন্য যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষ হিসেবে বলছি, ওঁর ফাঁসি হওয়া উচিত। নারীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন উনি। তাই তাঁকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক।'

শাহজাহানের বিরুদ্ধে খুনের মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া খুনের মামলায় নিম্ন আদালত সহ যাবতীয় বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তারপরও ওই মামলায় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ। এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি সেনগুপ্ত পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে আদালত অবমাননার রুল জারি করার হুঁশিয়ারি দেন। এমনকি নিম্ন আদালত কীভাবে চার্জশিট গ্রহণ করল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। রাজ্যের আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের নির্দেশ বুঝতে ভুল হয়ে থাকতে পারে।' পুলিশ এখনও চার্জশিট জমা দেয়নি। শুধু পরিকল্পনা করেছিল। সময়ের অভাবে আদালতে ওই তথ্য দেওয়া হয়েছিল।'

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.০০ মিলি, ১০.৩০ মন দিতে চাই, ১১.০০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণ, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীজ, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী অন্নদামা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুরাধা, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

বাড়ির সবার সামনে কি বিজনের ভালোমানুষির মুখোশ খুলে দিতে পারবেন চণ্ডী? আকাশ আটে স্বয়ংসিদ্ধা সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায়।

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কীর্তন, দুপুর ১২.৫৫ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.০৫ গার্লফ্রেন্ড, সন্ধ্যা ৭.০০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হ্যালো মেমসাহেব, দুপুর ১.০০ মন মানে না, বিকেল ৪.০০ জামাইরাজা, সন্ধ্যা ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ ভাই আমার ভাই

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ ভয়, দুপুর ১২.৫০ দোলন চম্পা, বিকেল ৩.৩০ মামা ভাগ্নে, সন্ধ্যা ৬.১০ মায়ের অধিকার, রাত ৯.০০ বস ২, রাত ১২.০০ লকডাউন

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১০.০০ হাইওয়ে, দুপুর ১১.৫৫ বস, দুপুর ১.৫০ প্রজাপতি বিস্কুট, বিকেল ৪.০০ মন জানে না, সন্ধ্যা ৬.১৫ ক্রসরুম, রাত ৯.০০ চিনি, রাত ১১.০০ দু একেন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় বিজয়

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অগ্নিপরীক্ষা

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় পরাণ যায় জ্বলিয়া রে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য

৯৯৩৩০১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বাবার সঙ্গে সামান্য বিষয়ে মনোমালিন্য। বৃষ : শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। বিপদ কোনও প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে তৃপ্তি। মিথুন : পথে খুব সাবধানে চলুন। দীর্ঘদিনের বন্ধুর সঙ্গে আজ দেখা হবে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্কট : নতুন চাকরির সুযোগ মিলবে। অভিজ্ঞজনের সঙ্গে আলোচনা করে যোগ দিতে পারেন। সিংহ : অন্যের উপকার করতে পেরে তৃপ্তি। ভালো সুযোগ আজ হাতছাড়া হতে পারে। কন্যা : ব্যবসা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতভেদ হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। তুলা : সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। বৃশ্চিক : অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। আজ ব্যবসায় লাভবান হবেন। ধনু : দূরের কোনও বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাওয়ার উদ্যোগ। রাজনীতি থেকে ক্ষতি হতে পারে। মকর : ছেলের বিদেশে চাকরি হওয়ায় খুশি হবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কুম্ভ : বৃত্তিমূলক পরীক্ষার ফল ভালো হবে। নতুন কোনও অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মীন : বাড়িতে পুজোর আয়োজনে আনন্দ। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফের জোড়া লাগবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ চৈত্র, ১৪৩০, ভাঃ ১৩ চৈত্র, ২ এপ্রিল ২০২৪, ১৯ চ'ত, সংবৎ ৮ চৈত্র বদি, ২২ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৪ অঃ ৫।৪৯। মঙ্গলবার, অষ্টমী দিবা ৩।২২। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৬।৫২। পরিঘযোগ দিবা ২।৪৫। কৌলবকরণ দিবা ৩।২২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৩৫ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ৬।৩২ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১২।১৯ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৬।৩২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৩।২২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৭।৯ গতে ৮।৩৮ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ১১।৪৬ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ৩।২২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৩।২২ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ৩।২২ মধ্যে শ্রীশ্রীশীতলাষ্টমী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার, ১৯ চৈত্র ১৪৩০, ২ এপ্রিল ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩১৩ সংখ্যা

পরীক্ষার মুখোমুখি

এবারের লোকসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূলের কাছে এই নির্বাচন রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষা। চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখে ভারতীয় জনতা পার্টিও (বিজেপি)। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে সিপিএম সহ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। এই ভোটে দলগুলির প্রচারের প্রচুর অস্ত্র মজুত। একে একে সেগুলি বের হচ্ছে। ছুটছে কুকথার ফুলঝুরি। তাতে বহু প্রার্থীই আদর্শ আচরণবিধির তোয়াক্কা করছেন না। যে যা খুশি বলে চলেছেন বিধিনিষেধ যথেচ্ছ লঙ্ঘন করে।

১৬ মার্চ নির্বাচনি নির্ঘণ্ট প্রকাশের দিন থেকে আজ অবধি কমিশনের ঘরে দেড় লক্ষাধিক বিধিভঙ্গের অভিযোগ জমা পড়েছে। সবগুলির সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ভোটপর্ব শেষ হতে আরও দু'মাস বাকি। ওই সময়ে দলগুলি নিশ্চয় বসে থাকবে না। একে অন্যের বিরুদ্ধে চাপ তৈরির জন্য নির্বাচন কমিশন নামক স্বশাসিত সংস্থাটিকে ঢাল করতে সবাই তৎপর হবে। অতীতের নির্বাচনগুলি থেকে তেমনই ইঙ্গিত মেলে। ফলত, দেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নির্বাচনে অভিযোগের বহর যে আড়েবহরে আরও বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

রাজ্যে এবারের ভোটে তৃণমূলের মোকাবিলায় বিজেপির হাতে শিক্ষায় দুর্নীতি, চাকরি বিক্রি, নেতা-মন্ত্রীদের হেপাজত থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার, নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কদের কারাবাস, জমি কেলেঙ্কারি, মহিলাদের ওপর অত্যাচার ও অনুন্নয়নের মতো অস্ত্র মজুত রয়েছে। বিজেপিকে ঘায়েল করতে তৃণমূলের তূণীরে রয়েছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে তিন বছর ধরে কেন্দ্রের হিসাব দাখিল না করার অছিলায় বরাদ্দ বন্ধ, আবাস যোজনার বকেয়া না মেটানো, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির যথেচ্ছ সক্রিয়তা, গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানো দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত রদ, রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও ওষুধপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ২০১৯-এর লোকসভা ও ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের প্রচারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা, নানা ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কথায় কথায় বিমাতৃসুলভ আচরণ ইত্যাদি।

বামেরা প্রচারে বিজেপি ও তৃণমূলকে একাসনে বসিয়ে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে দেগে দিচ্ছে। সরব হয়েছে নির্বাচনি বন্ড কেলেঙ্কারি নিয়েও। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্বামী ভারত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকর দাবি করেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি মোদি ইলেক্টোরাল বন্ড। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর লড়াইটা বিজেপি বনাম কংগ্রেস বা তৃণমূল অথবা 'এনডিএ' বা 'ইন্ডিয়া' জোটে সীমাবদ্ধ নেই। লড়াই স্পষ্টত দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, বন্ডে সবচেয়ে বেশি উপকৃত বিজেপি। পেয়েছে আট হাজার কোটি টাকা। যা বন্ড বাবদ জমা মোট অর্থের সামান্য কম। ওই পরিমাণ অর্থ একটি ছোট রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের সমান বা কিছুটা বেশি। বিজেপির পিছনেই আছে কংগ্রেস। পেয়েছে ১৭০০ কোটি টাকা। তৃতীয় স্থানে তৃণমূল। প্রাপ্তির ভাঁড়ারে ১৬১০ কোটি টাকা। প্রচারে একে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বামেরা। কারণ, বন্ড কেলেঙ্কারিতে এখনও কোনও বামপন্থী দলের নাম নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করেনি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।

এ বিষয়ে নিজেদের নিষ্কলুষ চরিত্র মানুষের নজরে আনতে তারা সর্বত্র প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের হাতিয়ার কেন্দ্রীয় এজেন্সির যথেচ্ছ ব্যবহার। শতাব্দীপ্রাচীন দলটির নানাভাবে হেনস্তা চলছে। এর পিছনে মোদি-শা'দের হাত দেখছে বিরোধীরা। সবশেষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তৎপর আয়কর দপ্তর। ইতিমধ্যে সিল করে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। পাঠানো হয়েছে হিসাব বর্হিভূত আয়ের অভিযোগে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার জরিমানার নোটিশ।

আসন্ন ভোটে মিলতে পারে নানা অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর। নির্ধারিত হবে ভারতবর্ষ কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য হবে নাকি পশ্চাৎপদ হয়ে নিমজ্জিত হবে নিকষ অন্ধকারের গহ্বরে।

অমৃতধারা

যাহা সহজেই ত্যাগ করা যায় কিংবা যাহা উদয় হইয়াই অস্তমিত হয় সেগুলিকে ছাড়িয়া আত্মস্থ বা স্থিরপ্রজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। অভাব আপনা হইতেই দূরে সরিয়া যায়, তাহাকে দূর করিবার জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না। ধর্মবৃক্ষের গায় অনেক পরগাছ জন্মে। আমরা ধর্মের নামে নানাবিধ বৃথাচরণ করিয়া থাকি যাহার দ্বারা আমাদের ধর্ম জীবনের উন্নতি না হইয়া বরং অশেষ দূর্গতিই হইয়া থাকে। গুরুবাক্য সত্য। যাহা সত্য তাহাই গুরু। গুরুর উপদেশ মানিয়া চলিলে অপসিদ্ধান্ত ও মিথ্যা জিনিসগুলি সূর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় সহজেই বিদূরিত হইয়া যায় এবং শুদ্ধ সত্য ধর্ম প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো প্রকাশিত হয়। গুরু দিব্য চক্ষু দান করিলে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক হইয়া থাকে।

- শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

নির্বাচনই দুর্নীতির উর্বরতম ক্ষেত্র

২০১৪-তে নির্বাচনে খরচ ৩০ হাজার কোটি। তা দ্বিগুণ ২০১৯-এ। '২৪-এর সম্ভাব্য খরচ এক লাখ ২০ হাজার কোটি।

অমল সরকার

তিনটি প্রশ্ন, বলতে পারেন ধাঁধা দিয়ে এই লেখা শুরু করব। প্রশ্ন নম্বর এক, কোন সে বিষয় বা ইস্যু যা নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড় অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর দল নিজে থেকে কিছুই প্রায় বলছে না?

প্রশ্ন নম্বর দুই, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদি এত কথা বলছেন, ভ্রষ্টাচার নিয়ে বলতে গেলে প্রায় রোজই বিরোধীদের শিরচ্ছেদ করছেন, সেই তিনি ঘুষ নিয়ে তাঁর কোন সে মিঠুনদা মার্কা ডায়ালগটি আর বলেন না?

প্রশ্ন নম্বর তিন, জানেন কি, গত দশ বছরে কোন খাতে খরচ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে?

হেঁয়ালি না করে মূল বিষয়ে আসি। তিনটি প্রশ্নই আসলে নির্বাচন সংক্রান্ত। নির্বাচনে কালো টাকার দাপট কমাতে মমতা একটা সময় নিয়ম করে বলতেন, ভোটের পুরো খরচ রাষ্ট্র বহন করুক। রাজনৈতিক দলগুলির ভোটের সময় টাকা নেওয়া বন্ধ করা দরকার। সেই তিনি ও তাঁর দল ইলেক্টোরাল বন্ড নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সবচেয়ে সংযমী। রাষ্ট্রীয় খরচে ভোটের কথাও সেভাবে শোনা যাচ্ছে না। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে জানিয়ে রাখি, ইলেক্টোরাল বন্ড থেকে পাওয়া টাকার অঙ্কে তৃণমূল দেশে তৃতীয় স্থানে আছে।

নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। মিঠুন'দার 'মারব এখানে...'-এর মতো ডায়ালগকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল মোদির সেই কথাটি। প্রধানমন্ত্রী কেন ডায়ালগটিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন, সে ব্যাখ্যা তিনিই দিতে পারবেন। তবে ইলেক্টোরাল বন্ডের তথ্য প্রকাশের পর অনেকেই কথাটি কিঞ্চিৎ বদলে নিয়ে বলছেন- 'জরুর খাউঙ্গা, খানে নহি দুঙ্গা'।

বন্ড বাবদ রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে জমা হওয়া ১৬ হাজার কোটির মধ্যে প্রায় অর্ধেক পেয়েছে পদ্ম পার্টি। অনেক পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেস। তাদের প্রাপ্য ১৭০০ কোটি। তৃণমূলের তৃতীয় স্থান অর্জন তুলনায় অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। দুটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা আম আদমি পার্টিও এই ব্যাপারে জোড়াফুলের কাছে পিছিয়ে পড়েছে।

ইলেক্টোরাল বন্ড আমাদের মতো আমআদমির চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়নি। তবে ওই তথ্যটি জানার পর বন্ডের ছবিতে চোখ বোলালে আমার সেটি কর্পোরেট হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন বলে মনে হয়। তথ্যটি হল, ওষুধ কোম্পানিগুলি বিপুল টাকা ঢেলেছে ইলেক্টোরাল বন্ডে।

এবারে আসি তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে। ২০১৪ থেকে '২৪, এই দশ বছরে দেশে পাঁচ বছর অন্তর বেড়ে চলেছে নির্বাচনি ব্যয়। সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজের (সিএমএস) রিপোর্ট বলছে ২০১৪-তে খরচের অঙ্ক ছিল ৩০ হাজার কোটি। তা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয় ২০১৯-এ। '২৪-এর সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে এক লাখ ২০ হাজার কোটি।

এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের ব্যয় বড়জোর ২০ শতাংশ। বাকিটা রাজনৈতিক দলের খরচ। সিএমএসের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯-এ খরচ হওয়া ৬০ হাজার কোটির ৪৫ শতাংশ বা ২৭ হাজার কোটি খরচ করে বিজেপি। দেশের প্রাচীনতম দল কংগ্রেসের ব্যয়ের অঙ্ক ছিল ২০ শতাংশ। বাকিটা অন্যান্য দল। বিজেপির খরচকে প্রার্থী সংখ্যার সঙ্গে মেলালে মাথাপিছু কয়েক কোটি টাকা হচ্ছে। সেই কারণেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে বলতে হয়েছে, ভোটে লড়াই করার মতো অর্থ আমার নেই। আমার মতে, ভোটে অর্থশক্তির দাপটকে কেউ এভাবে বেআব্রু করেননি।

এখন প্রশ্ন হল, ভোটের খরচ বলতে কোন খরচকে ধরা হয়? টিএন শেষণ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হওয়ার পর প্রার্থীর খরচখরচায় নজরদারিতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেন। কমিশন থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯৯৮-এর লোকসভা ভোটে গান্ধিনগরে লালকৃষ্ণ আদবানির বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রচার কভার করতে গিয়ে একদিন দেখতে পাই শেষণ ডায়ারিতে চায়ের খরচ লিখেছেন, 'টি-রুপিজ টেন'। নিজের চালু করা নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাঁর উত্তরসূরিরা এখন প্রার্থীর অফিসের আলপিন খরচও বেঁধে দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ বড় রাজ্যগুলিতে কমিশন এবারের লোকসভা ভোটে ৯৫ লাখ টাকা খরচের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ প্রার্থীর এর ধারেকাছে খরচের সামর্থ্য নেই। কিন্তু বাকিদের আবার খরচে বিধিনিষেধটাই যত সমস্যার, ভূতে টাকা জোগায় যাদের।

দক্ষিণে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যে ভোটে এখনও টাকাই শেষকথা। বছর কয়েক আগে মাদুরাই শহরে ভোটের একটি অভিজ্ঞতা বলি। সন্ধ্যায় এক মার্কেটে হঠাৎ লোডশেডিং হলে কানে এল দোকানিরা পুলিশ পুলিশ করছেন। এক দোকানি জানালেন, 'রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছে, লোডশেডিং হলে আগে পুলিশে খবর দিন।' কারণ, ভোটের সময় এলাকা অন্ধকার করে বাইকবাহিনী এসে মুহূর্তে টাকা বিলি করে।

এই অনুচ্ছেদ যে প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই প্রসঙ্গে আসি। ভোটে খরচ হওয়া বিপুল অর্থের ৩৫ শতাংশ ব্যয় হয় প্রচারে। ৪০ শতাংশ ভোটের অন্যান্য খরচ সামাল দিতে। বাকি ২৫ শতাংশ বা প্রায় ১৫ হাজার কোটি ভোটারদের বিলি করা হয়। মানে ঘুষ। তার পুরোটাই কালো টাকা। অর্থাৎ নির্বাচনই দুর্নীতির সবচেয়ে উর্বর ভূমি।

লক্ষণীয়, নির্বাচনি বিধিভঙ্গেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য আছে। পশ্চিমবঙ্গ মারামারি, কাটাকাটি, ছাপ্পা ও ভুয়ো ভোটে পিএইচডি করেছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশে একটা সময় মাফিয়া, গ্যাংস্টাররাই শুধু নয়, স্বনামধন্য নেতাও সঙ্গে কয়েক ডজন বন্দুকধারী প্রাইভেট আর্মি নিয়ে প্রচার করতেন। খবরের কাগজে বন্দুকধারী পরিবৃত প্রার্থীর ছবি ছাপা হত। যাতে লোকে ভয়ে ভোট দেয়। সেই বিহার-ইউপি এখন আমূল বদলে গিয়েছে।

কিন্তু দক্ষিণে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যে ভোটে এখনও টাকাই শেষকথা। বছর কয়েক আগে মাদুরাই শহরে ভোটের একটি অভিজ্ঞতা বলি। সন্ধ্যায় এক মার্কেটে হঠাৎ লোডশেডিং হলে কানে এল দোকানিরা পুলিশ পুলিশ করছেন। আলো ফিরতে এক দোকানি জানালেন, 'রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছে, লোডশেডিং হলে আগে পুলিশে খবর দিন।' কারণ, ভোটের সময় এলাকা অন্ধকার করে বাইকবাহিনী এসে মুহূর্তে টাকা বিলি করে। পরে মুখে মুখে জানিয়ে দেওয়া হয় কোন দল কোন প্রার্থী টাকা দিয়েছে। অর্থ শক্তি যদিও ক্রমে সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছে। কারণ, প্রার্থীর খরচের ঊর্ধ্বসীমা থাকলেও দলের নেই। আর শাসকদল হলে তো পোয়াবারো।

মোদি সরকার ভোট ঘোষণার আগের কয়েক মাস ধরে 'বিকশিত ভারত' নামে দেশব্যাপী প্রচার চালিয়েছে। রথ নামধারী হাজার হাজার গাড়ি দেশের কোনায় কোনায় ছুটেছে সরকারি প্রকল্পের প্রচার করতে। মোদির সাফল্য প্রচার মানে বিজেপির অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন। এই সরকারি প্রচার যজ্ঞের খরচের অঙ্ক এখনও অজানা।

দু'দশক আগে মোদির পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারের 'ইন্ডিয়া শাইনিং' প্রচারে খরচ হয়েছিল দেড়শো কোটি টাকা। আজকের অঙ্কে সেটা হাতের ময়লা। সরকারি হিসাব বলছে, ২০১৮-'১৯ থেকে ২০২২-'২৩-এর মধ্যে ভারত সরকার প্রচার খাতে খরচ করে ৩০২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ভোটের বছর অর্থাৎ ২০১৮-'১৯-এ খরচ করে ১১৭৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ভোট না থাকায় ২০২২-'২৩-এ খরচ কমে হয় ৪০৮ কোটি।

নরেন্দ্র মোদি তাঁর শাসনকালকে সংস্কারের দশকও বলে থাকেন। নির্বাচন কমিশন ভোটে অর্থশক্তিতে লাগাম দিতে সংস্কারের তিনটি প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। এক, ভোটের ছয় মাস আগে সরকারের সাফল্য প্রচার বন্ধ। দুই, দলের খরচও প্রার্থীর খরচ হিসাবে গণ্য হবে। তিন, ভোটে দলগুলিরও খরচের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হোক। মোদি সরকার উচ্চবাচ্য করেনি।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৩

কিংবদন্তি ক্রিকেটার রণজিৎ সিংজি প্রয়াত হন ১৯৩৩ সালে আজকের দিনে।

১৯৬৯

১৯৬৯ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অজয় দেবগন।

আলোচিত

কোন জায়গায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই? পরিবারেও তো কত সমস্যা থাকে! স্বামী-স্ত্রীতে, ননদ-বৌদিতে...। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। আঙুলগুলো এক হলে একটা মুঠো তৈরি হয়। সেটা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতের চেটোটা হল তৃণমূল কংগ্রেস।

- রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

মোবাইলে আসক্তি! মুঠোফোনে কথা বলতে বলতে সবজি কাটছিলেন এক মহিলা। শিশুটি পাশে খেলছিল। কাটা সবজি ফ্রিজে রাখতে গেলেন ওই মহিলা। কিন্তু মোবাইলে এতটাই মজে যে সবজির বদলে নিজের বাচ্চাকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলেন। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

কলম্বিয়ার একটি হাসপাতালে একজনের কেমো চলছিল। তাঁর মনোবল বাড়াতে হাসপাতালের একটি ঘরকে বেলুন দিয়ে সাজানো হয়। সেখানে মিউজিকের তালে তাঁর সঙ্গে নাচেন এক নার্স। অন্যরা হাততালি দিয়ে তাঁদের উৎসাহ দেন। ভিডিওয় অভিভূত নেট দুনিয়া।

জনমন জনমত

ময়নাগুড়ি পুরসভা হলেও পরিবর্তন তো দেখি না

পঞ্চায়েত থেকে পুরসভায় উন্নীত হওয়ার পর অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলেন ময়নাগুড়িবাসী। কিন্তু বর্তমান পুর এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকরা শুধু কর বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যে তিমিরে ছিলেন, বিন্দুমাত্র তার পরিবর্তন দেখেননি।

আজও ময়নাগুড়ি বাজার এলাকায় আগের মতোই জেলা পরিষদ থেকে ঝাড়ু দিলে ঝাঁট পড়ে, পথবাতির অবস্থারও কোনও পরিবর্তন নেই। ১৭টি ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে নীল বালতি আর সবুজ বালতি ৮ মাস আগে পৌঁছে দিয়ে বলা হয়েছিল, পচন আর অপচনশীল নোংরা ভাগ করে দুটো বালতিতে রাখতে। ছয় মাস সেই বালতি ধুলো পড়ে নোংরা হওয়ার পর মাস দুয়েক থেকে বালতির নোংরা পুরসভার প্যাডেল ভ্যানে নিয়ে যায় বটে, তবে বাড়িপিছু ২০ টাকা দিতে হয়, যা বালতি দেওয়ার সময় একবারও বলা হয়নি।

আর পুরসভার নোংরা নেওয়া কর্মীদের বাঁশির আওয়াজ শুনে, নোংরা নিয়ে গেটের সামনে যেতে যেতেই দেখা যায় প্যাডেল ভ্যান বাঁশি দিতে দিতে ৫০০ মিটার দূরে চলে গিয়েছে। নবনির্মিত পুরসভার সবদিক ত্রুটিমুক্ত হতে আরও কিছু সময় লাগতেই পারে, কিন্তু আমরা এখনও পুর এলাকা চিহ্নিত করে, পুরসভা এলাকার প্রবেশদ্বারে 'স্বাগতম ময়নাগুড়ি পুরসভা' লেখা বা পুর এলাকা শেষ হওয়ার পরে তা চিহ্নিত করে কোনও সাইনবোর্ড দেখতে পাইনি।

আমরা দেখতে পাইনি, এত বড় পুর এলাকায় একজনও মনীষীর মূর্তি। তবে হালে ময়নাগুড়ি হাইস্কুলে বিদ্যাসাগরের একটি

মূর্তি বসানো হয়েছে। মনীষীদের জন্মদিন বা তিরোধান দিনে, নাগরিকদের শ্রদ্ধা জানানোর ইচ্ছে হলেও উপায় নেই মনীষীদের উদ্দেশে একটু ফুল, মালা বা প্রদীপ জ্বালাবার।

বাম আমলে ময়নাগুড়ির বেশ কিছু মোড়ে অপরিকল্পিতভাবে কোথাও গন্ডার, কোথাও বাইসনের মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, স্বামীজির মূর্তি না বসিয়ে বাইসন, গোরু, গন্ডার, হরিণের মূর্তি বসানোর যৌক্তিকতা আজও বুঝতে পারিনি।

ময়নাগুড়ি পুরসভার পুরপ্রধানের কাছে অনুরোধ, উল্লিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুন। নাগরিকদের সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিন। অন্যথায় আগের মতো গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবাই যদি বহাল থাকে, তবে 'কর'ও আগের মতো পঞ্চায়েতের হিসেবেই ধার্য করা হোক।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

সুনীলের কোনও বিকল্প নেই

সদ্য সমাপ্ত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন ম্যাচে ভারত খুব বাজেভাবে হেরেছে। সেইসঙ্গে তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার পথ কঠিন হয়েছে। তবে আশা এখনও আছে। কিন্তু ভারত যেভাবে ফিফা ক্রমতালিকায় নামছে তা যে কোনও বুলেট ট্রেনকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর একজন বুড়ো নায়কের কথা মনে পড়ছে, সেই চিরতরুণ সুনীল ছেত্রী। তাঁর বিকল্প এখনও ভারতের কাছে নেই। তরুণ বলতে সাহাল, বিক্রম প্রতাপ সিংরা আশার আলো হলেও তাঁদের জ্বলতে আরও সময় লাগবে। ছোট ছোট ধাপে এগোতে হবে, অন্ধকার ছেড়ে আলোতে আসতে হবে। তার জন্য ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অতিসক্রিয়তা একান্ত কাম্য।

বিনায়ক রায়
আমগুড়ি, ময়নাগুড়ি।

দেশের সিলিকন ভ্যালির ঐশ্বর্যে বাঁধা উত্তরবঙ্গ

বেঙ্গালুরুতে একটু যেন বেশি করে যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের মানুষ। সেখানে মিশে যায় তিস্তা-তোর্ষা-মহানন্দা-জলঢাকা।

সৃজা কবিরাজ

জীবন ও জীবিকার কাছে মানুষ বড় অসহায়। তার সঙ্গে রয়েছে লক্ষ্যপূরণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা স্বপ্নসফলের দায়। তাই যতই আমাদের সোনার মুকুট পরা কাঞ্চনজঙ্ঘা থাকুক আর ডুয়ার্সের বনজ্যোৎস্নার শান্ত পরিবেশ থাকুক কিংবা আমাদের সুন্দর শহরে জন্মের টান--এদের ছেড়ে একদিন ছুটতেই হয় দূর থেকে আরও দূরে। সেখানে প্রতিটি মুহূর্ত, ঘণ্টা, মিনিট, দিনের হিসেবে বড় কড়াকড়ি। ছুটছে মানুষ। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে আবার কেউ বা পা পিছলে নীচে পড়ছে।

এমনই এক জায়গা হল বেঙ্গালুরু। যাকে অনেকেই বলেন ভারতের সিলিকন ভ্যালি। এখানে কুইন অফ হিলস থেকে শুরু করে তরাই, ডুয়ার্স, সমতল, মহানন্দা-তিস্তা-তোর্ষা-জলঢাকা নিয়ে ঘর করা সবরকমের মানুষের গাঁটছড়া বাঁধা রয়েছে অনেক বছর ধরেই। ইদানীং এই জায়গার স্থান মাহাত্ম্য এতটাই বেড়েছে যে উত্তরের জনজীবনের একটা বিরাট অংশ নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সংখ্যাটা ক্রমে বাড়ছে।

দৃশ্যটা এমন- ফ্লাইট নম্বর সিক্স-ই ফোর নাইন সেভেন। ল্যান্ডিং-এর সময় বিকেল তিনটা। রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা বিমানের দরজা খুলতেই বাগডোগরা থেকে আসা দুপুর সাড়ে বারোটার যাত্রীরা এসে দাঁড়ালেন নিজের নিজের লাগেজ সংগ্রহের অপেক্ষায়। এরপর তাঁরা চলে যাবেন যে যাঁর গন্তব্যে। এ দেশ নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের দেশ হলেও যাঁরা এইমাত্র এই সিলিকন ভ্যালিতে অবতরণ করলেন, তাঁরা বেশিরভাগই বিভিন্ন বয়সের বঙ্গবাসী। এই বলয়ে যদিও একটা আস্ত বাংলাদেশ জমে উঠেছে কিন্তু এখানে আসা মাত্রই সবার ভাষা ইংরেজি আর অক্ষম হিন্দি। পোশাক -প্যান্ট, টপ, ক্যাপ্রি, বারমুডা, টি-শার্ট। শাড়ি, সালোয়ার, বোরখা দু'-একটা। ফর্মাল শার্ট-ট্রাউজার সামান্য। লাগেজে ঝালমুড়ির বাক্স, রং করার সরঞ্জাম, মিস্ত্রির হাতিয়ার- এসবের দেখা পাওয়াও আশ্চর্য নয়। এবার বাস বা ওলায় চেপে চলল সবাই কোরামাংলা, হোয়াইট ফিল্ড, এইচএসআর লে আউট, মান্যতা, মাথিকেরে, ম্যাজেস্টিক, ইয়েলাহাঙ্কা -জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার লেনদেনে।

এ তো গেল এক ধরনের জীবিকার টান। পারিশ্রমিকটা বেশ ভদ্রস্থ বলে রাজ্যের বাইরে গর্বের বসবাস। এছাড়া আছে অসংখ্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, গাড়ির চালক, শেফ কিংবা ওয়েটার। লজ, হোটেল, পিজির ম্যানেজার, হোলটাইমার। স্কুল-কলেজের শিক্ষকতা, পাবলিশিং হাউস, ই-কম'এর কাজ। বাঙালি রাধাকৃষ্ণ, রায়, জয় মা, ওঁ শক্তির দই কাতলা, চিংড়ি ভাপা, রুই কালিয়া, মশলা চিকেন, মোমো, চাউমিন- সবেই এই বঙ্গ অঙ্গের জয়জয়কার। যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা একসময়ে এদিকেরই বাসিন্দা ছিলেন। এমন বাঙালিও আছেন যাঁরা তিন পুরুষ ধরে সমুদ্রের নোনা জলে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছেন।

এখানেই শেষ নয়। আইটি'র সিংহভাগ মানুষের কথা তো বলাই হয়নি। সবেতেই উত্তরবঙ্গ বা শিলিগুড়িবাসীর সংখ্যাও প্রচুর। কেউ আবার কাজ করছেন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, নামকরা চিকিৎসাকেন্দ্রে। কিন্তু সব থাকলেও আলোর পাশে কালোও আছে। আছে কঠিন, রুক্ষ বাস্তব। তিরিশ তলা বিল্ডিং-এর অচল লিফটে দমবন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো টার্গেট, ঘোড়দৌড়, অসৎ প্রস্তাব, আত্মহত্যা, মানসিক বিপর্যয়। তবুও এখানকার ঝলমলে পৃথিবী চলতেই থাকে। কখনও আনন্দে, কখনও বিষাদে।

(লেখক বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, শিলিগুড়ির মেয়ে)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৯৭

পাশাপাশি : ১। অবিশ্বাস্য, যা সম্ভব নয় ৩। শোকের জন্য মনের কষ্ট ৫। কৌশলী বা ফন্দিবাজ ব্যক্তি ৬। আঁকা, কেচ্ছাও হতে পারে ৭। জনসাধারণের স্নানের জায়গা ৯। দিল্লির বিখ্যাত মিনার ১২। খানিকটা মানুষ খানিকটা পাখি ১৩। সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম

উপর-নীচ : ১। যার সম্বল বলতে প্রায় কিছুই নেই ২। কপাল বা ভাগ্য, কাজের দায়িত্ব ৩। কোনও বিষয় নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া ৪। যে ফুল জলে ফোটে ৫। প্রবাদে যাকে মারতে কামান দাগা হয় ৭। যে পরাজয় গলায় ঝোলে ৮। তাজমহলের সঙ্গে জড়িত ৯। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি ১০। একসঙ্গে অনেক জলযান ১১। সিনেমার মূল অভিনেত্রী।

সমাধান ■ ৩৭৯৬

পাশাপাশি : ১। নির্বাক ৪। ঠিকানা ৫। জাম ৭। কফিন ৮। নামঞ্জুর ৯। কারসাজি ১১। বাঞ্ছিত ১৩। রদ্দি ১৪। রবাব ১৫। লাচার।

উপর-নীচ : ১। নিন্দুক ২। কঠিন ৩। আনাগোনা ৬। মকর ৯। কামার ১০। জিয়ারত ১১। বাবলা ১২। তসর।

ভাইরাল

তিহারবাসী কেজরিওয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : ইডি হেপাজত থেকে এবার তিহার জেলে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সোমবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত তাঁকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ইডি'র আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু অভিযোগ করেন, তদন্তকারীদের একেবারেই সাহায্য করছেন না কেজরিওয়াল। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন। বাজেয়াপ্ত মোবাইল ও ল্যাপটপের পাসওয়ার্ডও দিচ্ছেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন আর তাঁকে হেপাজতে চায়নি ইডি। তবে তদন্তের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে কেজরিওয়ালকে ফের জেরা করার প্রয়োজন পড়বে বলে তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এরপরই আদালত তাকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত তিহার জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এসভি রাজু বলেন, 'কেজরিওয়াল জিজ্ঞাসাবাদের সময় মন্ত্রী অতিশী এবং সৌরভ ভরদ্বাজের নাম নিয়েছেন।' এই প্রথমবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় অতিশী-সৌরভের নাম সামনে এল। ইডির আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি বলেছেন যে, 'বিজয় নায়ার আমাকে নয়, অতিশী এবং সৌরভকে রিপোর্ট করতেন'।

তিহার জেলে থাকাকালীন অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনটি বই চেয়েছেন। এগুলি হল ভগবত গীতা, রামায়ণ এবং সাংবাদিক নীরজা চৌধুরীর লেখা 'হাউ প্রাইম মিনিস্টারস ডিসাইড'। এছাড়াও জেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো খাওয়া-দাওয়া, ওষুধ, তাবিজ-লকেট সঙ্গে রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর, তিহারের দু'নম্বর সেলে কেজরিওয়ালকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে একনম্বর সেলে রয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। এছাড়া ৭ এবং ৫ নম্বর সেলে রয়েছেন যথাক্রমে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন ও রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় সিং। অর্থাৎ, কেজরিওয়ালকে নিয়ে তিহারে বন্দি আপ নেতার সংখ্যা ৪-এ পৌঁছোল। এদিন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে ফের সরব হয়েছেন তাঁর স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল। রবিবার দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের লোকতন্ত্র বাঁচাও সমাবেশে আপের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি।

সোমবার আদালত কেজরিওয়ালের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ জারি করার পর সুনিতা বলেন, 'কেন তাঁকে জেলে পাঠানো হল? দেশবাসী এই স্বৈরাতন্ত্রের জবাব দেবে।' এদিকে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর আপের অন্দরের টানাপোড়েনকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। ইডির তরফে কেজরিওয়াল অতিশী ও সৌরভ ভরদ্বাজের নাম নিয়েছেন বলে জানানোর পর বিজেপির মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, 'জানা যাচ্ছে যে, কেজরিওয়াল নাকি বলেছেন, আবগারি দুর্নীতি মামলায় প্রধান অভিযুক্ত বিজয় নায়ার অতিশী ও সৌরভের কাছে রিপোর্ট করতেন। দিল্লি সরকারের আবগারি নীতির ফাঁকগুলি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এখন দেখার কেজরিওয়াল পদত্যাগ করবেন নাকি নতুন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সূচক হবেন।'

তথ্য তালাশ

- প্রথমবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় উঠল অতিশী, সৌরভের নাম
- তিহারের দু'নম্বর সেলে কেজরিওয়ালকে রাখার ব্যবস্থা
- জেলে থাকাকালীন তিনটি বই চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী
- তদন্তে সাহায্য না করার অভিযোগ ইডির
- কেজরিওয়ালকে ফের জেরা করা হতে পারে

তিহারের রোজনামচা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : জেলে গেলেও ইস্তফা না দেওয়ায় কেজরিওয়াল এখনও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে হাজতবাসকালে তিহারের অন্যান্য বন্দিদের চেয়ে খুব বেশি বাড়তি সুবিধা পাবেন না তিনি। জেল সূত্রে খবর, বাকি বন্দিদের মতোই ভোর সাড়ে ৬টায় উঠে পড়তে হবে কেজরিওয়ালকে। প্রাতরাশে পাবেন চা ও পাউরুটি। এরপর স্নান সেরে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন তিনি। বেলা ১০-১১টার মধ্যে দেওয়া হবে দুপুরের খাবার। সেখানে থাকবে ভাত বা ৫টি রুটি। সঙ্গে একটি তরকারি এবং ডাল। খাবার খেয়ে আবার সেলে ফিরে যাবেন কেজরিওয়াল। সেখানে দুপুর ৩টে পর্যন্ত থাকবেন। তারপর তাঁকে চা-বিস্কুট দেওয়া হবে। ৪টের সময় আরও একদফা আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি।

বিকেল সাড়ে ৫টায় রাতের খাবার খেয়ে নিতে হবে। দুপুর ও রাতের খাবারের তালিকা একই থাকবে। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের সেলে ফিরে যেতে হবে। তবে তাঁর সেলে টিভির ব্যবস্থা থাকবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। পড়ার জন্য ৩টি বই চেয়েছেন কেজরিওয়াল। সেগুলি হল গীতা, রামায়ণ এবং সাংবাদিক নীরজা চৌধুরীর লেখা 'হাউ প্রাইম মিনিস্টারস ডিসাইড'।

কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে চাপ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : 'সমান স্তরে খেলা হোক।' দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে পৌঁছে দাবি জানাল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় এজেন্সির বাড়বাড়ন্ত, তেমনি লোকসভা নির্বাচনের মুখে আর্থিক দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকার অভিযোগে যেভাবে ইডি গ্রেপ্তার করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। এই আবহে সোমবার নয়াদিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে দরবার করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হল, লোকসভা ভোটের আর মাত্র ৬২ দিন বাকি। আর এই ভোট পর্ব না মেটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে থেমে থাকার নির্দেশ দিক দেশের ভোট নিয়ামক সংস্থা নির্বাচন কমিশন।

তৃণমূলের দাবি 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বা সমান স্তরে খেলা। যদিও সূত্রের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের লিখিত প্রস্তাব হাতে পেয়ে কমিশন এই মর্মে কোনও আশ্বাস দেয়নি।

ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, সাকেত গোখলে এবং সাগরিকা ঘোষ সহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে বিজেপি কর্তৃক কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহারের অভিযোগে স্মারকলিপি জমা দেয়।

লোকসভা নির্বাচনের ময়দানের সমান স্তরে খেলার ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে ইডি, সিবিআই, আইটি বিভাগ এবং এনআই-এর ওপর নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'খেলা হোক কিন্তু সমান স্তরে।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে কিন্তু ভোটারদেরও তো বুঝতে হবে যে কমিশন নিরপেক্ষ রয়েছে।' নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় ভোটের প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা উচিত নয়। এছাড়াও বিজেপির ধর্মের ভিত্তিতে ভোট চাওয়ার অভিযোগও তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনে। তৃণমূলের অভিযোগ, দুর্নীতির পাহাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজেপি যার উদাহরণ হল পিএম কেয়ার ফান্ড। নির্বাচনবিধি জারি থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষ্ণনগরের প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন করে বাজেয়াপ্ত টাকা গরিব মানুষের মধ্যে দান করার কথা বলেছেন যার বিরুদ্ধে এদিন অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়েও নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল এবং দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন যে পদক্ষেপ করেছে তা যথেষ্ট নয় বলেও দাবি তৃণমূলের।

কমিশনের কাছে নতুন দাবি

রবিবার কেজরিওয়াল এবং হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের সভা থেকেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সোচ্চার হয়েছে ২৭টি বিজেপি বিরোধী দল।

এদিকে তৃণমূলের তরুণ নেতা তথা তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি।

টুকরো খবর

রাহুলের বিরুদ্ধে কমিশনে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : রামলীলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ম্যাচ ফিক্সার বলে কটাক্ষ করে চ্যালেঞ্জ ঠুকেছেন রাহুল গান্ধি। রবিবার রাহুল বলেছিলেন, 'নির্বাচনে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের চেষ্টা করছেন নরেন্দ্র মোদি।' এদিন রাহুলের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সোমবার নির্বাচন কমিশনে হাজির হলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ও অন্যান্যরা। পুরী জানিয়েছেন, রাহুল ঘোরতর আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্য শুধু আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে না, নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই রাহুলের বিরুদ্ধে কঠোরতম সাজা ঘোষণা করুক কমিশন।

মার্চে জিএসটি আদায় ১.৭৮ লক্ষ কোটি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : চলতি বছরের মার্চে ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকার জিএসটি আদায় হয়েছে। যা জিএসটির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০২৩-এর এপ্রিলে ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকার জিএসটি আদায় হয়েছিল। যা সর্বকালীন রেকর্ড।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, মার্চে সিজিএসটি বাবদ ৩৪.৫৩২ কোটি, এসজিএসটি বাবদ ৪৩.৭৪৬ কোটি এবং আইজিএসটি বাবদ ৮৭,৯৪৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। সেস বাবদ আদায় হয়েছে ১২,২৫৯ কোটি টাকা। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে মোট জিএসটি আদায়ের অঙ্ক ২০.১৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। যা ২০২২-২৩-এর তুলনায় ১১.৭ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে গড়ে প্রতি মাসে ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকার জিএসটি আদায় হয়েছে।

স্বস্তি সস্ত্রীক ইমরানের

ইসলামাবাদ, ১ এপ্রিল : আপাতত কিছুটা স্বস্তি। তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির ১৪ বছরের সাজা সোমবার স্থগিত করল ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। তাঁদের জামিনও মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ইমরানকে জেলেই থাকতে হবে।

রেকর্ড শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ১ এপ্রিল : ফের নয়া নজির গড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সোমবার সেনসেক্স ৭৪২৫৪.৬২ এবং নিফটি ২২৫২৯.৯৫ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বকালীন উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়েছে। সোমবার দিনের শুরু থেকেই উর্ধ্বমুখী ছিল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সর্বকালীন উচ্চতার রেকর্ড গড়ার পর মুনাফা তোলার হিড়িকে সামান্য নীচে নেমে সেনসেক্স ৭৪০১৪.৫৫ এবং নিফটি ২২৪৬২.০০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। দুই সূচকের উত্থান হয়েছে যথাক্রমে ৩৬৩.২০ এবং ১৩৫.১০ পয়েন্ট।

নেহরুদের ভূমিকায় প্রশ্ন জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : আসন্ন ভোটে ডিএমকে-কংগ্রেসশাসিত তামিলনাড়ুকে পাখির চোখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ৪৮ ঘণ্টায় তাঁর একের পর এক বিবৃতি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। মোদির কথার রেশ ধরে কংগ্রেসের দুই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

তথ্যের অধিকার আইনে করা একটি আবেদনের উল্লেখ করে রবিবার প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, তামিলনাড়ুর বাসিন্দাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে সাতের দশকে কাচ্চাথিভু এলাকাটি শ্রীলঙ্কার হাতে তুলে দিয়েছিল তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার। তখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল ডিএমকে। কংগ্রেস ও ডিএমকে দু'দলই দেশের কথা না ভেবে কাচ্চাথিভুর দাবি ছেড়ে দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'কংগ্রেস ও ডিএমকে একই পরিবারের সদস্য। ওরা তামিলনাড়ুর স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছুই করেনি। ওরা শুধু নিজেদের ছেলেমেয়েদের উন্নতির কথা ভাবে। আর কারও কথা চিন্তা করে না। কাচ্চাথিভু নিয়ে ওদের উদাসীনতা আমাদের গরিব মৎস্যজীবীদের ক্ষতি করেছে।' জয়শংকর বলেন, '১৯৬১-তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এক পর্যবেক্ষণে লিখেছিলেন, আমি এই দ্বীপটিকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছি না। এর দাবি ছাড়তে আমি দ্বিধা করব না। অর্থাৎ, নেহরুর কাছে এটি একটি ছোট গুরুত্বহীন দ্বীপ ছিল মাত্র।... ইন্দিরা গান্ধিও একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। তিনি এআইসিসির সভায় মন্তব্য করেছিলেন, এটি একটি ছোট পাথর।' গত ২০ বছরে শ্রীলঙ্কার নৌসেনা কাচ্চাথিভুর আশপাশে মাছ ধরতে যাওয়া ৬,১৮৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ করেন বিদেশমন্ত্রী।

জবাবে প্রবীণ নেতা পি চিদম্বরম বলেন, 'এটা সত্যি যে আমাদের জেলেদের আটক করা হয়েছে। একইভাবে ভারত শ্রীলঙ্কার অনেক জেলেকে আটক করেছে। বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন কি এটা ঘটেনি? মোদি জমানায় কি জেলেদের আটক করা হয়নি?' ডিএমকে নেতা তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেন, 'রাজ্যবাসী ওদের (বিজেপি) ৩টি প্রশ্ন করছে। ১০ বছর ঘুমোনোর পর লোকসভা ভোটের ঠিক আগেই কেন কাচ্চাথিভু ইস্যুতে সরব হয়েছে? তামিলনাড়ু যদি কর বাবদ ১ টাকা দেয় তাহলে রাজ্যে কেন মাত্র ২৯ পয়সা ফেরত আসে? ২টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর কেন্দ্রের তরফে কেন ত্রাণ বাবদ ১ টাকাও দেওয়া হয়নি?'

"১৯৬১-তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এক পর্যবেক্ষণে লিখেছিলেন, আমি এই দ্বীপটিকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছি না। এর দাবি ছাড়তে আমি দ্বিধা করব না।"

এস জয়শংকর

"এটা সত্যি আমাদের জেলেদের আটক করা হয়েছে। বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন কি এটা ঘটেনি? মোদি জমানায় কি জেলেদের আটক করা হয়নি?"

পি চিদম্বরম

কাচ্চাথিভু

দিল্লিতে ফের বৈঠক ইন্ডিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : রবিবার রামলীলা ময়দানে বিজেপিবিরোধী ২৭টি দলের সমাবেশ এবং সৌহার্দ্য নতুন করে অক্সিজেন জুগিয়েছে ইন্ডিয়া জোটে। যার ফলস্বরূপ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজধানীতে বিরোধী জোটের যৌথ রাজনৈতিক অধিবেশন হতে চলেছে বলে সূত্রের দাবি। দিল্লির রামলীলা ময়দান যা বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এমনকি দুর্নীতির অভিযোগে জেলে থাকা মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালেরও রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু হয়েছিল এই রামলীলা ময়দান থেকেই। সেই রামলীলা ময়দানে এজেন্সির হাতে গ্রেপ্তার এক মুখ্যমন্ত্রী এবং এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে যেভাবে জনসমাগম হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে, তাতেই নতুন করে উৎসাহিত ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। সূত্রের খবর, নতুন করে আর কোনও র‍্যালি হবে না তবে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আবার রাজধানীতে মিলিত হতে চলেছে ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব। যে সমস্ত রাজ্যে এখনও জোট হয়নি ভোট পরবর্তী জোট সেই সমস্ত রাজ্যে কোন ফর্মুলা মেনে হবে তা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা বিরোধী জোটের নেতৃত্বদের মধ্যে বলে জানা গিয়েছে।

ভোটের মুখে দীর্ঘতম তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের মুখে রীতিমতো আতঙ্কের কথা শোনাল দিল্লির আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। তারা জানিয়েছে, দীর্ঘতম তাপপ্রবাহের মরশুম আসতে চলেছে মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। এপ্রিল থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে তাপপ্রবাহ শুরু হয়ে যাবে যা জুন মাস পর্যন্ত চলতে পারে। তাপপ্রবাহ শুরু হলে তা ১০-২০ দিন ধরে চলবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আইএমডি'র প্রধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, এপ্রিল থেকে জুন অবধি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক ছাড়াও উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপে দিনের বেলা তাপমাত্রা উঁচু তারে বাঁধা থাকবে।

চলতি এপ্রিল মাসে তাপপ্রবাহের পাশাপাশি অনাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। বর্ষাকাল আসার আগে যে বৃষ্টি হয়, সেটা এপ্রিল মাসে হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

আবহাওয়ার কেন এমন বিরূপ মতিগতি তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মহাপাত্র বলেন, 'এর জন্য কোনও একটা কারণকে দায়ী করা যাবে না। তবে এল নিনোর বছরগুলোতে তাপপ্রবাহের সংখ্যা ও তীব্রতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে।'

গাজায় যুদ্ধবিরতির ডাক পোপের

ভ্যাটিকান সিটি, ১ এপ্রিল : গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির ডাক দিলেন পোপ ফ্রান্সিস। সেন্ট পিটার স্কোয়ারে ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে ভাষণে হামাসের হাতে বন্দি থাকা ইজরায়েল সব নাগরিককে মুক্তি দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে ত্রাণ সরবরাহেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

পোপের কথা, সাধারণ মানুষ এখন ধৈর্যের সীমায় এসে পৌঁছেছেন। শিশুদের দুরবস্থায় তিনি ব্যথিত। তারা হাসতে ভুলে গিয়েছে। তাদের চোখে জিজ্ঞাসা, কেন এত মৃত্যু, সর্বনাশ? পোপ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সব বন্দির বিনিময় প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধ মানেই অযৌক্তিকতা। ইউরোপের এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ ২০২২-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে চলছে। তিনি মানব পাচারের নিন্দা করেছেন। হিংসা, ক্ষুধা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

একদল হস্তীরাজ... সোমবার গুয়াহাটির কাছে ঠাকুরকুচি গ্রামে। -এএফপি

ভোটের আগে আয়কর চাপ নয় কংগ্রেসকে

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের আগে বকেয়া ৩,৫৬৭ কোটি টাকা কর আদায়ের জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে না আয়কর বিভাগ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র।

ক্ষমতায় থাকার সুযোগে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি তাদের চাপে রাখার চেষ্টা করছে বলে বারবার অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দল যাতে লোকসভা ভোটে পূর্ণশক্তিতে প্রচার চালাতে না পারে সেজন্য বকেয়া আয়কর ও তার সুদ বাবদ তাদের কাছ থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি চেয়েছে আয়কর দপ্তর। এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কংগ্রেস। এদিন সেই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিভি নাগারত্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চকে দলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'আমরা কোনও লাভজনক সংস্থা নই। কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দল।' কেন্দ্র দলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ১৩৫ কোটি টাকা আদায় করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সরকারি আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল মেহতা পালটা জানান, '২০২৪-এ ওদের (কংগ্রেস) ২০ শতাংশ হারে আয়কর মেটানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ১৩৫ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়। সেই পদক্ষেপের পর আরও ১,৭০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচন এসে যাওয়ায় আমাদের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না।' ভোটের পর আয়কর বিভাগ যে ফের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবে মেহতার কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। আদালত যখন জিজ্ঞাসা করে, কেন্দ্র কংগ্রেসের কাছ থেকে বকেয়া কর আদায়ের বিষয়টি স্থগিত রাখছে কিনা, তখন সলিসিটর জেনারেল বলেন, 'না, আমরা শুধু বলছি নির্বাচন পর্যন্ত পদক্ষেপ করা হবে না।'

সুপ্রিম কোর্টে আশ্বাস কেন্দ্রের

অরুণাচলের ৩০ জায়গার নাম বদল চিনের, নিন্দা ভারতের

নয়াদিল্লি ও আহমেদাবাদ, ১ এপ্রিল : চিন আগেও করেছিল। ফের করল। অরুণাচলপ্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলার পরেও, ওই প্রদেশের ৩০টি জায়গার নাম বদলে দিল চিন। চিনের এই পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করে সোমবার কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর।

চিনের শি জিনপিং সরকার অরুণাচলপ্রদেশকে তিব্বতের সম্প্রসারিত অংশ বলে মনে করে। অরুণাচলের চিনা নামকরণ করা হয়েছে জাংনান। এই নামে এই অঞ্চলকে অভিহীত করে সেখানকার ৩০টি জায়গার চিনা নাম দিয়ে সেদেশের অসামরিকমন্ত্রক চতুর্থ তালিকা প্রকাশ করেছে। বেজিং যে সমস্ত জায়গার নতুন নাম দিয়েছে তাদের মধ্যে ১১টি আবাসিক এলাকা, ১২টি পর্বত, চারটি নদী, একটি হ্রদ, একটি গিরিপথ এবং একটি খালি জমি আছে।

বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর এদিন সুরাটে সংবাদমাধ্যমকে সাফ বলেছেন, 'আমি যদি তোমার বাড়ির নাম বদলে দিই, সেটা কি আমার হয়ে যাবে? অরুণাচলপ্রদেশ ভারতের রাজ্য ছিল, আছে ও থাকবে। নাম পরিবর্তনের কোনও প্রভাব নেই। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারতীয় সেনা মোতায়েন রয়েছে।'

অরুনাচলপ্রদেশে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীরা সফরে গেলে চিন বরাবর আপত্তি তুলেছে। সম্প্রতি অরুণাচল সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি সেখানে ১৩ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত সেলা টানেলটি জাতির উদ্দেশে সমর্পণ করেন। চিন তখন কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। চিনের অসামরিকমন্ত্রকের তালিকা অনুযায়ী, ২০১৭ সালে চিন জাংনানের (অরুণাচলের) ছ'টি জায়গার নাম বদলায়। ২০২১ সালে ১৫টি জায়গার, ২০২৩ সালে ১১টি জায়গার নাম পরিবর্তিত করেছে চিন।

জ্ঞানবাপীতে পুজো চলবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : জ্ঞানবাপীর ভিতরে ব্যাস তহখানায় পূজাপাঠ চলবে। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধেও শীর্ষ আদালতে যায় মুসলিমরা। সোমবার মুসলিমপক্ষের আবেদন খারিজ করে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রদের নির্দেশ, 'হিন্দুরা যেমন পুজো করতে পারবেন, তেমনই মুসলিমরা নমাজ পড়তে পারবেন। যে স্থিতাবস্থা বজায় আছে, তা যেন কোনওভাবেই শীর্ষ আদালতের অনুমতি ছাড়া ভাঙা না হয়।'

বেঞ্চ বলেছে, যে তহখানায় পুজো হয় এবং যেখানে মুসলিমরা নমাজ পড়েন, দুটো আলাদা জায়গা। দক্ষিণদিক থেকে হিন্দুরা ঢুকতে পারবেন তহখানায় এবং নমাজ পড়ার জন্য মুসলিমরা উত্তরদিক দিয়ে ঢুকবেন। দক্ষিণদিকে পুজোপাঠ হলে উত্তরের দিকের মুসলিমদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন যেন না হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী জুলাই মাসে হবে।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা দরগায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'তেও বাধা দিল না সুপ্রিম কোর্ট। মুসলিমপক্ষের তরফে এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, সোমবার শীর্ষ আদালত তা খারিজ করে জানিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই ওই বিতর্কিত কাঠামোর 'চরিত্র' বদলের চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না।

বিজ্ঞাপনে অসম্মান কমিশনে মহিলা সংগঠন

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : বিজেপির একটি নির্বাচনি ভিডিও বিজ্ঞাপন ঘিরে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। পাত্রী দেখতে আসার প্রেক্ষাপটে তৈরি বিজ্ঞাপনটি। পাত্র হিসেবে যাঁকে দেখানো হয়েছে তাঁকে রাহুল গান্ধি বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। পাত্রপক্ষের ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধি। পাত্র ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ঝগড়া শোনা গিয়েছে ভিডিওতে। বলা হয়েছে, যাঁরা পাত্র ঠিক করতে পারেন না, তাঁরা দেশ চালাবেন কী করে? জোটকে আক্রমণ করতে গিয়ে মহিলার সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে বলে দাবি। চারটি মহিলা সংগঠন বিজ্ঞাপনটি তুলে নেওয়ার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল। বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহারের সঙ্গে বিজেপিকে ক্ষমা চাওয়ারও দাবি জানিয়েছে তারা।

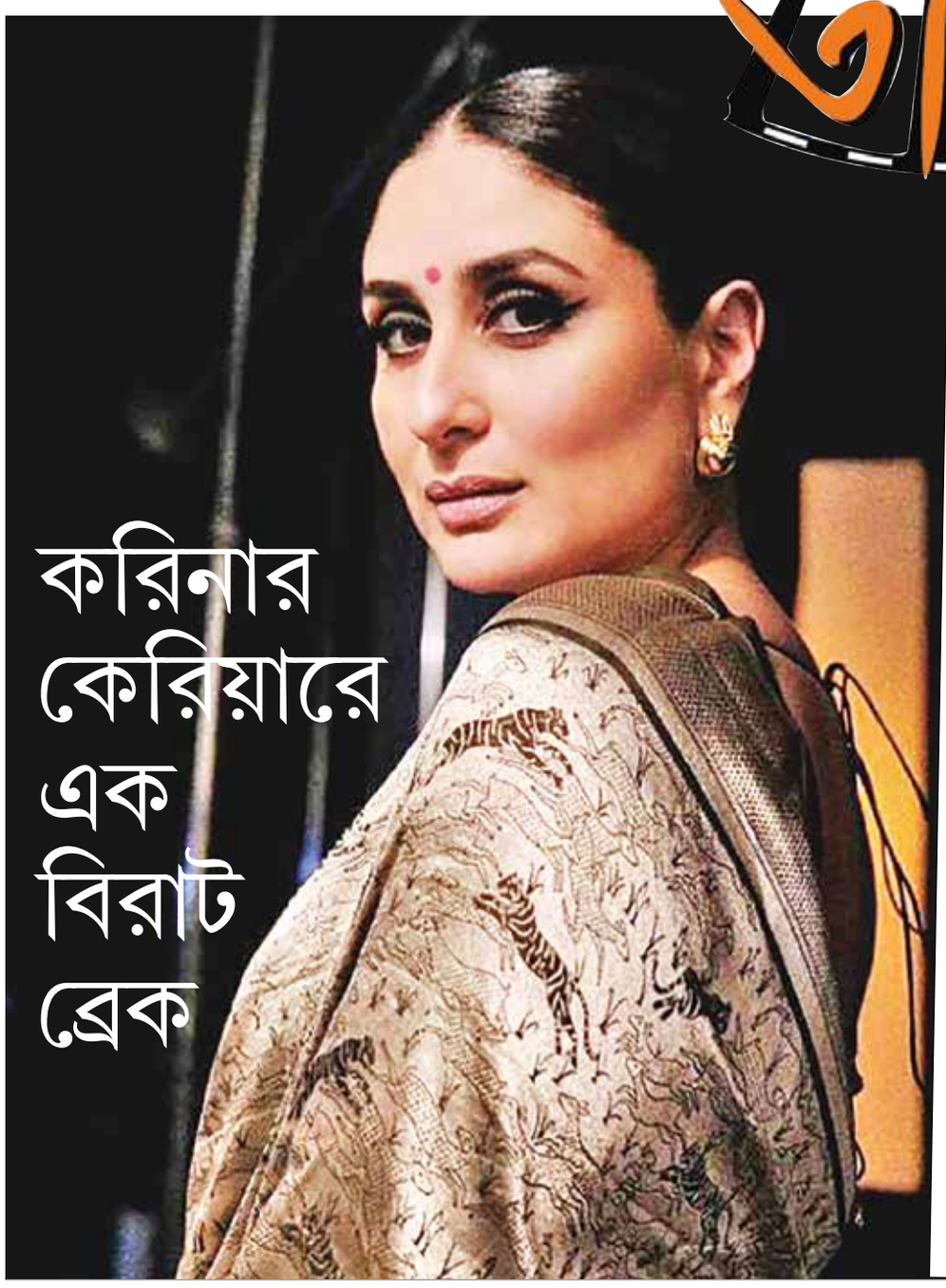

তারাদের কথা

করিনার কেরিয়ারে এক বিরাট ব্রেক

করিনা কাপুর এখন একেবারে ক্লাউড নাইনে হাঁটছেন। তাঁর ক্রু ছবিটা সুপারহিট। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, কেরিয়ারের প্রথম দক্ষিণী ছবিতেও পা রাখতে চলেছেন করিনা। তাও আবার এক মেগাস্টারের সঙ্গে। গীতু মোহনদাস পরিচালিত টক্সিক ছবিটা আসবে সামনের বছর এপ্রিল মাসে। তবে এ বছরের এপ্রিল থেকে তাকে নিয়ে চর্চা একেবারে চরমে পৌঁছেছে। কারণ সেই ছবির কেন্দ্রে আছেন মেগাস্টার যশ। গোয়ার তটবর্তী অঞ্চল থেকে ড্রাগ ব্যবসা শুরু করে ড্রাগ দুনিয়ার বাদশাকে দেখানো হবে এই ছবিতে। শোনা যাচ্ছে, এই ছবিতে তিনজন নারী থাকবেন। তাঁরা সকলেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবেন।

এই তিনজনের মধ্যে একজন নারী নাকি করিনা কাপুর। যশের বোনের চরিত্রে থাকবেন বলে শোনা যাচ্ছে। করিনা স্ক্রিপ্ট শুনে বেশ উত্তেজিত। গীতু মোহনদাসের সঙ্গে তাঁর কথাও নাকি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তবে করিনা এ ব্যাপারে এখনও কিছু জানাননি।

দ্বিতীয় নারী কিয়ারা আদবানি। এখনও অবধি সে ব্যাপারেও নির্মাতারা কিছুই জানাননি। তবে ছবির অন্দরমহল থেকে কিয়ারার নামটা সামনে এসেছে। যদিও তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। আর তৃতীয় চরিত্রে কি শ্রুতি হাসান? আপাতত এটাই জোর গুজব। কারণ এ ছবির টাইটেল ট্র্যাকটা শ্রুতির গাওয়া। তাই অভিনয়েও যে তিনিই আসতে পারেন, সে নিয়ে বিস্তর কানাকানি চলছে।

অবশ্য নির্মাতারা এখন পুরোদস্তুর প্রি প্রোডাকশনের কাজে ব্যস্ত। রেইকি চলছে। স্ক্রিপ্টের কাজ শেষ পর্যায়ে। তার পরেই শিল্পী তালিকা চূড়ান্ত হবে বলে জানা যাচ্ছে।

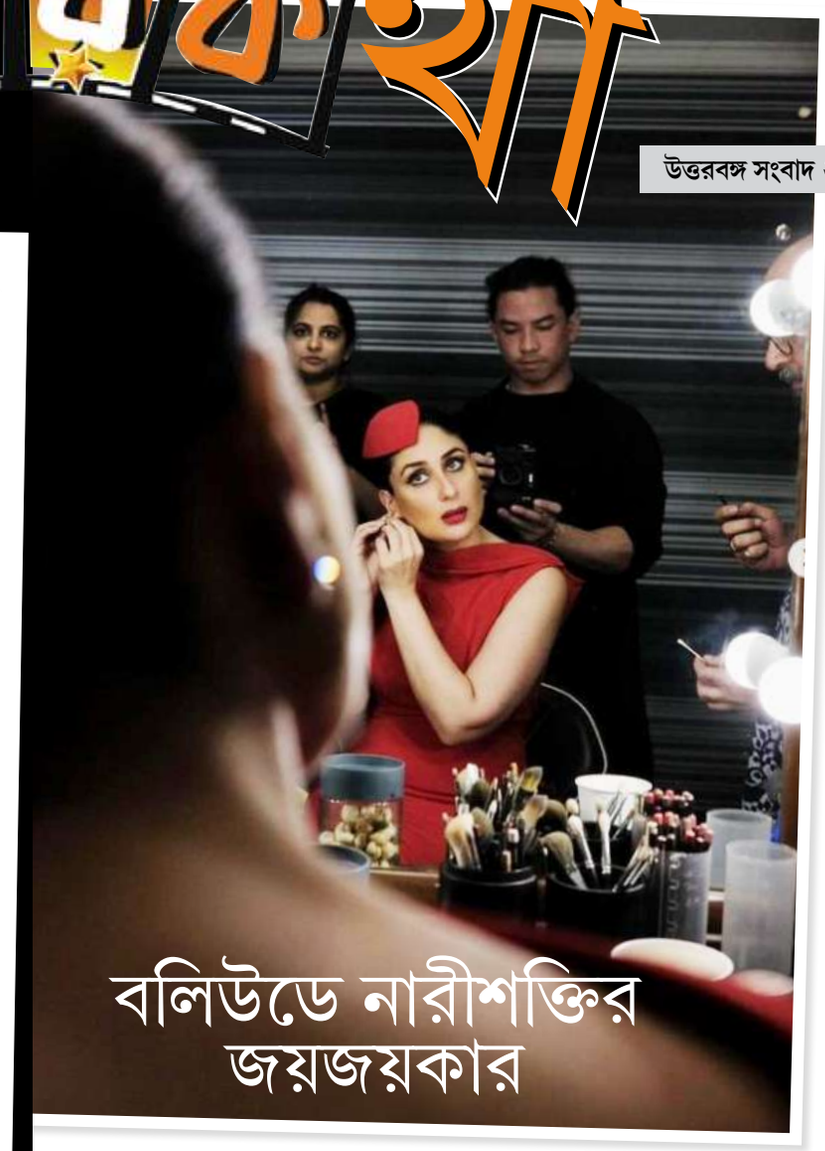

বলিউডে নারীশক্তির জয়জয়কার

মাত্র তিনদিনেই তিন মহিলার ছবি তিন লাফে বিশ্বসেরার দৌড়ে পৌঁছে গেল। ভাবতে পারেন কাণ্ডটা! করিনা কাপুর অবশ্য নারীশক্তির একটা জবরদস্ত ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃতি শ্যানন আর তাব্বু একেবারেই মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। তা বলে রাজেশ কৃষ্ণন পরিচালিত ক্রু ছবিটা সত্যিই যে এমন উড়ে যাবে, তা কেউ ভাবতেই পারেননি। ছবির বাজেট ৬০ কোটি টাকা। আর এর মধ্যে ৬৩ কোটি টাকার ওপরে আয় হয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে ক্রু সত্যিই উড়ে বেড়াচ্ছে।

অনিল কাপুর, একতা কাপুর, রিয়া কাপুর, শোভা কাপুর-- মানে সমস্ত কাপুর মিলে যে ছবির প্রযোজনা করেছেন, তার মুখ্য ভূমিকাতেও সেই কাপুর। করিনা কাপুর। দীর্ঘদিন বাদে ছবিতে ফিরলেন তিনি। আর ফিরেই একেবারে মোক্ষম রেজাল্ট।

এদিন বালাজি মোশন পিকচার্সের তরফে লেখা হয়, 'আমাদের ক্রুতে যোগ দিন সোমবারের ব্যস্ততা কাটাতে। আজই টিকিট বুক করে উড়ে যান আমাদের সঙ্গে।' আর সেই পোস্টেই উল্লেখ ছিল যে প্রথম তিনদিনে এই ছবিটি ৬২.৫৩ কোটি টাকা আয় করেছে।

এ বছর এই প্রথম মহিলা অধ্যুষিত ছবি এল। প্রতি বছর যে এরকম ছবি সংখ্যায় খুব বেশি আসে, এমনটাও নয়। তবে এ বছর যতগুলো ছবি এখনও অবধি মুক্তি পেয়েছে, জনপ্রিয়তার নিরিখে তিন নম্বর জায়গায় আছে করিনাদের এই ছবিটা। ছবি দেখে দুর্দান্ত প্রশংসা করেছেন করণ জোহার। তিনি লিখেছেন, 'এই ছবিটা এত মজার হবে, ভাবতেই পারিনি। মেয়েরা করে দেখিয়েছে। পাওয়ার হাউস এবং আমার মিথুন সোল মেট একতা কাপুরকে ধন্যবাদ। আগাগোড়াই ফ্যাশনেবল প্রযোজক রিয়া কাপুর, চিরকালের প্রতিভাবান তাব্বু... সর্বদা দুর্দান্ত এবং সুপার গর্জিয়াস কৃতি শ্যানন এবং সবশেষে আমার পু সব সময়ের জন্য সেরা। তুমি আমার সুপারস্টার বেবো'।

একনজরে সেরা ৫

শঙ্করা

আইনজীবী সি শঙ্করন নায়ারের জীবনচিত্রের নাম 'শঙ্করা'। ছবিতে আছেন অক্ষয় কুমার, আর মাধবন , অনন্যা পাণ্ডে। নায়ার, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে জেনারেল মাইকেল ও ডায়ারের ভূমিকা প্রমাণ করেছিলেন। ছবির ভিত্তি, নায়ারের প্রপৌত্র ও তাঁর স্ত্রী রঘু ও পুষ্পা পালটের দ্য কেস দ্যাট সুক দ্য এম্পায়ার বইটি।

আহত

অরিন্দম শীলের একটি খুনির সন্ধানে-র শুটিংয়ে নায়িকা কোয়েল মল্লিকের ডান হাতে চোট লাগে। অ্যাকশন দৃশ্যে সহ অভিনেতার লাথি সোজা তাঁর হাতে এসে পড়ে। এক্স রে করার পর দেখা যায়, আলনা বোনে ফ্র্যাকচার হয়েছে। প্লাস্টার করার পর এখন তিনি বিশ্রামে। শুটিং বন্ধ।

স্বীকার

মেয়ে জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডের নাতি শিখর পাহাড়িয়ার প্রেম মেনে নিয়ে বনি কাপুর বলেছেন, শিখরকে ভালোবাসি। জাহ্নবী যখন তাকে চিনতও না, তখন থেকে সে আমার বন্ধু। জাহ্নবীকে সে কখনও ছেড়ে যাবে না। ওর মতো একজন মানুষকে সঙ্গে পাওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

একসঙ্গে

রণবীর কাপুর ও রশ্মিকা মানডানা একটি নরম পানীয়ের বিজ্ঞাপন করেছেন। তাঁর ছবি বাইরে এসে গিয়েছে। অ্যানিম্যাল-এর রণবিজয় ও গীতাঞ্জলিকে আবার দেখে অনুরাগীরা মোহিত। নেটে তার চিহ্ন দেখাও যাচ্ছে। পর্দায় দুজনের রসায়ন দেখার পর পানীয়র বিজ্ঞাপনেও তা দেখার জন্য সকলে উন্মুখ।

শোবাইট

সুজিত সরকার পরিচালিত ও অমিতাভ বচ্চন অভিনীত এই ছবি এক দশক পর মুক্তি পেতে চলেছে। তারিখ জানা যায়নি। হলিউডের এম নাইট শ্যামালনের 'লেবার অফ লাভ' অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি তাঁর অনুমতি পায়নি বলেই এতদিন মুক্তি পায়নি। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন ৬০ বছর বয়সী এক মানুষ।

অক্ষয়কে বোকা বানালেন টাইগার

অক্ষয় কুমারকে এপ্রিল ফুল করলেন টাইগার শ্রফ। এ বিষয়ে টাইগার একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, টাইগার ভালোমানুষের মতো একটি বোতল নাড়াচ্ছেন। সেখানে অক্ষয় হাজির হলে টাইগার তাঁকে বোতলটি খুলতে বললেন। অক্ষয় খুললেন এবং ভিতরের সোডা বাইরে এসে তাঁর চোখমুখ ভাসিয়ে দিল। টাইগার ভিডিওর ক্যাপশন করেছেন, 'এপ্রিল, বড়ে মিয়াঁ'।

এর আগে হোলিতেও মজা করার পরিকল্পনা করেছিলেন টাইগার। অক্ষয়ের দিকে রংভর্তি বালতি ছুড়বেন বলে তিনি তৈরি, এমন সময় অক্ষয়ও সেখানে একটি নারকেল নিয়ে অক্ষয়ের দিকে ছুঁড়বেন বলে প্রস্তুতি নিয়েই আসেন। সেই ভিডিও নেটমহলে দারুণ উপভোগ্য হয়। আপাতত দুই তারকা বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ নিয়ে ব্যস্ত। ছবিতে পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, মানুষি চিল্লার, আল্যায়া এফ, ক্যামেও চরিত্রে সোনাক্ষী সিনহা আছেন। পরিচালনায় আলি আব্বাস জাফর।

আদর্শ বাবার ভূমিকায় নিক

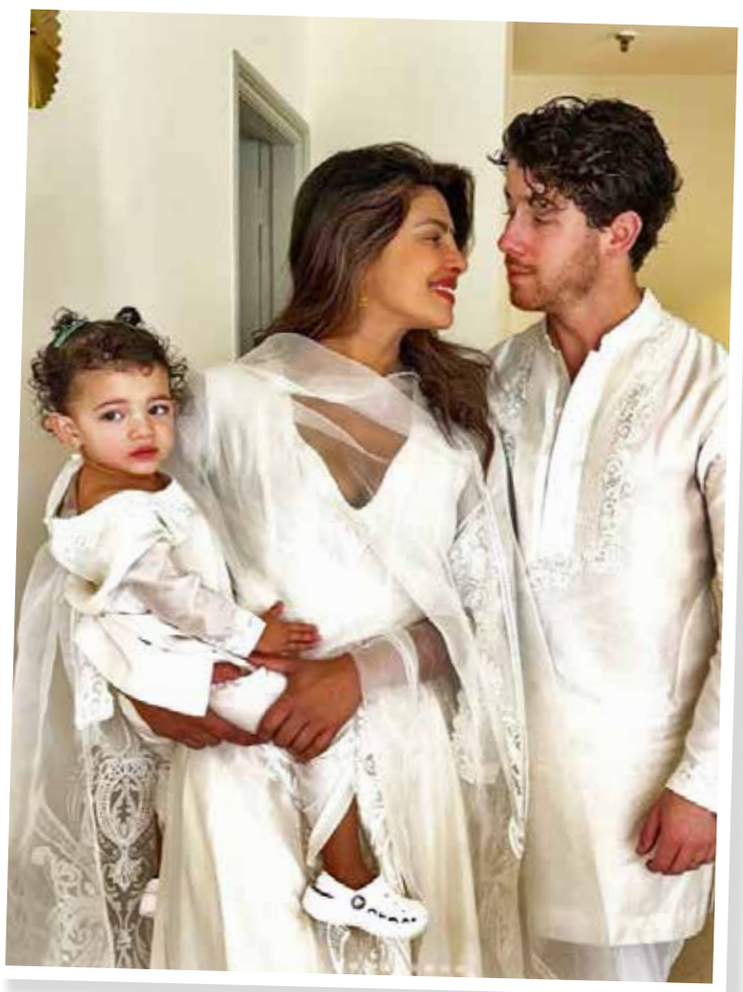

প্রিয়াঙ্কাকে পেয়ে ভক্তরা তো আনন্দে আটখানা। কোথায়? ফ্রান্স এয়ারপোর্টে। হোলির ছুটি কাটিয়ে ভারত থেকে আবার বিদায় নিলেন সপরিবার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। নিক জোনাস এই প্রথম ভারতে হোলি কাটালেন, সে কথা তো আগেই জেনেছি। এর মধ্যে তুতো বোনের জন্মদিন হল। তারপরে ইশা আম্বানির হোলির উৎসবে, রামমন্দিরেও দর্শন হল। কিছুই বাকি রাখলেন না জোনাস পরিবার। আর তারপর ফেরার মুখে অনুরাগীদের ক্যামেরার সামনে পোজও হল। তবে শুধুই প্রিয়াঙ্কা একা। নিক কোথায় গেলেন? না, নিককে তাঁর পাশে হাসিমুখে দাঁড়াতে দেখা যায়নি।

ফ্রান্সের সেই ছবি-শিকারীদের মাঝখানে একবুক উষ্ণতা নিয়ে হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন প্রিয়াঙ্কা। আর নিক তখন ছোট্ট মালতিকে কোলে নিয়ে সামলাচ্ছেন। প্রিয়াঙ্কার সেই ভক্ত তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, নিকের সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছে ছিল তাঁদের। কিন্তু মালতিকে সামলাতে মালতির বাবা তখন এতটাই বিভোর আর মগ্ন যে, তাঁকে বিরক্ত করা যায়নি। বরং দূর থেকে নিকের পিতৃধর্মের ছবিটা তুলে নিয়েছেন তাঁরা।

টাকায় পোষায়নি, রণবীরের পাশে নেই আলিয়া

আলিয়াকে যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। তাই রণবীরের পাশ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। নইলে রণবীর কাপুরের পাশের চেয়ারটায় এসে তাঁরই বসার কথা ছিল। তবে রণবীর যেখানে, সেখানে পারিশ্রমিকের জন্যে তাঁর মা নীতু কাপুরের আটকায়নি। ছেলের পাশে তিনি সবসময় আছেন। ফলে নীতু তাঁর সঙ্গেই ছিলেন সেদিন। কিন্তু ছিলেন না আলিয়া।

কপিল শর্মা শো-তে তাই আলিয়াকে বাদ দিয়ে রণবীর সহ কাপুর পরিবারকে নিয়ে শো চালালেন হোস্ট কপিল শর্মা। ছবিপিছু এখন যিনি ১০-১২ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। বলিউডের 'এ' লিস্টারদের মধ্যে যার নাম রয়েছে, সেই আলিয়া ভাট কপিল শর্মা শো-র জন্যে ঠিক কত টাকা চেয়েছিলেন, জানা যায় না। তবে শো-র তরফে সেটা তাঁকে দেওয়া যায়নি তখন। ফলে আলিয়াও আসেননি, তাঁকে বাদ দিয়েই রণবীরকে আসতে হয়।

অবশ্য আলিয়াকে একেবারেই বাদ দেওয়ার কথা ভাবেননি কপিল শর্মা। রণবীরের পরিবারের সঙ্গে তিনি আসতে না পারুন, তাঁকে আলাদা আনা যায় কিনা, শো-র তরফে সেই বিষয়টাও খেয়াল রাখা হচ্ছে। কপিল শর্মা তাঁকে আনতে চাইছেন। এখন সবটাই পারিশ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল।

মা হচ্ছেন আথিয়া

সুনীল শেট্টির কন্যা, কে এল রাহুলের স্ত্রী তারকা আথিয়া শেট্টি কি মা হচ্ছেন? বাবা সুনীল শেট্টির কথায় তারই আভাষ পাওয়া গেল। একটি নাচের রিয়ালিটি শো ডান্স দিওয়ানে-তে তিনি বিচারক। সেখানে সঞ্চালক ভারতী সিং মজা করেই তাঁকে কুল নানা বাব দাদু বলে সম্বোধিত করেন। তার উত্তরে সুনীল বলেন, হ্যাঁ, এর পরের বার যখন এখানে আসব, কুল নানা-র মতোই মঞ্চে হাঁটব।

এই কথার পরেই নেটমহলে আথিয়ার অন্তঃসত্ত্বা হওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। আথিয়া নিজে সোশ্যাল মাধ্যমে সক্রিয়, নিয়মিত ছবি, অন্য তথ্য শেয়ার করেন। তিনি অবশ্য এই নিয়ে কিছু বলেননি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ থেকে দুজন ডেটিং শুরু করেন। সবকিছু গোপনই ছিল। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁদের বিয়েটাও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

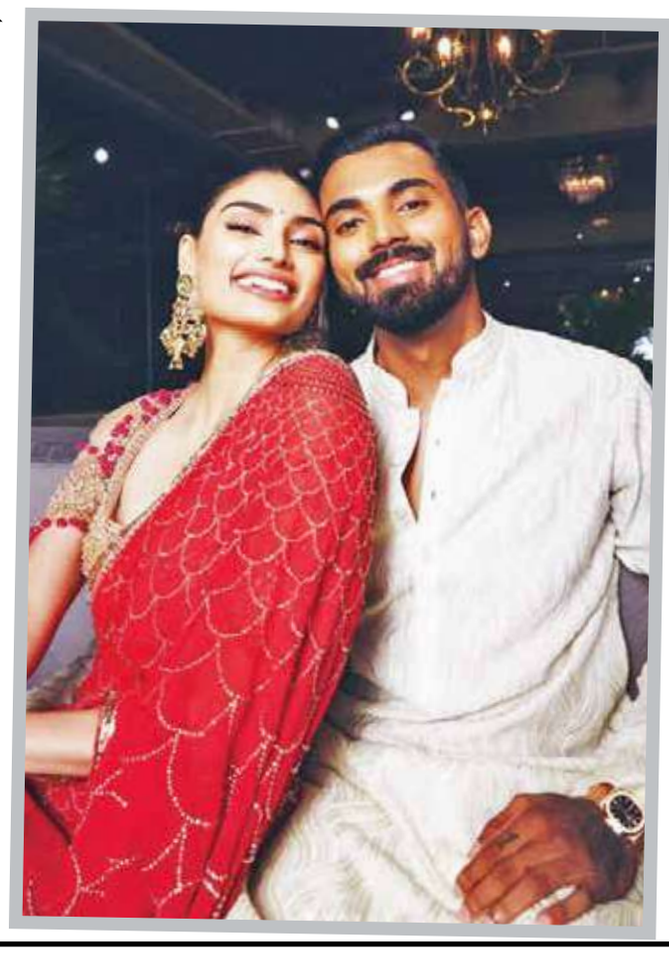

first লুক

লাভ, সেক্স অর ধোঁকা

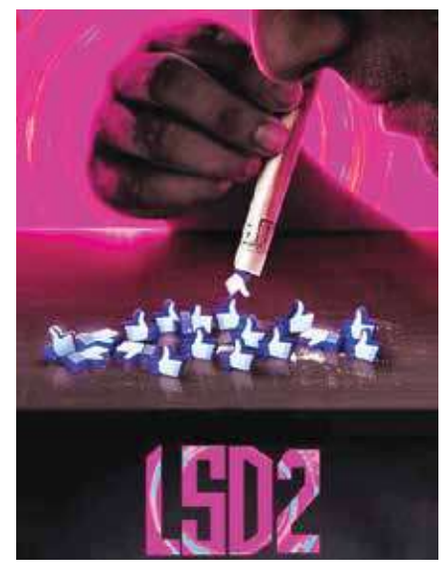

লাভ সেক্স অর ধোঁকা-র টিজার এল প্রকাশ্যে। ইন্টারনেটের যুগে প্রেম, সম্পর্ক এবং তার পরিণাম নিয়েই এই ছবি। তিনটি সমান্তরাল গল্প ছবিতে থাকবে। নির্মাতারা মনে করছেন, এই গল্প ও ছবির নির্মাণ দর্শকদের ছবি দেখতে বাধ্য করবে। প্রযোজক একতা কাপুর ও পরিচালক দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, এই ছবি দর্শক তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে দেখবেন। ছবির বিষয় শিহরণ জাগাবে। টিজার তাঁদের এই সাবধানবাণীকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। ছবির এবারের ভাগ আরও সাহসী। প্রসঙ্গত, ১৪ বছর আগে ২০১০ সালে লাভ, সেক্স অর ধোঁকা মুক্তি পেয়েছিল। তখনই ছবি উন্মাদনা জাগিয়েছিল। এতদিন পর আমাদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গিয়েছে। এবার লাভ সেক্স অর ধোঁকা ২ টেকনোলজি নির্ভর এই জীবনকে তুলে আনবে। ছবির মুক্তি ১৯ এপ্রিল।

অনশন ভাঙালেন অক্ষয়

জৈন সাধু হংসরত্ন সুরিশ্বরজির ১৮০ দিনের অনশন ভাঙালেন অক্ষয়কুমার। রবিবার মুম্বাইয়ে হংসরত্নজির হাতে প্রথম ভোগ অর্পণ করলেন অক্ষয়। হংসরত্নজি প্রথম সাধু, যিনি সাতবার এই অনশন রাখলেন। এই সময়ে তিনি শুধু জল পান করে জীবন ধারণ করেছেন। অক্ষয়ই তাঁকে প্রথমবার খাওয়ানোর সুযোগ পেলেন। দৃশ্যতই খুশি অভিনেতা। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, মহাবীর জৈন শান্তি অহিংসার জন্য ১৮০ দিন অনশন ব্রত পালন করেছিলন। অক্ষয় হংসরত্নজির অনুগামী।

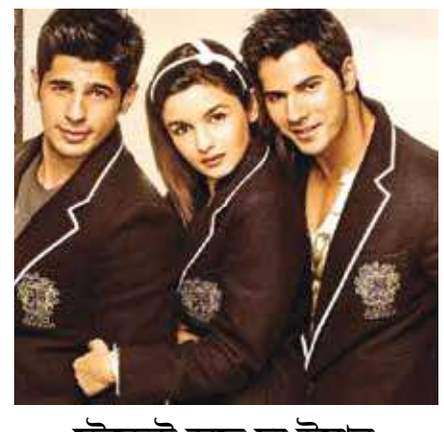

স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার, এবার সিরিজে

স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার ৩ এবার ওয়েব সিরিজের চোহারা পাচ্ছে। চণ্ডীগড়ে একটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবির প্রযোজক করণ জোহার এই তথ্য দিয়ে বলেছেন, সিরিজের পরিচালনা করবে রীমা মায়া। আমি এর মধ্যে নাক গলাব না। তাতে সমস্যা বাড়বে। ওর নামের মতোই সব মায়া-র মতো মনে হবে। আমি চাই ও ওর মতো করে এই সিরিজ বানাক। ২০২৩-এই শোনা গিয়েছিল এই সিরিজের কথা। এখানেই সঞ্জয় কাপুর ও মাহিপ কাপুরের মেয়ে সান্যা কাপুরের ডেবিউ করার কথা।

ডাবগ্রামের মাতৃসদনে নির্দিষ্ট ঘরের বাইরে জমছে চিকিৎসা বর্জ্য। সোমবার শান্তনু ভট্টাচার্যর তোলা ছবি।

প্রহরীহীন এটিএমে প্রশ্নে নিরাপত্তা

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : কখনও রাতে এটিএমের ভেতর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঢুকে কেউ ঝামেলা পাকাচ্ছে, কখনও আবার ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। শহর শিলিগুড়িতে সম্প্রতি এমন কয়েকটি ঘটনায় এটিএমগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। বড় কোনও ঘটনা না ঘটলেও শহরের অধিকাংশ এটিএমের যা পরিস্থিতি তাতে আশঙ্কা অমূলক নয়। কারণ, অধিকাংশ এটিএমেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। সুভাষপল্লিতে যে দুটি এটিএমে ব্যাটারি চুরির ঘটনা হয়েছিল, সেখানেও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকারের বক্তব্য, 'এটিএম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও ঘটনা হলে, স্বাভাবিকভাবেই তার দায় আমাদের। তবে ব্যাংকগুলোও আমাদের যদি সহযোগিতা করে, তাহলে আরও ভালো হয়। আরবিআইয়ের গাইডলাইনেও এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী রাখার কথা বলা রয়েছে।'

ব্যাংকগুলোর নিরাপত্তাজনিত খামখেয়ালিপনার অভিযোগ মানছেন অল ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক লক্ষ্মী মাহাতো। তাঁর কথায়, 'শুধুমাত্র শহর শিলিগুড়িতে ৭০০ এটিএম রয়েছে। খরচ বেশি হবে বলে ব্যাংকগুলো নিরাপত্তারক্ষী রাখছে না। নিরাপত্তার বিষয়টা বিন্দুমাত্র দেখা হচ্ছে না।' সোমবার শহর শিলিগুড়ির এটিএমগুলো ঘুরে দেখা হচ্ছিল। ইসকন রোডের একটি এটিএমে দেখা গেল, দরজা খোলা রয়েছে। নিরাপত্তারক্ষী তো দূর অস্ত। একই পরিস্থিতি দেখা গেল, ডন বসকো মোড় সংলগ্ন একটি এটিএমেও। বিষয়টি নিয়ে এদিন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন বছর সত্তরের অমল দাস। তাঁর কথায়, 'অনেক সময় এটিএম থেকে টাকা বের করতে সমস্যা হয়। নিরাপত্তারক্ষী থাকলে টাকা বের করার ব্যাপারেও তো কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়। নিরাপত্তার ব্যাপারটা তো রয়েইছে।'

লক্ষ্মী বলছিলেন, 'আসলে খরচ কমাতে একের পর এক এটিএমের নিরাপত্তারক্ষী ছাঁটাই করা হচ্ছে।' যদিও গোটা বিষয়টাই আশঙ্কার বলে মনে করছে পুলিশ মহল। ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) বলছেন, 'আমরা টহলদারির পাশাপাশি নাকা চেকিং, পেট্রলিংয়ের সময় স্বাভাবিকভাবেই এটিএমগুলোর ওপর বিশেষ নজর রাখছি।'

ইসলামপুরে ভোটের হাওয়া ওঠেনি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : ভোট ঘোষণার পর মনোনয়নপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইসলামপুরের চেনা ছবি নজরে পড়ছে না আমজনতার।

শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপল্লির বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী অভিলাষ মজুমদার বলছেন, 'দীর্ঘদিন ভোট দেখে আসছি। কিন্তু এবারে ভোট নিয়ে শহরে মাতামাতির পরিবেশ কোথাও দেখছি না।' শিবডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা অমিত দাস পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান। অমিতের পর্যবেক্ষণ, 'শহরে ঘুরলে বোঝাই যাচ্ছে না যে ভোটের মরশুম। চারিদিক কেমন যেন ঠান্ডা। প্রচার ও স্লোগান অন্যবারের তুলনায় নজরেই পড়ছে না।' ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লির সজল অধিকারী বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মচারী। সজল বলেন, 'আমি ভোট চর্চা নিয়ে খুব বেশি উৎসাহ দেখাই না। ভোট দিতে হয় তাই দিই। কিন্তু এবার ইসলামপুর শহরকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে চলতি মাসেই ভোট।'

ঘাসফুল থেকে পদ্ম, কংগ্রেস থেকে সিপিএম নেতৃত্বের যুক্তি, ভোটের এখনও ২৫ দিন বাকি। মনোনয়নপর্ব শেষ হলেই রাজনৈতিক প্রচার সহ কর্মী-সমর্থকদের মাতামাতি শুরু হয়ে যাবে। ফলে ভোটের গরম হাওয়ার হলকা সকলেরই অনুভব হবে।

সুজয় না থাকায় বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : এসএফ রোডে গাছ কাটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেইমতো ২৫ জনের একটি কমিটি তৈরি হচ্ছে। প্রস্তাবিত কমিটিতে বিরোধীদের না রাখায় বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বিতর্ক বাড়ার আগেই ওই কমিটিতে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এবং সিপিএমের মুন্সী নুরুল ইসলামকে রাখার নির্দেশ দিলেন মেয়র গৌতম দেব। ওই দুজনকে যোগ করলে মোট ২৭ জনের কমিটি হবে। গত বোর্ড মিটিংয়ে ওই প্রস্তাব পাশও হয়েছে। নির্বাচনের পর কমিটি কাজ শুরু করবে। তবে কমিটিতে কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটককে না রাখায় কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, পরিবেশ নিয়ে এই কমিটি আমাদের পরামর্শ দেবে। সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে। কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের বক্তব্য, 'পরিবেশ নিয়ে কাজ হবে খুব ভালো কথা। শিলিগুড়িতে পরিবেশ নিয়ে কাজ হওয়াটও জরুরি। ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

বন দপ্তরের অনুমতি না নিয়েই শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডে একের পর এক গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই তড়িঘড়ি কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন মেয়র। এরপর পূর্ত দপ্তর কাজ বন্ধ করে দেয়। সিদ্ধান্ত হয় পুরনিগম পরিবেশ বিষয়ক একটি কমিটি তৈরি করবে। সেখানে পুর আধিকারিক, সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্তারাও থাকবেন। সেইমতো গত বোর্ড মিটিংয়ে কমিটি তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেই প্রস্তাবিত কমিটিতে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বাসু রায়, কাউন্সিলার অভয়া বসু, পুর কমিশনার, পুরসচিব, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (বৈকুণ্ঠপুর), ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার, গল্পকার বিপুল দাস সহ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী এবং পরিবেশপ্রেমী সংস্থার কর্তাদের রাখা হয়েছে। কিন্তু ওই কমিটিতে বিরোধীরা কেউই প্রথমে ছিলেন না। পরবর্তীতে মেয়র বিরোধী দলনেতা এবং মুন্সী নুরুল ইসলামের নাম যোগ করতে বলেন।

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নয়, রাস্তায় জমছে জঞ্জাল

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : ইসলামপুর পুরসভায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা ক্যানালের পাশে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। পুরকর্মীরাই সেখানে আবর্জনা ফেলছেন বলে মেনে নিচ্ছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। তবে তাঁর ওয়ার্ডের এই সমস্যা নিয়ে পুরসভার কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এরফলে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

তার ওপর মাঝেমধ্যেই সেই আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার জেরে বিষাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এলাকার মানুষের। এছাড়া ওই আবর্জনার স্তূপ থেকে বেরোনো দুর্গন্ধে নাজেহাল অবস্থা পথচারীদের। শহরের যানজট থেকে মুক্তি পেতে গ্রামগঞ্জের বহু মানুষ তিস্তা ক্যানালের এই রাস্তা দিয়ে

ভোগাচ্ছে পুরসভা

- পুরসভার আবর্জনা জমছে নয়াবস্তি এলাকায় তিস্তা ক্যানালের পাশে
- পুরসভার জ্ঞাতসারেই পুরকর্মীরা সেখানে নিয়মিত আবর্জনা ফেলছেন
- মাঝেমধ্যেই সেই আবর্জনার স্তূপে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে
- সেই আগুনের জেরে বিষাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এলাকার মানুষের

শহরের বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তার ধারে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনার গন্ধে এবং ধোঁয়ায় নাজেহাল অবস্থা সাধারণ মানুষের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, পুরসভার সাফাইকর্মীরাই তিস্তা ক্যানালের পাশে এইসব আবর্জনা ফেলে যান। মাঝেমধ্যে কেউ বা কারা সেই আবর্জনায় আগুনও লাগিয়ে দিচ্ছে। সেই আগুন থেকে বেরোনো বিষাক্ত ধোঁয়ায় আশপাশে এলাকার মানুষের শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। একাধিকবার এই সমস্যার কথা পুরসভায় জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

নূর আলম নামে এক পথচারী বলেন, 'মাটিকুণ্ডা থেকে জীবন মোড়ে আসতে হলে তিনপুল মোড়ের যানজট এড়াতে এই রাস্তা দিয়েই আমরা যাতায়াত করি। কিন্তু রাস্তার পাশে জমে থাকা এই আবর্জনার স্তূপ থেকে বের হওয়া দুর্গন্ধ এবং শ্বাস বন্ধ করে আসা ধোঁয়ার কারণে খুব সমস্যায় পড়তে হয়।'

পুরসভার সাফাইকর্মীদের বিরুদ্ধে উঠে আসা অভিযোগ স্বীকার করে ইসলামপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্ত বলেন,'পুরসভার সাফাইকর্মীরাই মাঝেমধ্যে এখানে এই আবর্জনা ফেলছেন। এই জায়গায় আবর্জনা না ফেলার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও তারা কেন এখানে আবর্জনা ফেলছেন সেই বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে এবং সাফাইকর্মীদের এই জায়গার সমস্ত আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হবে।'

চিকিৎসা বর্জ্য তুলতে হাসপাতালকে চিঠি

পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্জ্যের পাহাড়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : গ্রিনজেন প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে সমস্যা হওয়ায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলতে থাকায় পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আবর্জনার স্তূপ জমছে। আগামী তিন মাস অন্তত এই সমস্যার সমাধান হওয়ার কোনও পথ দেখছেন না পুরকর্তারা। তাই চিকিৎসাবর্জ্য তোলার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালকে চিঠি দিচ্ছে পুরনিগম। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলা হাসপাতালের মাধ্যমে যাতে ওই বর্জ্যগুলি তোলা হয় সেই আবেদন জানানো হবে। এর বিনিময়ে পুরনিগম টাকাও দেবে কর্তৃপক্ষকে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককেও বিষয়টি জানানো হচ্ছে পুরনিগমের তরফে।

পুরনিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিক সঞ্জীব মজুমদারের বক্তব্য, 'বর্জ্য অপসারণ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। আমি ওপরমহলে জানিয়েছি।' বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'সমস্যা তৈরি হয়েছে। হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যাতে হাসপাতালের বর্জ্য তোলার সময়ই গ্রিনজেন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিরও তুলে নেয়, সেই চেষ্টা চলছে। মেয়রও বিষয়টি দেখছেন।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ১০টি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১১টি নবনির্মিত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এই পুর প্রাথমিক এবং সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য জমা হয়। বিশেষ করে মাতৃসদনে এই বর্জ্য বেশি হয়। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, তুলো থেকে রক্তমাখা কাপড় সবই থাকে সেখানে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় কুকুর ও গবাদি প্রাণীর মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে।

আগে গ্রিনজেন প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমেই এই বর্জ্যগুলি অপসারণ করা হত। সরাসরি কলকাতা থেকে টেন্ডার করে এই কাজ করা হত। কিন্তু গ্রিনজেনের সঙ্গে সমস্যা হওয়ায় চুক্তি নবীকরণ সম্ভব হয়নি। যে কারণে কয়েক মাস ধরে শহরের পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা বর্জ্য তোলা হচ্ছে না।

সাধারণত চিকিৎসাবর্জ্য কালো এবং হলুদ প্যাকেটে ভরে বদ্ধ ঘরের মধ্যে জমাতে হয়। এরপর সেই বর্জ্য সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কয়েকমাস ধরে গ্রিনজেন চিকিৎসা বর্জ্য না নেওয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বর্জ্যের পাহাড় জমতে শুরু করেছে। যে ঘরগুলিতে বর্জ্য রাখা হয় সেগুলি উপচে বাইরে চলে আসছে প্যাকেট। এরপর পথকুকুররা সেগুলি মুখে করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে বর্জ্য খোলা অবস্থায় পড়ে থাকছে তার পাশেই হয় বসতি নয়তো রাস্তা রয়েছে। এতে দ্রুত রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনাও থাকছে। তাই দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক, চাইছেন পুরকর্তারাও।

> **দুলাল দত্ত মেয়র পারিষদ**
> *পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ*
> সমস্যা তৈরি হয়েছে। হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যাতে হাসপাতালের বর্জ্য তোলার সময়ই গ্রিনজেন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিরও তুলে নেয়, সেই চেষ্টা চলছে। মেয়রও বিষয়টি দেখছেন।

পুরোনো বাজারে যানজট। সোমবার তপন দাসের তোলা ছবি।

জোড়া ফাঁসে দুর্ঘটনা বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দিনে শিলিগুড়ির রাস্তা মানেই অবধারিত যানজট। সেই যানজটের মধ্যে একের পর এক দুর্ঘটনাও হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠছে, এত ট্রাফিকিং, ট্রাফিক পুলিশের মধ্যে এধরনের ঘটনা ঘটছে কীভাবে? আসলে দিন হোক কিংবা রাত, একটু সুযোগ পেলেই মানুষের মধ্যে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি, বাইক চালানোর প্রবণতা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তাঁর বক্তব্য, 'এধরনের ঘটনা যাতে না হয়, তার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছি। যতটা পারা যায়, এধরনের ঘটনা কমানোর চেষ্টা চলছে।'

শহরে গত তিন মাসের হিসেব ধরলে, রাতে কিংবা ভোরবেলা একাধিক পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনেরও বেশি। এরমধ্যে রাতের শহরে সেবক রোডে একাধিক অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি, বাইকের দুর্ঘটনা চিন্তায় ফেলেছে ট্রাফিক পুলিশকে। ট্রাফিকের তরফে মাঝেমধ্যে রাতে অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে দুপুরেও শহরের রাস্তায় একাধিক দুর্ঘটনায় ট্রাফিকের নজরদারির খামতির বিষয়টি সামনে আনছে।

প্রধান সড়কগুলোতে একটু সুযোগ পেলেই গাড়ির গতি বেড়ে যাওয়াতেই এই দুর্ঘটনাগুলো হচ্ছে, সেটা স্বীকার করছেন ট্রাফিককর্তারা। সোমবারের দুপুরের কথাই এক্ষেত্রে ধরা যেতে পারে। এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তিনটি দুর্ঘটনা সামনে এসেছে। হনুমান মন্দিরের কাছে গত সপ্তাহেই দুপুরে দ্রুতগতিতে আসা বাসের ধাক্কায় এক মহিলা গুরুতর চোট পান। পরে বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়। শহরের বাসিন্দা পবিত্র দাস বলেন, 'আসলে দ্রুতগতিতে গন্তব্যে যাওয়ার লড়াই মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।'

ভিভিআইপি আনাগোনা

থমকে শহর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ শিলিগুড়ি কলেজে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন চেকপোস্টের বাসিন্দা প্রদীপ দাস। পায়েল মোড়ের কাছে থমকে যেতে হল তাঁকে। সামনে তখন গাড়ির লম্বা লাইন। কলেজে যখন পৌঁছালেন, তখন ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে এগারোটা।

প্রদীপের গলায় একরাশ বিরক্তি, 'যে রাস্তাতেই যাচ্ছি, সেই রাস্তাতেই গাড়ির লম্বা লাইন।' বিধান রোডে এসে গাড়ির লম্বা লাইন দেখে আঁতকে উঠেছিলেন বিকাশ সরকারও। তাঁর গন্তব্য ছিল স্টেশন ফিডার রোড। সোমবার সকাল থেকেই ভিবিআইপিদের আনাগোনা বেড়েছে শিলিগুড়িতে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ঝড়ে বিধ্বস্তদের দেখতে গিয়েছেন রাজ্যপাল থেকে শুরু করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শিলিগুড়িতে এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর তার জেরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠল পুলিশের। শুধু সকালে নয়, সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তা থেকে অলিগলি, যানজটের মধ্যে পড়ে তিতিবিরক্ত হলেন শহরের সাধারণ মানুষ। যদিও যতটা সম্ভব, ট্রাফিক সচল রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তিনি বলছেন, 'মূল রাস্তার ট্রাফিক সিস্টেমে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকটাই আমরা বিশেষ নজর রাখার চেষ্টা করেছিলাম। সকাল থেকে ট্রাফিক পুলিশকর্তারা রাস্তায় ছিলেন।'

সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে শহরে যানজট এমনিতেই বেশি থাকে। দুপুরের দিকে স্টেশন ফিডার রোডের নার্সিংহোমে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই লাইন ক্লিয়ার করতে গিয়েই যানজট বড় আকার নেয়। গাড়ির লম্বা লাইনে আটকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল অরিজিৎ দাসের মন্তব্য, 'আজ কোনও কাজ করা গেল না।'

দুশ্চিন্তার কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই মন্ত্রীর বিবাদও

উত্তরের ঝড়ে উদ্বেগে কমিশন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ এপ্রিল : প্রথম দফা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে আচমকা ভয়ংকর ঝড় নিয়ে উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রাথমিক রিপোর্ট কমিশনের হাতে পৌঁছেছে। তবে বিস্তারিত রিপোর্ট এখনও আসেনি। সোমবার রাজ্য প্রশাসনের কাছে জরুরি বার্তা পাঠিয়েছে কমিশন। ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় কোথাও নির্বাচনি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে কি না, তারই বিস্তারিত খবর জানতে চায় কমিশন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের তরফে কী কী জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেইসব খুঁটিনাটি বিষয়েও ওয়াকিবহাল হতে চায় কমিশন। জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরকেও এই বিষয়ে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে।

তিন জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে, রিপোর্টে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। ঝড়বিধ্বস্ত এলাকায় মৃত ও আহতদের বিবরণও কমিশনের প্রয়োজন। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে কতজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, সব বিবরণ পাঠাতে বলা হয়েছে।

ভোট নির্বিঘ্নে করার চ্যালেঞ্জ

কমিশন সূত্রের খবর, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উত্তরবঙ্গে চলতি ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে কি না তা নিয়েই উদ্বেগে রয়েছে কমিশন। উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলার সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রাখা নিয়ে এমনিতেই জোর তৎপরতা কমিশনে। এর মধ্যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নতুন করে চিন্তায় পড়েছে কমিশন।

কোচবিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ভাবাচ্ছে কমিশনকে। ভোটের আগে আবার সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই মন্ত্রীর মধ্যে সংঘাতের আবহ তৈরি হওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছে কমিশন। এই ব্যাপারে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করে জরুরি বার্তা এসে পৌঁছেছে। প্রথম দফা ভোটের আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন, তা বিস্তারিতভাবে জানতে চায় কমিশন।

কোচবিহারে কেন এই সংঘাতের আবহ তা খুঁজে বের করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে। অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগাম গ্রেপ্তারির সংখ্যা বাড়াতে বলা হয়েছে। অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অতীতে রেকর্ড আছে এমন লোকেদের খুঁজে বের করে আটক করতে বলা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ভোট করতে যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, অবিলম্বে তা নিতে বলা হয়েছে উত্তরের জেলা প্রশাসনগুলিকে। এই বিষয়ে কোনওরকম গড়িমসি চলবে না। গড়িমসি হলেই জেলা প্রশাসনগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কমিশন।

সকালে অপসারণ, বিকেলে ফের নিয়োগ

উপাচার্যকে নিয়ে রাজ্যপাল-সরকারের সংঘাত

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১ এপ্রিল : নির্বাচনবিধি চলাকালীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ওয়েবকুপার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার জেরে সোমবার সকালেই তদারকি উপাচার্য রজতকিশোর দে'কে অপসারণ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিকেলে সেই রজতবাবুকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বহাল রাখল রাজ্য সরকার। রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের দ্বৈরথে শেষ হাসি হাসল রাজ্যে সরকারই।

বিতর্কে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য রজতকিশোর দে (ইনসেটে)।

এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও রাজ্যপালের অপসারিত উপাচার্যকে বহাল করেছিল রাজ্য সরকার। সেই মডেলেই এবার গৌড়বঙ্গের উপাচার্যকে বহাল করা হল বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। সরকারের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ওয়েবকুপার রাজ্য সহসভাপতি মণিশংকর মণ্ডল। যদিও এনিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি আবু হাসেম খান চৌধুরী এবং বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, 'আজ সকালে রজতকিশোর দে'র উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রত্যাহার করে চিঠি দেন রাজ্যপাল। উচ্চশিক্ষা দপ্তর বিকেলে জানিয়ে দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম, পঠনপাঠন, গবেষণা প্রভৃতি কাজের জন্য উপাচার্য রজতকিশোর দে'কে পুনর্বহাল করা হল।'

এদিন সকালে মেল করে গৌড়বঙ্গের উপাচার্যকে রাজ্যপাল জানিয়ে দেন, উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হল। শেষে বিকেলে রাজ্যপালের নির্দেশে জল ঢেলে দেয় রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সিনিয়ার স্পেশাল সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত চিঠি (মেমো ৩৬৪ ইডিএন) চিঠিতে ২০০৯ সালের ৮(৫) ধারার নিয়ম উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় কাজ পরিচালনার জন্য অপসারিত উপাচার্য রজতকিশোর দে'কে তাঁর দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তকে 'পাগলামি' বলে আক্রমণ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ওই লোকটার (রাজ্যপাল) পাগলামি ও বোকামি দেখতে দেখতে রাজ্যের মানুষ ক্লান্ত। ওয়েবকুপার সম্মেলন নিয়ে রাগ হয়েছে তাঁর। এজন্যই সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অবজ্ঞা করে ও নির্বাচনি বিধিনিষেধ না মেনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অস্থায়ী উপাচার্যকে।' একইসঙ্গে ব্রাত্য বলেন, 'এরা কেউ উপাচার্য নন। রাজ্যপাল এঁদের নিয়োগও করতে পারেন না, বরখাস্তও করতে পারেন না। রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়কে খেলনা বলে মনে করছেন।' এ বিষয়ে রজতকিশোর কোনও মন্তব্য করেননি।

শনিবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ওয়েবকুপার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন মঞ্চ থেকে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার এবং ক্যাম্পাস জুড়ে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের ছবি টাঙানোর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় কংগ্রেস ও বিজেপি। এই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যপালের রোষে পড়েন উপাচার্য রজত কিশোর দে।

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার মুখেই গণতান্ত্রিক কাঠামোর কথা বলে। অথচ রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নৈরাজ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।'

ওয়েবকুপার রাজ্য সহসভাপতি মণিশংকর মণ্ডল বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু গবেষক, শিক্ষক, কর্মচারী, পঠনপাঠন সহ কাজকর্মের কথা মাথায় রেখে ২০০৯ সালের নিয়ম মেনে রাজ্য সরকার অপসারিত উপাচার্যকে পুনর্বহাল করেছে।'

জানেন কি

বিশ্বের সবচেয়ে কম সংখ্যক এটিএম মেশিন রয়েছে অ্যান্টার্কটিকায়, মাত্র দুটি। যখন একটি কাজ করে, তখন আরেকটি বন্ধ থাকে। গরমকালে একজন টেকনিসিয়ান গিয়ে সেই এটিএম মেশিনের দেখভাল করেন।

দার্জিলিং আসন নিয়ে খোঁজ অভিষেকের

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দার্জিলিং লোকসভা আসনে দলের প্রচার সহ সামগ্রিক অবস্থার খোঁজখবর নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে সোমবার সন্ধ্যায় পাহাড়ে দলের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সভাপতি অনীত থাপা এবং তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন। বৈঠক শেষে বেরিয়ে দুজনই বলেছেন, নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে।

আহতদের দেখে বেরোচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। -তপন দাস

সোমবারই শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন অভিষেক। সন্ধ্যায় তিনি মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা নির্বাচন কমিটিকে নিয়ে আলাদা বৈঠক করেন। এই বৈঠক উপলক্ষ্যে ওই দুই জেলার প্রচুর নেতা-নেত্রী দুপুর থেকেই এই হোটেলের সামনে ভিড় করেছিলেন। সন্ধ্যায় প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক। সেই বৈঠকের পরেই বিজিপিএম সভাপতি অনীতকে ডেকে নেন। বেশ কিছুক্ষণ অনীতের সঙ্গে তিনি একান্তে কথা বলেন। বেরিয়ে এসে অনীত বলেন, 'নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়েই কথা হয়েছে। পাহাড়ে আমাদের প্রচার এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানিয়েছি।'

অনীত বেরিয়ে আসার পর পাপিয়াকে ডাকেন অভিষেক। তাঁর কাছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় দলের প্রচার, কোন বিধানসভায় গত নির্বাচনে কী পরিস্থিতি ছিল সমস্ত কিছুই খোঁজখবর নিয়েছেন।

পাপিয়া বৈঠকের বিষয়ে সেভাবে কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি জানিয়েছেন, ভোট নিয়েই কথা হয়েছে। এখানে প্রচার কেমন চলছে, কোথাও কোনও খামতি রয়েছে কি না সেই খোঁজখবর নিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে ভোট প্রচারে কোচবিহার রওনা হয়ে যাবেন অভিষেক।

খুলল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : পূর্ব ঘোষণামতো সোমবার সকাল ছয়টায় খুলে দেওয়া হল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক।

লিখুভিরে ধস নামায় শনিবার সকাল ছয়টা থেকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কালিম্পং জেলা প্রশাসন। এরপর রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত রাস্তাটি বন্ধ রেখে লিখুভিরে পাহাড় কাটার কাজ করে পূর্ত দপ্তরের এনএইচ ডিভিশন। পাহাড় কেটে মূলত ওই এলাকায় রাস্তাটি চওড়া করা হয়।

পাশাপাশি আরও কয়েকটি জায়গায় গার্ডওয়াল তৈরির কাজ করা হয়েছে। গত ১১ দিনের মধ্যে জাতীয় সড়কটি সাতদিন বন্ধ থাকায় ওই দিনগুলিতে লাভা-গরুবাথান-সেবক হয়ে যান চলাচল করে। যার জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের।

সময় বাড়ল

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : স্নাতকে ভর্তির পরীক্ষার আবেদনের জন্য সময়সীমা বাড়াল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। চলতি বছরে স্নাতক স্তরের সিইউইটি (কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট)-র ফর্ম ফিলআপের শেষ দিন আগে ছিল ৩১ মার্চ। এনটিএ থেকে তা বাড়িয়ে ৫ এপ্রিল করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে সিইউইটি-ইউজি পরীক্ষার সিটি কোঅর্ডিনেটর ডঃ এসএস আগরওয়াল জানান, পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের দিন বাড়ানো হয়েছে। পড়ুয়ারা অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করতে পারবে।

সীমান্তে ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ১ এপ্রিল : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংক বাজারে শনিবার রাতে এসএসবির ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান মহম্মদ শফিউল আলম নামে অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধরা পড়েছে মালদার রতুয়ার বাসিন্দা লিংকম্যান মহম্মদ মুকলেসুরও।

ধৃত অনুপ্রবেশকারীর হেপাজত থেকে প্রচুর বেআইনি অর্থ লেনদেনের নথিপত্র, আমেরিকার ডলার, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে। রবিবার এসএসবি তাদের দিঘলব্যাংক পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সোমবার কিশনগঞ্জ আদালত ধৃতদের ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

সংশোধনী

এবিএপিইআই-এর নয়া চেয়ারপার্সন হয়েছেন সর্দার তরণজিৎ সিং। তিনি জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে ছিলেন।

ধ্বংসের ক্ষতে প্রলেপ

প্রথম পাতার পর

তিনি কোচবিহার যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ির ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। সেখানে শুভেন্দু ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্বস্ত করে পাশে থাকার বার্তা দেন। শুভেন্দু বলেন, 'তবে মেডিকেল কলেজে এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসার জন্য এমআরআই স্ক্যান মেশিন থাকা জরুরি।' এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি ৪৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন, সেই টাকায় ৪৫ লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছে বলে উনি কেন্দ্রকে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর গ্রামগুলোতে কাঁচা বাড়ি আর টিন। একটাও পাকা বাড়ি নেই।' 'মাঝরাতে খিচ মেরি ফোটো'র কোনও প্রয়োজন নেই বলে তিনি নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধেছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন চার্টার্ড বিমানে বাগডোগরায় আসেন। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সময় অপচয় করতে চাননি। তাই রবিবার রাতেই তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। ক্ষতিগ্রস্তদের সবার পাশে থাকতে সরকারের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' পদ্ম শিবিরকে বিঁধে তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপি নেতারা উত্তরবঙ্গে থেকেও কেউই ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াননি।'

সংকলন : সৌরভ দেব, অভিরূপ দে, খোকন সাহা ও সাগর বাগচী।

পিছিয়ে নিশীথ

প্রথম পাতার পর

করিয়ে দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতির কথা। তাঁর সমর্থনে কোচবিহারে বসে অমিত শা'র ফিরিস্তির ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

কী ছিল না তাতে? কোচ রাজাদের নারায়ণী সেনার আদলে আধাসেনায় 'নারায়ণী ব্যাটালিয়ান' তৈরি, ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজবংশী সাংস্কৃতিককেন্দ্র, চিলারায়ের নামে আধাসেনার প্রশিক্ষণকেন্দ্র তৈরি, মদনমোহন মন্দির, কামতেশ্বরী মন্দির, পঞ্চানন বর্মার জন্মস্থল নিয়ে জাতীয় স্তরের পর্যটন সার্কিট তৈরির মতো আরও কত কী। তবে এসবের কিছুই হয়নি। নটে গাছটি মুড়োল'র মতো ভোট ফুরোতেই প্রতিশ্রুতির ফাইলে দড়ি বাঁধা হয়েছিল। প্রকাশ্যে না বললেও বিজেপি নেতাদের একাংশ অবশ্য সেকথা অস্বীকার করছেন না।

নিশীথের সাফল্যের খতিয়ানের তালিকায় কিছুদিন হল ঘুরেফিরে একটি প্রকল্পের কথাই উঠে আসছে- নিউ কোচবিহারের স্পোর্টস হাব। ঢাকঢোল পিটিয়ে হাবের শিলান্যাস হয়েছিল। ২০২৪-এর মধ্যেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে সেখানে প্রশিক্ষণ শুরুর নিশ্চয়তাও দিয়েছিলেন মন্ত্রী। প্রশিক্ষণ দূরের কথা, বাস্তবে সীমানা প্রাচীর তৈরি ছাড়া হাবের কোনও কাজই হয়নি। কোচবিহার থেকে বিমান চালুর কৃতিত্বও রাজ্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হয়েছে নিশীথকে।

লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্দশার ভয়াবহ ছবিটা করোনার সময় প্রত্যক্ষ করেছেন জেলাবাসী। কোভিডের সময় কর্মহীন মানুষের হাহাকার আর চোখের জল দুর্ভিক্ষের কথা মনে করিয়েছিল। সব মহলের মানুষেরই অভিযোগ, সেই কঠিন দিনগুলিতেও যেভাবে সাধারণ মানুষ সাংসদকে পাশে চেয়েছিলেন সেভাবে তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়াননি।

তাহলে কি পাঁচ বছর ধরে সংসদে কাজের চাপে নিজের এলাকায় নজর দিতে পারেননি নিশীথ? লোকসভার তথ্য কিন্তু তেমন কথা বলছে না। সোমবারই প্রকাশিত হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচে সাংসদের পারফরমেন্স রিপোর্ট। পাঁচ বছরে লোকসভার অধিবেশনে কোন সাংসদ কতদিন উপস্থিত ছিলেন, কতগুলি প্রশ্ন করেছেন সেই তথ্যও প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে পাঁচ বছরে ২৭৩ দিন লোকসভার অধিবেশন বসেছে। তাতে মাত্র ৯২ দিন (৩৩.৭%) উপস্থিত ছিলেন নিশীথ। প্রশ্ন করেছেন ৪৯টি। সেই নিরিখে তালিকায় নিশীথের জায়গা ৪৯৩ নম্বরে।

নিশীথের সহকর্মী বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৫৯৬টি প্রশ্ন করে তার নিরিখে দেশের সেরা হয়েছেন। সেখানে নিশীথ ডাহা ফেল। এই ফেল করা সাংসদকে কোচবিহারের মানুষ পাশ করাবেন কি না, তা কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন।

কিশোরী উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১ এপ্রিল : রায়গঞ্জের অপহৃতা নাবালিকাকে সোমবার কিশনগঞ্জের ভেরিয়াডাঙ্গি থেকে উদ্ধার করল রায়গঞ্জ পুলিশ। ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম গোবিন্দকুমার পণ্ডিত।

'মামা'র রাজ

প্রথম পাতার পর

তারপর চাপে পড়ে তাঁকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। এনজেপি শাসনের ক্ষেত্রে দরজা খুলে যায় অনেকদিন ধরে চেষ্টা করা সুজয়ের সামনে। এখন তাঁর হাতেই এনজেপির রাশ। আপাত শান্ত এলাকাটি। তবে সুজয়ের বক্তব্য, 'রাজ চালানোর বিষয় নেই। দলের জন্মলগ্ন থেকে সংগঠন করছি। তাই দল গুরুদায়িত্ব দিয়েছে। পালন করছি।'

প্রসেনজিৎ অবশ্য এখন এনজেপি থেকে অনেক দূরে। আপাতত হোটেল ব্যবসাতেই মন দিয়েছেন। একসময় এনজেপির দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'দাদা' প্রসেনজিৎ বলছেন, 'আমি নিজের জন্য কিছু করিনি। শ্রমিকদের স্বার্থে তাঁদের জন্য আন্দোলন করেছি। নিজের পকেটের টাকা খরচ করেছি। এখন তো অনেক খবরই কানে আসে।'

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, এক সময় জয়দীপ এবং প্রসেনজিতের বিরোধ থাকলেও এখন ক্ষমতাচ্যুত দুজনের সম্পর্ক মধুর।

তুষারে চাকা আটকে উলটে যাওয়া গাড়ি। সোমবার কুপুপে।

সিকিমে দুর্ঘটনায় জখম পাঁচজন

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : তুষারে চাকা আটকে গাড়ি উলটে যাওয়ায় জখম হলেন পাঁচ পর্যটক। তবে দ্রুততার সঙ্গে সেনাবাহিনী পর্যটকদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় বড় ধরনের অঘটন ঘটেনি। সোমবার পূর্ব সিকিমের কুপুপ এলাকার ঘটনা।

গত কয়েকদিন ধরেই ভারী ধরনের তুষারপাত হচ্ছে পূর্ব এবং উত্তর সিকিমের কিছু অংশে। ছাংগু, লাচেন, লাচুংয়ের মতো বেশ কিছু এলাকায় বিরামহীন তুষারপাত হচ্ছে। তুষারপাতের সাক্ষী থাকতে অনেকেই বেড়ানোর জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছেন সিকিমকে।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন একটি গাড়িতে পাঁচ পর্যটক কুপুপ এলাকায় বেড়াতে আসেন। রাস্তায় জমে থাকা তুষারে তাঁদের গাড়ির চাকা আটকে গাড়িটি উলটে যায়। বিষয়টি জানতে পেরেই কুপুপে পৌঁছে সেনাকর্মীরা ওই পর্যটকদের উদ্ধার করে সেনা ছাউনিতে নিয়ে আসেন। উদ্ধার করা হয় গাড়িটির চালককেও।

প্রত্যেকেরই চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করা হয় সেনার তরফে। বর্তমানে প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন বলে সেনার তরফে জানানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া পর্যটকরা সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানান।

যদিও এই ঘটনা নতুন নয়। কিছুদিন আগে ভারী তুষারপাতের জেরে লাচেনে আটকে যাওয়া ৪০ জন পর্যটককে উদ্ধার করে তাঁদের গ্যাংটক পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল সেনাবাহিনী। ফি বছরই এমন ছবি দেখা যায় সিকিমে।

কাজ নয়

প্রথম পাতার পর

চাকরি দেওয়ার কথা বেসরকারি কোম্পানির।

তবে কি চাকরির গাজরের টোপ দিয়ে তরুণ-তরুণীদের ভোট জোগাড় করাটাই হবে আসল মতলব? কর্মহীন জনসংখ্যার ৮৩% হল তরুণ-তরুণীরা। আরও উদ্বেগের, তাদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ২০০০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ বেড়ে ৩৫.২% থেকে হয়েছে ৬৫.৭%। পরিসংখ্যান বলছে, নিরক্ষরদের তুলনায় শিক্ষিত বেকার ৯ গুণ। তাছাড়া মজুরি বা বেতন হয় একই রয়েছে নয়তো কমেছে। তাই সরকারি দাবিমতো যতই ভারতের অর্থনীতি উপরপানে দৌড়াক, বাড়বে বেকারি। এর আগে সরকারি হিসেবই জানিয়েছিল, ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে বেকারত্ব।

ভরা ভোটের মরশুমে এমন হাতেগরম একটা রিপোর্ট পেয়ে মোটেই সুযোগ নষ্ট করতে রাজি নয় বিরোধীরা। কংগ্রেস তেড়েফুঁড়ে বলেছে, গোটা দেশ বেকারির বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। পালটা তাদের কথা, তাদের কাছে কর্মসংস্থানের একেবারে নির্দিষ্ট ছক রয়েছে। ক্ষমতায় এলে তারা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন আনবে। ঠিকে চাকরির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দেবে। ৫০০০ কোটি টাকার তহবিল তৈরি করে প্রতি জেলায় ১০ কোটি টাকা দেবে। কংগ্রেসের গ্যারান্টি, ৩৯ লক্ষ চাকরি, স্টার্টআপের জন্য ৫ হাজার কোটির তহবিল। তরুণদের কাছে কংগ্রেসের বক্তব্য, ভোট দেওয়ার আগে মনে রাখবেন, দশ বছরে কুড়ি কোটি চাকরির বদলে বিজেপির সরকার তরুণদের ১২ কোটি চাকরি ছিনিয়ে নিয়েছে।

বোঝা কঠিন নয়, যে যেমন পারে তাদের মতো করে প্রচারের মশলা তৈরি করবে। সিপিএম বলছে, কর্পোরেট আর হিন্দুত্বের আঁতাত দেশকে অচল করে দিচ্ছে। ভবিষ্যৎ বাঁচাতে হলে বিজেপিকে হারাতে হবে। তৃণমূলের কথায়, এটাই মোদির গ্যারান্টি। এতদিন ধরে বেলাগাম বেকারির কথা অস্বীকার করে এখন বলছে, বেকারি মেটানো সরকারের কাজ নয়। পুরোটাই জুমলা।

মোদ্দা কথাটা হল, ভোট রাজনীতির ভুলভুলাইয়ায় কোথায় তলিয়ে যাবে বেকারদের কথা। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। আরেকটা পরিসংখ্যান মনে রাখবেন, শেষতম হিসেবে দেশে আত্মহত্যা যারা করেছে তাদের মধ্যে ১৫,৭৮৩ জন বেকার। তিন বছর আগে আত্মঘাতীদের মধ্যে ২৫ শতাংশই ছিলেন দিনমজুর। তারপরেই স্বনিযুক্ত এবং বেকাররা। মাত্র গত মাসেই গলায় দড়ি দিয়ে বেকারির যন্ত্রণা মিটিয়েছে উত্তরপ্রদেশের কনৌজের ২৪ বছরের তরুণ ব্রিজেশ পাল। রাজ্য পুলিশের চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিল। মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করেনি সে। আত্মহত্যার আগে সে তার সব সার্টিফিকেট পুড়িয়ে গিয়েছে। সুইসাইড নোটে ব্রিজেশ লিখেছিল, চাকরি না পেলে এইসব ডিগ্রির কী দাম! অর্ধেকটা জীবন নষ্ট করে ফালতুই পড়াশোনা করলাম।

জেলার খেলা

সেরা অয়ন, অহেঞ্জিতা

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির তন্ময় সরকার স্মৃতি টেবিল টেনিসে মিক্সড সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন দীপিকা সাহা। রানার্স আহারশ্রী মজুমদার। ছেলেদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে অয়ন মাহাতো এবং অরণ্য মই। মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স অহেঞ্জিতা দত্ত এবং আয়ুষী রায়। টিম ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন সায়ন দাশগুপ্ত, দীপ্ত দাশগুপ্ত, প্রতীতি পাল, রাই মালাকার ও আকৃতি সারা তিরকে সমৃদ্ধ 'ই' দল। ফাইনালে তারা হারিয়েছে জেম মহালনবিশ, বিশাল মণ্ডল, জেসিকা সরকার, অদ্বিতীয়া পাল ও ভিকট্রি প্রসাদের 'এইচ' দলকে। অ্যাকাডেমির তরফে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয়েছে অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে তেজস যোশির হাতে। পুরস্কার তুলে দেন ডাঃ শঙ্খ সেন, ডাঃ শ্রেয়সী সেন, কাউন্সিলার কুন্তল রায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাকাডেমির কোচ অমিত দাম, শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

কিশোরের ব্রিজে

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘর ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু ট্রফি অকশন ব্রিজে সোমবার রামকানাই পাল-জিকে ভৌমিক, শিবশংকর দাস-শুভেন্দু হালদার, পরিমল মিত্র-রবি আচার্য, রঞ্জন সরকার-এস দে, পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাস, এসসি পাল-প্রতাপ সরকার, প্রদীপ দে-আশিস ধর, চম্পক দাস-তাপস কর ও গৌরাঙ্গ ঘোষ-পিকে সরকার জেতেন।

নিষিদ্ধ রাসায়নিক নিয়ে টি বোর্ডের কড়াকড়ির জের

কাঁচা পাতা কেনা বন্ধের সিদ্ধান্ত বটলিফ ফ্যাক্টরির

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ এপ্রিল : 'নিষিদ্ধ রাসায়নিক নেই' এই মর্মে ল্যাবরেটরির শংসাপত্র না দিলে ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা পাতা না কেনার সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি। টি বোর্ড ও ইন্ডিয়ান ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) মানদণ্ড ও নির্দেশ মেনে সোমবার থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের দাবি, তাঁরা নিয়ম মেনেই সবকিছু করেন। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির এই সিদ্ধান্ত অন্যায্য। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত তুলে না নেওয়া হলে উত্তরের সমস্ত ক্ষুদ্র বাগান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও এদিন দেওয়া হয়েছে।

বটলিফ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, কার পাতায় কী রাসায়নিক আছে, তা তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কারণ পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা তাদের নেই। যদি ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি হয়, তবে বিনা দোষে এর দায় তারা নিতে যাবে কেন? সবমিলিয়ে রাসায়নিকের শংসাপত্র ইস্যুতে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে। এমন আবহে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে এদিন মিলিতভাবে চিঠি পাঠিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি, নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, আইটিপিএ-এর স্মল অ্যান্ড নিউ গার্ডেন ফোরাম, উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা চাষি সমিতি, উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স সোসাইটি এবং উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র চা চাষি ওয়েলফেয়ার সমিতি। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির এমন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে দাবি করে দ্রুত পদক্ষেপের দাবিতে টি বোর্ডের শিলিগুড়ির উপনির্দেশক সুবীর হাজরার কাছেও দরবার করে আসেন ওই সাতটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

কেন্দ্রীয় শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রক বর্তমানে নিরাপদ চা তৈরির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য এফএসএসএআই-এর গাইডলাইন অনুসারে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এমন বেশ কিছু রাসায়নিকের তালিকা প্রকাশ করে সেগুলির ব্যবহার চা শিল্পে বন্ধ করে দিয়েছে। সম্প্রতি গোটা বিষয়টিকে নিয়ে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, টি বোর্ড, এফএসএসএআই ও চা মহলের মধ্যে একটি বৈঠকও হয়েছে। এপ্রিল থেকেই তৈরি চায়ের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার কাজে আরও গতি আনার কথাও চা শিল্প মহলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরই উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করে।

টি বোর্ডের উপনির্দেশকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিরা।

বটলিফের সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, 'রাসায়নিকের বিষয়ে আমরা চাষিদের সচেতন করতে প্রস্তুত। তবে ওঁদের কাঁচা পাতা ফ্যাক্টরিতে ঢোকানোর আগে পরীক্ষা করে দেখার কোনও পরিকাঠামো আমাদের নেই। পরবর্তীতে যদি সমস্যা হয় তবে ফ্যাক্টরির লাইসেন্স রদ কিংবা চা বাজেয়াপ্তর মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এই সিদ্ধান্ত। কেন্দ্র, রাজ্য, টি বোর্ড সবাই মিলে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুক।'

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'বটলিফ ফ্যাক্টরির এমন একতরফা ফরমান জারি স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। চা আইনের কোথাও লেখা নেই ক্ষুদ্র চাষিদের কাঁচা পাতা বিক্রির সময় রাসায়নিকের শংসাপত্র দিতে হবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে সমস্ত বাগান বন্ধ করে দেওয়া হবে।' নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভরত জয়সওয়াল বলেন, 'ক্ষুদ্র চা চাষে জড়িত কয়েক লক্ষ শ্রমিকের পেটে লাথি পড়ার জোগাড় হয়েছে। প্রশাসন বিষয়টি না দেখলে বড় আন্দোলন গড়ে উঠবে।' আইটিপিএ'র স্মল অ্যান্ড নিউ গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিকের কথায়, 'কাঁচা পাতা যদি বিক্রিই না হয়, তাহলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে বাগানগুলি মজুরি দেবে কোথা থেকে?'

খেলায় আজ

২০১১ : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ওডিআই বিশ্বকাপ জিতল ভারত। নুয়ান কুলাশেখরাকে মহেন্দ্র সিং ধোনির ছক্কায় প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেলেন শচীন তেন্ডুলকার।

সেরা অফবিট খবর

নাম বদলে জোশ

ইংল্যান্ডের হয়ে জোড়া বিশ্বকাপ জিতেছেন। তারপরও তাঁর নাম ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না অধিকাংশই। যে দলে নাম আছে তাঁর মায়েরও। সেই হতাশা থেকেই মায়ের জন্মদিনে নাম পালটে ফেললেন। বাটলার এখন থেকে জসের (জেওএস) বদলে হবেন জোশ (জেওএসএইচ)। বেশিরভাগ লোক তাঁকে এই নামটাতেই ডাকতেন।

ভাইরাল

তিনজনের পর পাঁচজন

চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের কমেডি শো সোমবারও জারি। রবিবার তিনজনে মিলে চেষ্টা করেছিলেন একটি ক্যাচ নিতে। এদিন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজের বাউন্ডারি আটকাতে স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচজন দৌড় লাগালেন। গতকাল সফল না হলেও আজ মোমিনুল হক বাউন্ডারি আটকাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বল ধরার পর তা ছুড়ে দেন মাহমুদুল হাসান জয়কে। এরপর জয় বলটি পাঠান উইকেটরক্ষক লিটন দাসকে।

ইনস্টা সেরা

৪২ বছর বয়সেও ছক্কা হাঁকানোর স্কিলে মরচে পড়েনি মহেন্দ্র সিং ধোনির। শিষ্য ঋষভ পন্থের পর রবিবার গুরু ধোনিও একহাতে ছক্কা মারলেন।

সংখ্যায় চমক

২৬৪

টিম বাসে না উঠে নতুন বিলাসবহুল গাড়ি চালিয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অনুশীলনে রবিবার যোগ দেন রোহিত শর্মা। যে গাড়ির নম্বর এমএইচ ০১ ইকিউ ০২৬৪। রোহিতের অনুরাগীদের আকর্ষণ করেছে গাড়ির নম্বর প্লেটের শেষ তিন নম্বর ২৬৪। যা একদিনের ক্রিকেটে রোহিতের সর্বাধিক রান।

সেরা উক্তি

বরাবরই মনে হত ও ওপেন করে না কেন। এখন যে বয়সে রয়েছে তা সম্ভব নয়। তবে প্রথম পাঁচে ব্যাটিং করা উচিত। দিল্লি ম্যাচে দারুণ সব শট খেলেছে। আমার দেখা নিঃসন্দেহে সেরা ফিনিশার।

-মাইকেল ক্লার্ক

(মহেন্দ্র সিং ধোনি সম্পর্কে)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টেস্টে ভারতের সর্বনিম্ন স্কোর কোন দেশের বিরুদ্ধে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. কিলিয়ান এমবাপে,
২. ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সঠিক উত্তরদাতারা

জিৎকুমার শৈব, দীপায়ন নন্দী, ভাস্কর দে, শুভ্রা সান্যাল, সৈকত পাল, সমর্পণ চক্রবর্তী, সায়ক ভট্টাচার্য, চন্দনা ভট্টাচার্য, কৃতধী বর্মন, দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, বিজয় বিশ্বাস।

জিতেও জরিমানার মুখে ঋষভ

আগে নামো মাহি, আবদার প্রাক্তনদের

ভাইজাগ, ১ এপ্রিল : মাহি মার রহে হে।

আইপিএলের বাইশ গজে আবারও মহেন্দ্র সিং ধোনি-ধামাকা। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটিং করতে হয়নি। রবিবাসরীয় ভাইজাগে কঠিন পরিস্থিতিতে মাঠে নেমে ঝড়। ম্যাচ ফিনিশ করে ফিরতে না পারলেও মাহি-ম্যানিয়ার আবেগ উসকে দিয়ে যান। হারের হতাশায় কিছুটা হলেও প্রলেপ ব্যাটার-মাহি।

মগজাস্ত্র ঠিক আছে। উইকেটকিপিংয়েও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু ব্যাটার মাহি কী করেন, দোলাচল ছিল। দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারের মধ্যে সেই প্রশ্নের উত্তর কিছুটা হলেও মিলেছে ১৬ বলে অপরাজিত ৩৭-এ। চারটি বাউন্ডারির সঙ্গে তিনটি বিশাল ছক্কায় বিয়াল্লিশের মাহি বোঝান এখনও ফুরিয়ে যাননি।

'ইলেক্ট্রিক স্ট্রাইকার অফ দ্য ম্যাচ' পুরস্কারও পান। মাহিকে ঘিরে গ্যালারিতে কার্যত উৎসবের মেজাজ। যা দেখে বোঝা মুশকিল ম্যাচটা চেন্নাই নাকি দিল্লি জিতেছে। ম্যাচের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ধোনি-ঘরনী সাক্ষী সেই কথাই লিখেছেন। জানান, দিল্লি যে ম্যাচ জিতেছে, তা বুঝতেই পারছিলেন না। এর মাঝেই মাহির ডান পায়ের হালহকিকত নিয়ে দুঃশ্চিন্তা। ইনিংস শেষে মাঠ ছাড়ার সময় কিছুটা খোঁড়াতে দেখা যায়। পরে হাঁটুতে আইসপ্যাক বেঁধে মাঠকর্মীদের সঙ্গে ছবিও তোলেন ধোনি। এরপরই পরবর্তী ম্যাচে মাহিকে পাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অবশ্য চেন্নাইয়ের তরফে এই নিয়ে পরিষ্কার কিছু জানানো হয়নি।

মাইকেল ক্লার্করা অবশ্য মাহি-শোয়ে। দাবি, এমএসের আরও আগে নামা উচিত ছিল। শিবম দুবে ফেরার পর আট নম্বরে যখন নামেন মাহি, তখন চেন্নাইয়ের স্কোর ১৬.১ ওভারে ১২০/৬ । শেষ ২৩ বলে দরকার ৭২ রান। শেষপর্যন্ত ১৭১-এ আটকে যাওয়ায় ক্লার্ক বলেছেন, 'বরাবরই মনে হত ও ওপেন করে না কেন। এখন যে বয়সে রয়েছে তা সম্ভব নয়। তবে প্রথম পাঁচে ব্যাটিং করা উচিত। দিল্লি ম্যাচে দারুণ সব শট খেলেছে। আমার দেখা নিঃসন্দেহে সেরা ফিনিশার। নিজের সেই ক্ষমতাকে যথাসম্ভব ব্যবহার করলে লাভবান হবে দল।'

একই অনুরোধ চেন্নাইয়ের কাছে রেখেছেন ব্রেট লি, শেন ওয়াটসনরা। দুইজনের দাবি, এই ধোনিকে আরও বেশি করে দেখতে চান ক্রিকেটপ্রেমীরা। লি-ওয়াটসনের যুক্তি, চাপের মধ্যে এখনও মাথা ঠান্ডা রেখে বোলারদের পালটা জবাব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কভারের ওপর দিয়ে যেভাবে গ্যালারিতে বল

মাঠকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় মহেন্দ্র সিং ধোনির পায়ে দেখা গেল আইসপ্যাক। রবিবার রাতে দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের পর।

ফেলেছে তাতে পরিষ্কার, ব্যাটার মাহি এখনও ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। দরকার শুধু মাহিকে সঠিকভাবে ব্যবহার। তারপরই সমবেত অনুরোধ-'সিএসকে, মাহিকে আরও আগে ব্যাটিং করতে পাঠাও।'

হারের জন্য শুরুর ব্যাটিং-ব্যর্থতাকেই মূলত দুষছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চেন্নাই অধিনায়ক বলেন, 'বোলারদের পারফরমেন্সে আমি খুশি। ওদের ১৯১-তে আটকে রাখা কৃতিত্বের। পিচ প্রথমার্ধে ভালো ছিল। পরের দিকে কিছুটা স্পঞ্জি বাউন্স এবং বাড়তি মুভমেন্ট ছিল। রান তাড়ায় প্রথম তিন ওভারে আমরা ব্যাকফুটে চলে যাই (৭/২)। ওটাই শেষপর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। তারপরও ইনিংসের মাঝামাঝি পর্বে লড়াইয়ে ছিলাম। কয়েকটা বিগ ওভার দরকার ছিল। যা হয়নি।'

এদিকে, মন্থর ওভার রেটের জন্য আর্থিক জরিমানা হল ঋষভ পন্থের। তৃতীয় ম্যাচে 'গুরু' মাহির দল চেন্নাইকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ। ১৪ মাস পর মাঠে ফিরে প্রথমবার জ্বলেও উঠলেন ব্যাট হাতে (৩২ বলে ৫১)। সাফল্যের মধ্যে ম্যাচ রেফারির কোপ। জরিমানাস্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা কাটা গেল দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়কের।

একহাতে ছক্কায় আবেগ

ঋষভের প্রশংসায় মহারাজ, সারাজীবন মনে থেকে যাবে

ভাইজাগ,১ এপ্রিল : মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। গত দেড় বছর তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বিছানায়। প্রয়োজন হয়েছে অন্যের সাহায্যের।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুকে জয় করে মাঠে ফিরেই আইপিএলের তিন নম্বর ম্যাচে ছন্দে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। ৯০৩ দিন পর আইপিএলে অর্ধশতরান করেছেন। চিরাচরিত ছন্দে একহাতে ছক্কাও মেরেছেন তিনি। ৩২ বলে ৫১ রানের ইনিংস দিল্লি ক্যাপিটালস দলকে আগামীর ভরসাও দিয়েছে। সঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয়ও নিশ্চিত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন ম্যাচের পর ঋষভের আবেগে ভেসে যাওয়ার মধ্যে কোনও ভুল নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়ান্ডার কিড সেটাই করেছেন। দেড় বছর পর ফের একহাতে ছক্কা হাঁকানোর আবেগ যেমন তাঁর কথায় সামনে এসেছে। তেমনই দিল্লির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর দলের অধিনায়ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। চলতি আইপিএলে দিল্লির প্রথম জয়ের পর মহারাজ বলেছেন, 'ঋষভ খুব ভালো খেলেছ। এই ইনিংসটা তোমার সারা জীবন মনে থেকে যাবে। আগামীদিনে তুমি আরও ভালো ইনিংস খেলবে। দলকে ভালো খেলে জেতাবেও। কিন্তু এই ইনিংসটা তোমার সারা জীবন মনে থেকে যাবে।'

ম্যাচ জিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির আলিঙ্গনে শিষ্য ঋষভ পন্থ।

চেন্নাইকে হারিয়ে দেওয়ার পর আজ রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল সারাদিন ভাইজ্যাগের হোটেলে বিশ্রামে ছিল। বুধবার ভাইজ্যাগের এসিএভিডিসিএ স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ। তার আগে অধিনায়ক ঋষভের ব্যাটিং ছন্দ দলকে ভরসা দিয়েছে। আর অনেকদিন পর হাফ সেঞ্চুরি পাওয়া ঋষভও আবেগে ভেসে বলেছেন, 'দেড় বছর অপেক্ষা করেছি। মাঠে ফেরার পরও নিশ্চিত ছিলাম না ফের একহাতে ছক্কা মারতে পারব কিনা নিয়ে। বাস্তবে সেটাও করেছি। আসলে অনেকদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম বলে হয়তো একটু সময় লাগছে। কিন্তু নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। চেন্নাই ম্যাচে ব্যাট হাতে রান পাওয়ার পর বিশ্বাসটা আরও বেড়ে গিয়েছে। এই ছন্দ ধরে রাখতে চাই আগামীদিনেও।'

> দেড় বছর অপেক্ষা করেছি। মাঠে ফেরার পরও নিশ্চিত ছিলাম না ফের একহাতে ছক্কা মারতে পারব কিনা নিয়ে। বাস্তবে সেটাও করেছি। আসলে অনেকদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম বলে হয়তো একটু সময় লাগছে। কিন্তু নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। চেন্নাই ম্যাচে ব্যাট হাতে রান পাওয়ার পর বিশ্বাসটা আরও বেড়ে গিয়েছে। এই ছন্দ ধরে রাখতে চাই আগামীদিনেও।
>
> **ঋষভ পন্থ**

> ঋষভ, খুব ভালো খেলেছ। এই ইনিংসটা তোমার সারা জীবন মনে থেকে যাবে। আগামীদিনে তুমি আরও ভালো ইনিংস খেলবে। দলকে ভালো খেলে জেতাবেও। কিন্তু এই ইনিংসটা তোমার সারা জীবন মনে থেকে যাবে।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

'সৌরভরাও চেয়েছিল দলে নিতে'

দ্রুততম নয়, সেরা হতে চান মায়াঙ্ক

বেঙ্গালুরু, ১ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে দ্রুততম বোলারের তকমা।

পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শিখর ধাওয়ানকে করা মায়াঙ্ক যাদবের ১৫৫.৮ কিলোমিটার গতির বল চমকে দিয়েছে। চায়ের কাপে তুফানি চর্চার মধ্যে কাল ফের সাদা বল হাতে মাঠে নামছেন টিম লখনউ সুপার জায়েন্টসের নবাগত স্পিডস্টার। প্রতিপক্ষের তালিকায় বিরাট কোহলি, ফাফ ডুপ্লেসি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরা। গতি ঝড়ে স্পিডোমিটারের কাঁটা কোথায় পৌঁছোয়, ফের চোখ থাকবে।

গতি বা দ্রুততম বোলারের তকমা নয়, মায়াঙ্কের লক্ষ্য সেরা হওয়া। বলছেন, 'বিশ্বের দ্রুততম বোলার হতে চাই না। এরকম কোনও স্বপ্নও নেই। বিশ্বের সেরা বোলার হতে চাই। ব্যাটারদের বিগহিটে ব্রেক লাগানো, ধারাবাহিক পারফরমেন্সে ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য। গতি একটা অস্ত্র মাত্র। ওটা আমার সহজাত। এর জন্য বাড়তি চেষ্টা করতে হয় না।'

আশিস নেহেরা, শিখর ধাওয়ান, ঋষভ পন্থ, অঞ্জুম চোপড়া, রামন লাম্বার মতো দিল্লির সনেট ক্লাব থেকে উত্থান মায়াঙ্কেরও। ঋষভদের মতো প্রয়াত তারক সিনহা স্যরের হাতে পড়ে কেরিয়ার বদল। মায়াঙ্ক বলেছেন, 'আমি যখন ১৪, তখন সনেট ক্লাবে সামার ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। তারক স্যর বল করতে বলেন। দেবেন্দ্র স্যরও (শর্মা) ছিলেন। বোলিং দেখার পর সনেট ক্লাবেই প্র্যাকটিস করতে বলেন। সারাক্ষণ উনি নেটের পিছনে বসে থাকতেন। উৎসাহ জোগাতেন। গতিটা ওঁরও ভালো লেগেছিল। বড় দলের বিরুদ্ধে নিয়মিত খেলাতেন। আমার

ফুরফুরে মেজাজে অনুশীলনে চলেছেন মায়াঙ্ক যাদব, আয়ুষ বাদোনিরা।

কেরিয়ারে তারক স্যরের প্রভাব বিশাল। ইশান্তভাইও (শর্মা) সাহায্য করেছে আমাকে।'

অনুপ্রেরণা অবশ্য একজন বিদেশি-ডেল স্টেইন। বলেছেন, 'ডেল স্টেইনের থেকে অনুপ্রেরণা নিতাম। ওর বোলিং আগ্রাসন বরাবর টানে। স্টেইনের বোলিং ভিডিও, সেরা স্পেলগুলি দেখে শেখার চেষ্টা করেছি। স্টেইন আমার আইডল। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মুখিয়ে আছি। যে দিনটা আমার জন্য স্বপ্নপূরণের মতো হবে।'

তারক শর্মা প্রয়াত। আপাতত দায়িত্বে দেবেন্দ্র শর্মা। ছাত্রের সাফল্যে গর্বিত কোচ এদিন অন্য গল্প শোনালেন। গত ইংল্যান্ড সিরিজে নাকি মায়াঙ্ককে টেস্ট দলে নেওয়ার ভাবনা ছিল অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির। কিন্তু মায়াঙ্কের চোট সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয়।

দেবেন্দ্র শর্মা বলেন, 'দুর্ভাগ্য। ভারতীয় দলে খেলার সম্ভাবনা, প্রধান নির্বাচককে প্রভাবিত করার সুযোগ ছিল। কিন্তু...। ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা, ও যেন সুস্থ, ফিট থাকে। অ্যাথলেটিক বডি ওর। পরিশ্রমীও। প্লাস পয়েন্ট ওর মাথাটা। বিশ্বাস, ভারতীয় দলকে দীর্ঘদিন সার্ভিস দেবে।' ক্লাব কোচের দাবি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঋষভ পন্থ আগ্রহী ছিলেন মায়াঙ্ককে দিল্লি ক্যাপিটালসে নিতে।

ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের নিয়ে ১৬ এপ্রিল বৈঠকে বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : চলতি সপ্তদশ আইপিএলের মাঝেই জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। জানা গিয়েছে, আইপিএলের দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মালিক ও সিইওদের সেই বৈঠকে জরুরি তলব করা হয়েছে। আগামী ১৬ এপ্রিল আহমেদাবাদে হতে চলেছে সেই বৈঠক। যেখানে আগামী বছরের আইপিএলের আগে নির্ধারিত থাকা নিলাম থেকে শুরু করে ক্রিকেটারদের রিটেনশন পদ্ধতি, সব নিয়েই আলোচনা হবে বলে খবর। শুধু তাই নয়, জানা গিয়েছে আগামী আইপিএল থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির স্যালারি ক্যাপ বাড়ানোর প্রস্তাবও আসতে চলেছে সেদিনের নির্ধারিত থাকা বৈঠকে।

আগামী ১৬ এপ্রিল আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের দিনই জয় শা, রজার বিনি, অরুণ সিং ধুমলরা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলির শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে জরুরি এই বৈঠকে বসতে চলেছেন। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, আগামীর আইপিএলের পরিকল্পনার পাশে জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের ছাড়ার বিষয় নিয়েও সেদিনের বৈঠকে আলোচনা হবে। যদিও সরকারিভাবে এব্যাপারে বোর্ডের তরফে এখনও মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে। যদিও মার্কিন মুলুকের পিচ, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বিসিসিআই শীর্ষকর্তারা চাইছেন, রোহিত শর্মাদের ২৬ মে আইপিএল ফাইনাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আগেই সেদেশে পাঠিয়ে দিতে। এই ব্যাপারে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলির ভাবনা মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে খবর।

ফিল্ডিংয়ে বাড়তি গুরুত্ব নাইটদের

ভাইজাগ, ১ এপ্রিল : করব-লড়ব-জিতব রে!

শুরুতেই সুপারহিট কলকাতা নাইট রাইডার্স। দুই ম্যাচে জোড়া জয়। আর সেই জয়ের আবহ নিয়ে গতকাল ভাইজাগ পৌঁছে গিয়েছিল টিম কেকেআর। গতকাল অনুশীলন না হলেও আজ সন্ধ্যায় ভাইজাগের এসিএভিডিসিএ স্টেডিয়ামে চুটিয়ে অনুশীলন করেছে নাইটরা। আর সেই অনুশীলনে মেন্টর গম্ভীরের পরামর্শ মেনে ফিল্ডিং চর্চায় বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কারণ, ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণ বলছে, ব্যাটিং-বোলিং নিয়ে নাইটদের অন্দরমহলে আপাতত তেমন কোনও উদ্বেগ নেই। তুলনায় বরং ফিল্ডিং নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। ইডেন গার্ডেন্স ও চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, যে দুইটি ম্যাচ এখনও পর্যন্ত খেলেছে কেকেআর এবং জিতেছে, সেই দুইটি ম্যাচেই বিস্তর ক্যাচ পড়েছে আউটফিল্ডে। তাই দলের ফিল্ডিং কোচ রায়ান টেন ডুসকাটের নজরদারিতে আজ সন্ধ্যা থেকে রাতের অনুশীলনে ক্যাচিং প্র্যাকটিস হয়েছে।

ফিল্ডিংয়ের মাঝে রামনদীপ সিংকে নিয়ে খুনশুটিতে অনুকূল রায়, অঙ্গকৃষ রঘুবংশীরা। সোমবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলনে।

নীতীশ রানা ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা অবশ্য এখনও কাটেনি। যদিও দুইজনই আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে হাজির ছিলেন। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলা শুরুর আগে নীতীশের চোটের বিষয়টি সামনে এসেছিল। আর সেদিনের ম্যাচেই ব্যাটিংয়ের সময় কোমরে চোট পেয়েছিলেন ভেঙ্কটেশ। নাইটদের অন্দরমহলের খবর, দুইজনের কারোর চোটই তেমন গুরুতর নয়। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পরের ম্যাচে খেলতে সমস্যা হবে না নীতীশদের। যদিও সরকারিভাবে কেকেআরের তরফে এব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি এখনও।

এমন পরিস্থিতির কারণও রয়েছে। পুরো দলই এখন ডুবে রয়েছে ক্যারিবিয়ান ম্যাজিকে। ইডেনে আন্দ্রে রাসেল শো। আর চিন্নাস্বামীতে সুনীল নারায়ণ ম্যাজিকের পর বুধবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে নাইটদের নতুন নায়ক কে হবেন, তা নিয়ে দলের অন্দরেই চলছে বাজি ধরা। পুরো দলই দারুণ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। তার মধ্যেই মেন্টর গম্ভীর ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত দলের ক্রিকেটারদের আইপিএলের মতো দীর্ঘ প্রতিযোগিতার চাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন।

সঙ্গে কেকেআরের তিন নম্বর খেতাব জয়ের প্রত্যাশা ক্রমশ এভারেস্ট সমান হচ্ছে।

হাসপাতালে গ্রেম পোলক

জোহানেসবার্গ, ১ এপ্রিল : কিংবদন্তি প্রোটিয়া ক্রিকেটার গ্রেম পোলক হাসপাতালে ভর্তি। চলতি বছরে ৮০-তে পা দেওয়া এই বাঁহাতি ক্রিকেটারের দশদিন আগে স্ট্রোক হয়। তাঁর সতীর্থ স্পুক হ্যানলি জানিয়েছেন, গ্রেম আপাতত হাত, পা নড়াচড়া করতে পারছেন। কথাবার্তাও বুঝতে পারছেন। তবে এইমুহূর্তে তাঁর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। স্ট্রোক হওয়ার আগে থেকেই গ্রায়েম কোলন ক্যানসার ও পার্কিনসনস রোগে ভুগছিলেন। তিনি ২৩ টেস্টে ৬০.৯৭ গড়ে ২,২৫৬ রান করেছেন। ৭টি সেঞ্চুরিও রয়েছে তাঁর। গ্রেমকে ডন ব্রাডম্যান তাঁর সময়ের সেরা বাঁহাতি ব্যাটার মনে করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক শন পোলক সম্পর্কে গ্রেমের ভাইপো।

নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার ম্যাচ বিরাটের

বেঙ্গালুরু, ১ এপ্রিল : কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে ৫৯ বলে অপরাজিত ৮৩।

পাঞ্জাব কিংস-বধের ম্যাচে ৪৯ বলে ৭৭ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস। তিন ম্যাচে ১৮১ রান করে অরেঞ্জ টুপির মালিকও। তারপরও সমালোচনা থামছে না বিরাট কোহলিকে নিয়ে! সৌজন্যে ১৩০-১৪০ স্ট্রাইক রেট। নাইটদের কাছে হারের জন্য অনেকেই সরাসরি দুষছেন কিং কোহলিকে।

টাচে থাকলেও রানের গতি বাড়ানোই এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ। আগামীকাল লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে যে পরীক্ষার মুখে বিরাট। শুধু রান করলে হবে না, বাড়াতে হবে স্ট্রাইক রেট। শর্তপূরণের পথে কাঁটা চলতি আইপিএলের নয়া আবিষ্কার মায়াঙ্ক 'স্পিডস্টার' যাদব। গতি-ঝড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া মায়াঙ্ক কাল কত কিলোমিটারে বল ছোটায় সেদিকে চোখ সবার।

ব্যাটিং বরাবরই শক্তি আরসিবি-র। যদিও চলতি আইপিএলে উলোটপুরাণ। অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি (৪৬ রান, ১৫.৩৩ গড়), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৩১ রান, ১০.৩৩ গড়), ক্যামেরন গ্রিন (৫৪, গড় ১৮), রজত পাতিদারদের (২১, গড় ৭) হাল নৈব নৈব চ। ডুপ্লেসিকে ওপেনিং থেকে সরিয়ে তিনে খেলানোর পরামর্শও ঘোরাফেরা করছে। কিছুটা স্বস্তি বলতে লোয়ার মিডল অর্ডারে দীনেশ কার্তিক, অনুজ রাওয়াত, মাহিপাল লোমরোরদের পারফরমেন্স।

আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস

স্থান : বেঙ্গালুরু
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

প্রতিপক্ষের নড়বড়ে ব্যাটিংয়ের ফায়দা তুলতে বদ্ধপরিকর লখনউ। ম্যাক্সওয়েলের বাঁহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে দুর্বলতা কাজে লাগাতে চাইবেন ক্রুণাল পান্ডিয়া। আছেন রবি বিষ্ণোই, নবীন-উল-হক, মহসিন খানের সঙ্গে চলতি আইপিএলের দ্রুততম বোলার মায়াঙ্ক যাদব। খাতায়কলমে 'অ্যাভারেজ' হলেও দলগত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। মায়াঙ্কের দুরন্ত আইপিএল অভিষেকে (২৭/৩) বাড়তি অক্সিজেন।

লখনউ শিবিরে চিন্তার কারণ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। পাঞ্জাব-ম্যাচে লোকেশকে 'ইমপ্যাক্ট' প্লেয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নেতৃত্বে নিকোলাস পুরান। কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের যুক্তি, ম্যারাথন লিগ। লোকেশের ওয়ার্কলোডের কথা গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। যদিও লখনউ শিবিরে ফিশফিশানি, লোকেশ নাকি পুরোপুরি ফিট নন। আজ প্রাক-ম্যাচ প্রস্তুতিতে উইকেটকিপিংয়ের

মায়াঙ্ক ডাগারকে পরামর্শ বিরাট কোহলির। বেঙ্গালুরুতে সোমবার।

পথে হাঁটেননি। অর্থাৎ, ফের পুরানের কাঁধে ব্যাটিংয়ের সঙ্গে কিপিংয়ের দায়িত্ব। সম্ভবত ফের নেতৃত্বও দেবেন ক্যারিবিয়ান তারকা। পুরান জানান, লোকেশের দিকে চোখ রাখা হচ্ছে।

গত ম্যাচে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুরান। ২১ বলে ৪২ করেন। সঙ্গে কিপিং। পরিসংখ্যান আবার বলছে মঙ্গলবারের মঞ্চ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পুরানের স্ট্রাইক রেট ২২৯! রানে ফিরেছেন কুইন্টন ডিকক (৫৪)। অলরাউন্ডার ক্রুণাল ব্যাটে-বলে সফল। ব্যাটিংয়ের মতো বোলিংয়েও অগোছালো আরসিবি-র জন্য কঠিন হার্ডল। দলের এক নম্বর বোলার মহম্মদ সিরাজ ছন্দে নেই। তিন ম্যাচে দুই উইকেট নিয়েছেন ওভার পিছু দশের বেশি রান দিয়ে।

১১.৫ কোটিতে নেওয়া ক্যারিবিয়ান পেসার আলজারি জোসেফও ফ্লপ। বিকল্প ভাবনায় হয়তো লকি ফার্গুসন। রিসি টপলে, মায়াঙ্ক ডাগার, যশ দয়ালরাও ফাঁকফোকর কতটা ভরাট করবে, সময়ই বলবে।

মুখোমুখি (ম্যাচ ৪)

বেঙ্গালুরু ৩। লখনউ ১

ভুল শুধরে নিতে চান শুভাশিসরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : চেন্নাইয়ান এফসি-র কাছে হারের পর শিল্ড জয় নিয়ে চাপে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আর সেটা ম্যাচের পর বিধ্বস্ত ম্যানুয়েল পেরেজের চেহারাতেই পরিষ্কার। দলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের অনুপস্থিতিতে তিনি যে নিজের কাজটা করতে পারেননি, সেটা বুঝেই সম্ভবত লজ্জিত তিনি।

তবে আশা ছাড়ছেন না অধিনায়ক শুভাশিস বসু। তিনি বলেছেন, 'এটা হতাশাজনক ফল আমাদের কাছে। কিছু ভুল করেছি বলেই জিততে পারলাম না। তবে হাতে এখনও তিনটে ম্যাচ আছে লিগ-শিল্ডের লড়াইয়ে। অবশ্যই এই শেষ তিন ম্যাচ জিততে চেষ্টা করব আমরা।' হারের পরও তিনি তাঁর সতীর্থদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন আদর্শ অধিনায়কের মতো। বলে দেন, 'ঘরের মাঠে এই ফল আমরা আশা করিনি। কিন্তু দলের প্রত্যেকে একশো শতাংশ দিয়েছে। তাই আমরা যেমন একটা দল হিসাবে হেরেছি, তেমনি ফিরব একটা দল হিসাবেই।' হাবাসের অনুপস্থিতি যে ফ্যাক্টর হয়েছে সেটা মানছেন বাগান অধিনায়ক, 'কোচ সাইডলাইনে বসে নানাধরনের পরিকল্পনা করেন, বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়। সেখানে একজন হেড কোচ না থাকলে তো একটা সমস্যা হয়ই।' ম্যানুয়েল জানান, মঙ্গলবারের মধ্যে সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরার সম্ভাবনা হাবাসের।

হাবাস দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ৯ নম্বর ম্যাচে এসে প্রথম হার বাগানের। আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্যস্ত ছিলেন বাগানের অন্তত ৯ জন ফুটবলার। খানিকটা ক্লান্তিও তাঁদের গ্রাস করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারের ধাক্কাও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁরা। শুভাশিসের বক্তব্য, 'সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগছে। ওঁরা বিশাল সংখ্যায় এসেছিলেন আমাদের সমর্থন করতে। আশা করি, এই সমর্থনের প্রতিদান দিতে পারব আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতে ওঁদের আনন্দ করার সুযোগ করে দিয়ে।' এখন কলকাতায় প্রচণ্ড গরম। শুভাশিস মনে করেন, এতে সুবিধা হয়েছে চেন্নাইয়ানের, 'হঠাৎই এখানকার আর্দ্রতা খুব বেড়ে গিয়েছে। যার সঙ্গে আমরা মানিয়ে নিতে পারিনি। তাতেই বিপক্ষ গোলের সুযোগ তৈরি করে ফেলতে পেরেছে। আমরাও ম্যাচটা জিততে পারতাম। যদি গোলের সামনে গিয়ে সেই তীব্রতা ধরে রাখা সম্ভব হত। নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব।'

কেরালা ম্যাচে নেই কোয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিল : সোমবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলার জন্য কোচি পৌঁছে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। পুরো ফিট না হলেও দলের সঙ্গে গিয়েছেন স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো। তবে তাঁকে খেলানো হবে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। এদিকে দুইটি হলুদ কার্ড দেখায় এই ম্যাচে নির্বাসনে কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। চলতি লিগে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি সাসপেন্ড হয়েছেন। এর আগে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধেও রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন না লাল-হলুদের হেডস্যর। কোয়াদ্রাত সাসপেন্ড থাকায় কেরালার বিরুদ্ধে দল পরিচালনার ভার থাকবে সহকারী কোচ বিনো জর্জের হাতে। ঘটনাচক্রে বিনো এই কেরালার লোক। তাই নিজের ঘরের মাঠে ম্যাচ জেতার জন্য মরিয়া থাকবেন তিনি। তবে কেরালার মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কোয়াদ্রাতের ডাগআউটে না থাকাটা প্রভাব ফেলতে পারে দলের পারফরমেন্সে। উলটোদিকে কেরালা দলে দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের মতো বিদেশিদের পাশাপাশি প্রীতম কোটাল, প্রবীর দাসের মতো বঙ্গতনয় রয়েছে। তাই কাজটা মোটেও সহজ হবে না বিনো জর্জের কাছে। প্রথমপর্বে কেরালার কাছে হারতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে।

অলিম্পিক নিশ্চিত চানুর

ফুকেট, ১ এপ্রিল : চোটের জন্য ছয় মাস বাইরে ছিলেন। সেই ধাক্কা সামলে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট নিশ্চিত করলেন ভারতের তারকা ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু। সোমবার ফুকেটে আইডব্লিউএফ বিশ্বকাপে ৪৯ কেজি বিভাগে তৃতীয় হওয়ার পর টোকিও অলিম্পিকে রুপোজয়ী চানুর প্যারিসের টিকিট পাকা হয়ে যায়। প্রতিযোগিতায় তিনি স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে ১৮৪ কেজি ওজন তোলেন। অলিম্পিকের টিকিট পেয়ে চানু বলেছেন, 'প্রত্যাবর্তন দুর্দান্ত হল। এবার লক্ষ্য অলিম্পিকে সেরাটা দেওয়া।' চূড়ান্ত তালিকা প্রতিযোগিতার পর দেওয়া হবে। তবে প্রতিটি বিভাগের সেরা দশ খেলোয়াড় অলিম্পিকে যাবে। চানু নিজের ওজন বিভাগে দুই নম্বরে রয়েছেন।

তিন উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস যুযবেন্দ্র চাহালের। প্রথম ওভারেই জোড়া উইকেট নেওয়ার পর ট্রেন্ট বোল্ট।

হ্যাটট্রিক মুম্বই-রাজস্থানের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১২৫/৯
রাজস্থান রয়্যালস-১২৭/৪

মুম্বই, ১ এপ্রিল : ভালোবাসার মানুষকে ঘেন্না করতেও সময় লাগে না। হার্দিক পান্ডিয়ার অবস্থা এখন এই রকমই। ২০১৫-'২১ সাত বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে থাকার সময় হার্দিকের সাফল্যের প্রার্থনা করতেন ভক্তরা। কিন্তু চলতি আইপিএলে ঘর ওয়াপসির পর ছবিটা বদলে গিয়েছে।

গত দুই ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমর্থকরাই হার্দিককে বিদ্রুপ করেছিলেন। তখনই আশঙ্কা করা গিয়েছিল, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও তারকা অলরাউন্ডারের সঙ্গে একই ঘটনা হতে পারে। সোমবার সেটাই হল। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে টসের সময় হার্দিকের নাম ঘোষণা হতেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমর্থকরাই টিটকিরি ছুঁড়ে দিলেন তাঁর উদ্দেশ্যে। সেই ঘটনায় বিরক্ত হয়ে যান সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকা প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকার। দর্শকদের কার্যত ধমক দিয়ে তিনি বলেন, 'ঠিকমতো আচরণ করুন।' তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। উলটে নেটপাড়ার একাংশের রোষের মুখে পড়েন মুম্বইয়ের ঘরের ছেলে সঞ্জয়। তাঁকে তোপ দেগে নেটিজেনরা বলেছেন, 'জ্ঞান দেবেন না। আপনি এখানে বেকার জড়াচ্ছেন।' দর্শকদের থামার আবেদন জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মাও।

ব্যাট হাতে এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হার্দিক (৩৪)। কিন্তু তিনি মাঠে নামার আগেই ট্রেন্ট

ওয়াংখেড়েতেও বিদ্রুপ হার্দিককে

বোল্ট (২২/৩) ও নান্দ্রে বার্জারের (৩২/২) ওপেনিং স্পেলে কেঁপে যায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। দিনের শেষটাও তাঁর জন্য ভালো যায়নি। ৬ উইকেটে ম্যাচ হেরে চলতি আইপিএলে মুম্বই হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল। তাদের ঠিক বিপরীত মেরুতে রাজস্থান। জয়ের হ্যাটট্রিকে তারা এক নম্বরে উঠে এসেছে।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে বোল্টের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হন রোহিত (০)। পরের বলে আউট নমন ধীর। নিজের দ্বিতীয় ওভারে ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে তুলে নেন বোল্ট। ঈশান কিষানকে ১৬ রানে থামিয়ে দেন বার্জার। ২০/৪ হয়ে যাওয়ার পর মুম্বই ইনিংসকে ট্র্যাকে ফেরানোর কাজটা তিলক ভার্মাকে (৩২) নিয়ে শুরু করেন হার্দিক। ছয়টি চারে দ্রুত ৩৪-এ পৌঁছেও যান। কিন্তু অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে যুযবেন্দ্র চাহালকে (১১/৩) উইকেট দিয়ে আসেন। মুম্বই থামে ১২৫/৯ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুটা রাজস্থানের ভালো হয়নি। গত দুই ম্যাচের মতো অফফর্ম কাটাতে পারলেন না যশস্বী জয়সওয়াল (১০)। তারপরও রাজস্থান ২৭ বল হাতে রেখে ১৫.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৭ রানে পৌঁছে যায়। রাজস্থান ব্যাটিংয়ের নায়ক দুরন্ত ফর্মে থাকা রিয়ান পরাগ (৩৯ বলে অপরাজিত ৫৪)। গত ম্যাচে অর্ধশতরান ছিল তাঁর। এদিনও অসমের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের কমলা টুপি উঠল তাঁর মাথায়।

এগোতে পারে নাইট ম্যাচ

রামনবমীর জন্য আপত্তি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিল : আপত্তি কলকাতা পুলিশের। সৌজন্যে রামনবমী।

আর রামনবমীকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশের আপত্তির পরই আগামী ১৭ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে নির্ধারিত থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচের দিন বদলের সম্ভাবনা।

রাতের দিকে সিএবি সূত্রের খবর, ১৭-র বদলে ১৬ এপ্রিল এই ম্যাচ হতে পারে ইডেনে। যদিও সিএবি বা কলকাতা পুলিশের তরফে রাত পর্যন্ত এই ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। সমস্যার সূত্রপাত গতরাতে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়, ১৭ এপ্রিল কেকেআর বনাম রাজস্থানের ম্যাচের দিন রয়েছে রামনবমী। তাই সেদিন ক্রিকেটের নন্দনকাননে পর্যাপ্ত পুলিশের

> পুলিশের আপত্তির কথা জানার পরই আমরা পুরো বিষয়টি বিসিসিআই-কে জানিয়েছি। এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে পুলিশের আপত্তি থাকলে ইডেনে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয়। দেখা যাক কবে হয় এই ম্যাচ।
>
> **নরেশ ওঝা** (সিএবি সচিব)

ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সঙ্গে আসন্ন সাত দফা নির্বাচনের বিষয়টি তো রয়েইছে। তাই পরিবর্ত হিসেবে ১৬ ও ১৮ এপ্রিলের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের আপত্তির কথা জানার পরই দ্রুত সিএবি-র তরফে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। রাত পর্যন্ত এই বিষয়ে বোর্ডের সঙ্গে সিএবি কর্তাদের বেশ কয়েক দফা আলোচনা হলেও জটিলতা কাটেনি বলেই খবর। রাতের দিকে সিএবি সচিব নরেশ ওঝা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'পুলিশের আপত্তির কথা জানার পরই আমরা পুরো বিষয়টি বিসিসিআই-কে জানিয়েছি। এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে পুলিশের আপত্তি থাকলে ইডেনে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয়। দেখা যাক কবে হয় এই ম্যাচ।'

১৪ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টসের সঙ্গে ইডেনে ম্যাচ রয়েছে নাইটদের। সেই ম্যাচের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রেয়স আইয়াররা ১৬ এপ্রিল রাজস্থান ম্যাচ খেলতে ইডেনে নামতে চাইছেন না বলে কেকেআর সূত্রের খবর। কিন্তু না চাইলেও সেদিনই সঞ্জু স্যামসনদের বিরুদ্ধে হয়তো নামতে হবে শ্রেয়সদের। প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে আপাতত রাজস্থান বনাম কেকেআর ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা ১৭-র বদলে ১৬ এপ্রিলই প্রবল বলে মনে করা হচ্ছে। সিএবি সূত্রেও তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। কিন্তু তারপরও ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রসঙ্গত, এই ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচ যেদিনই হোক, তা ইডেনেই হবে।

৪৫৫ রানে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা

চট্টগ্রাম, ১ এপ্রিল : রবিবার দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল ১ উইকেটে ৫৫ রান। তৃতীয় দিনের শুরু থেকে পালটা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন জাকির হাসান ও তাইজুল ইসলাম। কিন্তু জাকির (৫৪) আউট হওয়ার পর মাত্র ১৭৮ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। অসিথা ফার্নান্ডো ৩৪ রানে ৪ উইকেট নেন। শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশকে ফলোঅন না করিয়ে ফের ব্যাট করতে নামে। বাংলাদেশের বোলার হাসান মামুদের দাপটে দ্বিতীয় ইনিংসে চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। দিনের শেষে তারা ৬ উইকেটে ১০২ রান সংগ্রহ করেছে। ক্রিজে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ (৩৯) ও প্রভাত জয়সূর্য (৩)। আপাতত ৪৫৫ রানে এগিয়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা।

স্টিমাকের সঙ্গে আজ আলোচনায় ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিল : ইগর স্টিমাককে এখনই বরখাস্ত করা না হলেও তাঁর কাছে আফগানিস্তান ম্যাচে হারের ব্যাখ্যা অবশ্যই চাওয়া হবে। আর এই ইস্যুতেই মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পাঁচ সদস্যের কমিটি সহ পদাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা হওয়ার কথা স্টিমাকের।

মাঝে ইস্টারের ছুটি থাকায় ভারতীয় দলের হেড কোচের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি এআইএফএফ কর্তাদের। ইতিমধ্যেই অবশ্য এক পাঁচ সদস্যের কমিটি তৈরি করে দেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। যাঁরা কোচের সঙ্গে কথা বলে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন। তবে পরবর্তী সময়ে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, জুনে কুয়েত এবং কাতার ম্যাচের আগে স্টিমাককে বরখাস্ত করা সম্ভব নয় মূলত আর্থিক কারণেই। ফলে এক পা পিছিয়ে এসে ফেডারেশন কর্তারা ঘনিষ্ঠ মহলে বলছেন, 'টেকনিকাল কমিটির ভাবনাকে সম্মান দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে নতুন কোচ এসে কতটা ভালো করতে পারবেন সেটাও ভাবতে হচ্ছে। আর্থিক ক্ষতিপূরণের একটা ব্যাপার তো আছেই।' তবে এসব সত্ত্বেও মঙ্গলবার এই পাঁচ সদস্যের কমিটি ও কার্যনির্বাহী মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ নিজে আলোচনায় বসবেন স্টিমাকের সঙ্গে। তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে কেন এরকম বিশ্রী ফল হল ভারতীয় দলের। এখন দেখার স্টিমাক নিজে কী ব্যাখ্যা দেন এই হারের।

এদিকে, মঙ্গলবার আরও একটি সভা ডাকা হয়েছে দীপক শর্মার এক মহিলা ফুটবলারকে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়ে। আগেই হিমাচলপ্রদেশের এই ফুটবলকর্তাকে যাবতীয় ফুটবল বিষয় থেকে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফুটবলার যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে মঙ্গলবারই সম্ভবত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ফেডারেশন।

জরুরি বৈঠকে পিসিবি প্রধান নাকভি

ভুল বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ শাহিন

লাহোর, ১ এপ্রিল : সাদা বলের ফরম্যাটে বাবর আজম ফের অধিনায়ক হওয়ার পর নতুন অশান্তি পাকিস্তান ক্রিকেটের অন্দরে। বাবর নেতৃত্বে ফেরার পর পিসিবি-র তরফে প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিন শা আফ্রিদির বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল। যদিও প্রকাশিত বিবৃতি তাঁর নয় বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ আফ্রিদি। ড্যামেজ কন্ট্রোলে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন পিসিবি-র চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।

> বিবৃতির একটি শব্দও আমার নয়। বোর্ড অহেতুক পরিস্থিতি জটিল করছে। এই ধরনের ঘটনা পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে।
>
> **শাহিন শা আফ্রিদি**

আফ্রিদির বিবৃতি দাবি করে পিসিবি জানিয়েছিল, 'আমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তা উপভোগ করেছি। দারুণ কিছু স্মৃতিও আছে। দলের একজন খেলোয়াড় হিসাবে এখন আমার দায়িত্ব অধিনায়ক বাবরের পাশে থাকা। আগেও বাবরের নেতৃত্বে খেলেছি। ওর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। মাঠের ভিতরে এবং বাইরে সব সময় বাবরকে সাহায্য করব।' বিবৃতিটি প্রকাশিত হওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন শাহিদ। তিনি বলেছেন, 'বিবৃতির একটি শব্দও আমার নয়। বোর্ড অহেতুক পরিস্থিতি জটিল করছে। এই ধরনের ঘটনা পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে।' এরপরই আসরে নামেন পাক বোর্ড। সূত্রের মতে, আফ্রিদি সরাসরি বোর্ড কর্তাদের কাছে জানতে চান কেন নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁকে আগে জানানো হয়নি। কেন তাঁর নাম করে অসত্য বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

ট্রফি জয়ে ক্লপরা ফেভারিট : পেপ

ম্যাঞ্চেস্টার, ১ এপ্রিল : প্রিমিয়ার লিগ খেতাবের ত্রিমুখী লড়াই আরও জোরদার হল। সপ্তাহ শেষে মাঠে নেমেছিল লিগ তালিকায় শীর্ষে থাকা তিন ক্লাব। প্রথমে

পয়েন্ট নষ্টে হতাশ ম্যান সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

১ গোলে পিছিয়ে পড়লেও শেষপর্যন্ত ২ গোল করে ম্যাচ জিতে নেয় জুরগেন ক্লপের লিভারপুল। গোল করেন লুইস দিয়াজ এবং মহম্মদ সালাহ। অন্যদিকে, এতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম আর্সেনাল ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। দুই দলই রক্ষণ মজবুত করায় খেলায় খুব বেশি গোলের সুযোগ তৈরি হয়নি। জয়ের সুবাদে লিগ তালিকায় এক নম্বরে উঠে এল লিভারপুল। ২৯ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৬৭ পয়েন্ট। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রইল আর্সেনাল (৬৫ পয়েন্ট) ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি (৬৪ পয়েন্ট)। বাকি ৯টি ম্যাচের প্রতিটিই এখন তিন দলের কাছে মরণবাঁচন ম্যাচ।

পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ জেতা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে জুরগেন ক্লপের ছেলেরা। এই মরশুমে সর্বাধিক সাতটি ম্যাচে পিছিয়ে থেকে জয়লাভ করে লিভারপুল। জয়ের পর ক্লপ বলেছেন, 'আগে আমরা স্নায়ুর চাপে ভুগতাম। কিন্তু সেসব অতীত। আমরা যদি উপভোগ করতে পারি তাহলে আমাদের সুযোগ রয়েছে খেতাব জয়ের।'

অন্যদিকে, আর্সেনালকে হারাতে না পেরে স্বভাবতই হতাশ সিটি বস গুয়ার্দিওলা। তাঁর মতে, 'শীর্ষে যারা আছে লিগ জয়ের দাবিদার তারাই। আমাদের হাতে যা আছে তা হল অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ।'

৫৮ ম্যাচ পরে সিটি তাদের ঘরের মাঠে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছে আর্সেনালের বিরুদ্ধে। এমন অসাধ্যসাধনের পর গানার্স কোচ মিকেল আর্তেতা স্বাভাবিকভাবেই খুশি। তিনি বলেছেন, 'আমরা আজকে জিততে চেয়েছিলাম, কিন্তু যখন আপনি জিততে পারেন না, খেয়াল রাখতে হবে যাতে হেরে না যান। আজকের ফল আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

দশজনেও জয় পিএসজি-র

প্যারিস, ১ এপ্রিল : চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত পিএসজি। তবে মার্সেইঁয়ের বিরুদ্ধে প্রবল সম্ভাবনা ছিল সেই অপরাজিত তকমা মুছে যাওয়ার। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা আর হয়নি। মার্সেইঁয়ের বিপক্ষে দশজনে খেলেও ২-০ গোলে জয় পেলেন কিলিয়ান এমবাপেরা। ৪০ মিনিটে লুকাস বেরাল্ডো লাল কার্ড দেখার পর বাকি সময় দশজনে খেলে পিএসজি। ৫৩ মিনিটে ভিটিনহার গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। এমবাপের পরিবর্তে নামা গনজালো র‍্যামোস ৮৫ মিনিটে গোল করেন।

রডরিগোর জোড়া গোল

মাদ্রিদ, ১ এপ্রিল : লা লিগা জয়ের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। ভারতীয় সময় রবিবার গভীর রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারাল তারা। ম্যাচের নায়ক ব্রাজিলিয়ান তারকা রডরিগো। স্বদেশীয় ভিনিসিয়াস জুনিয়ার নির্বাসনে থাকায় তাঁর ওপরই ভরসা রেখেছিলেন রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের ৮ মিনিটেই গোলের খাতা খোলেন রডরিগো। ৭৩ মিনিটে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় অপূর্ব গুহ

আমাদের পরম পূজনীয় অপূর্ব গুহ, ইহলোকের মায়া ছেড়ে অমৃতলোকে গমন করেছেন গত ২২/০৩/২০২৪, রাত্রি ১১.৩৩ মি.।
তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়াঃ ০৩/০৪/২০২৪ বুধবার।
নিয়ম ভঙ্গ ঃ ০৪/০৪/২০২৪ বৃহস্পতিবার।
স্বপ্নীল ভবন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শোকাহত ঃ নন্দিতা গুহ (স্ত্রী), অর্পিতা ভৌমিক ও অনন্যা গুহ মুখার্জী (কন্যা), প্রদীপ্ত ভৌমিক ও দেবপ্রতীম মুখার্জী (জামাতা) এবং সমস্ত গুহ পরিবার

সেরা সময় লম্বা করতে চায় জিটিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : মার্চ মাসটা দুর্দান্ত গেল জিটিএস ক্লাবের জন্য। কোচবিহারে গিয়ে টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন। শিলিগুড়িতে সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে খেতাব জয়। আর মাসের শেষদিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবকে হারিয়ে টানা ষষ্ঠবার মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ভলিবল লিগ ঘরে তুলল জিটিএস। আর প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতায় তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অপরাজিত থেকে।

এক মাসে তিন খেতাব

ভলিবল লিগে জয়ের পর ক্লাবকর্তা ও জিটিএস ক্লাবের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাস (ডানদিকে)। সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে জিটিএস ক্লাবকে দেওয়া হল পুষ্পস্তবক।

সাফল্যের সৌরভ গায়ে মেখে ক্লাবের সচিব তাপস মৈত্র বলেছেন, 'কোচবিহারে চার ম্যাচ খেলে চারটি, সুপার ডিভিশনে সাতে সাত এবং ভলিবলে ছয় ম্যাচে হাফডজন জয় এনেছে আমাদের ক্লাবের ছেলেরা। এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন গত মাসেই ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্সে তৃতীয় স্থান প্রাপ্তি। সোনালি দৌড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখন আমাদের লক্ষ্য এটা যতটা সম্ভব লম্বা করা।'

ভলিবল লিগের ফাইনালে তারা ২৫-১৫, ২৫-১৬ ও ২৫-২০ পয়েন্টে হারিয়েছে ইউনাইটেডকে। ফাইনালের সেরা হয়েছেন তাদের রাজেশ এস। প্রতিযোগিতায় সেরা জিটিএস-এর এসকে শরিফ। যা নিয়ে তাপসবাবুর মন্তব্য, 'শিলিগুড়িতে খুব বেশি দক্ষ ভলিবলার পাওয়া যায় না। এজন্য সারা ভারত থেকেই আমাদের খেলোয়াড় স্পট করতে হয়। এই অবস্থায় কারও একার পক্ষে শক্তিশালী দল গড়া সম্ভব নয় বুঝে ক্লাবের প্রতিটি সদস্য সামনে এগিয়ে এসেছেন। কোনও প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সন্ধান থাকলেই তাঁরা ক্লাবকে তা দিয়েছেন। এরপর আমাদের অধিনায়ক হাবিবের সঙ্গে কথা বলে দল চূড়ান্ত করা হয়।'

ভলিবলে অবশ্য শিলিগুড়িতে জিটিএস ক্লাবের হেভিওয়েট তকমা অনেকদিন আগে থেকেই রয়েছে। কিন্তু এবার ক্রিকেটেও তারা চমকে দিচ্ছে সবাইকে। যার জন্য তাপসবাবু বলেছেন, 'সাম্প্রতিককালে আমরা অগ্রগামী সংঘর থেকে ক্রিকেটার নিয়ে দল গড়েছি। কিন্তু এবার স্ট্র্যাটেজি বদলে শিলিগুড়ির প্রতিটি অ্যাকাডেমি ঘুরে নিজেরাই ক্রিকেটার স্পট করেছি। সঙ্গে সুপার ডিভিশনের জন্য সিএবি নথিভুক্ত সাত ক্রিকেটারের সন্ধানও আমরা করেছি। ওদের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় একাদশে চার সিএবি ক্রিকেটার নির্বাচনে সুবিধা হয়েছে।'

সাফল্যের কারিগরদের সোমবার নৈশভোজে আপ্যায়িত করে জিটিএস। সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্লাবকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছেন ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা, ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, সহকারী সচিব সজল নন্দীরা। তাঁদের বক্তব্যের মূলসুর, স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে এবার রাজ্য পর্যায়েও জিটিএস নিজেদের মেলে ধরুক। মনোজবাবুর মন্তব্য, 'ওদের এই পরিকল্পনা শিলিগুড়ির ক্রীড়াজগতের জন্য ভালো দিক। শুধু অংশগ্রহণ নয়, ওরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দল গড়েছে। প্রতিটি ক্লাবের কাছে আবেদন, এই বেঞ্চমার্ক অনুসরণের।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর এক বাসিন্দা সর্বময় মাঝি - কে 08.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82L 42492 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সংবাদটি যখন আমার পরিবারের সদস্যরা জানতে পারলো তারা তখন আমার থেকে বেশি আনন্দিত বোধ করেছিল। ডিয়ার লটারি বহু মানুষের ত্রাণকর্তা, যা আমাদেরকে কোটিপতি বানিয়ে আমাদের জীবনকে উন্নত করে তুলেছে। আমার কাছে ডিয়ার লটারির প্রশংসা করার মতো কোনো শব্দ নেই। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাদের সমস্ত আর্থিক সমস্যার সমাধান করেছে। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in